1. সিএসইর নতুন স্টুডেন্টদের চুলকানি

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কম্পিউটার সায়েন্সের বারান্দায় পা দিলেই, হাজার খানেক প্রশ্ন মনের ভিতরে আকুপাকু করে। সেই আকুপাকুর চুলকানির মলম নিচে দেয়া হলো

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF/10154003154512359>)

**১. ক্লাসের বেশিরভাগই ঢাকার স্টুডেন্ট। তারা আগে থেকেই প্রোগ্রামিং শিখে আসছে। আমি ঢাকার বাইরের এবং কম্পিউটার সম্পর্কে তেমন ধারনা নাই। আমি কি ওদের সাথে পারবো? নাকি অন্য সাবজেক্টে চলে যাওয়া উচিত?**

উত্তর: অবশ্যই পারবে। এবং ওদের চাইতে বেশি পারবে। কারণ আগে শিখে আসা পোলাপান- "আমি পারি। আমি পণ্ডিত"। মনে করে। ঢিলামি করবে। আর তুমি পারো না, তুমি পিছিয়ে আছ মনে করে, ভয়ে ভয়ে পড়তে বসলে, একটু সিনসিয়ারলি ক্লাস আর এসাইনমেন্ট করলে। দুই-তিন সেমিস্টার পরে দেখবা বেশিরভাগ লাফাইন্না পোলাপানরে পিছনে ফেলায় দিছ। আসলে, আজকে কে কোন অবস্থানে আছে, সেটা ইম্পরট্যান্ট না। ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে, কার চেষ্টার গতি কত বেশি। যার চেষ্টার গতি যত বেশি হবে, সে তত দ্রুত এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে অনেককেই পিছনে ফেলে দিবে।

**২. HSCতে ৩.৮০। এতো কম জিপিএ নিয়ে কি কম্পিউটার সায়েন্সের পড়া চালায় নিতে পারবো?**

উত্তর: ধরলাম, তুমি HSC তে গোল্ডেন পাইছো। সেই ওভার কনফিডেন্সে ভার্সিটিতে এসে সারাদিন বন্ধুদের সাথে গুটি-বাজি করলে, তোমার HSC এর গোল্ডেন কি তোমাকে পাশ করাতে পারবে? না পারবে না। কারণ, HSC তে তুমি বাঘ-ভাল্লুক,ব্যাঙ-চামচিকা যাই থাকো না কোনো, ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে সেই বাঘ-ভাল্লুকের ভ্যালু শেষ। এখন ভার্সিটির আঙ্গিনায় নতুন সিস্টেমে নতুন খেলা হবে। এই খেলায় যে যত বেশি হার্ড ওয়ার্ক করবে, সে ততো ভালো করবে। সো, তুমি সিএসইতে পড়া চালায় নিতে পারবা কিনা, সেটা তোমার HSC এর রেজাল্টের উপর নির্ভর করবে না। নির্ভর করবে তোমার ভার্সিটি লাইফের চেষ্টা, সাধনা, লেগে থাকার উপর। এমন শত শত উদাহরণ আছে- যেখানে কলেজের ভালো স্টুডেন্ট ভার্সিটিতে এসে ডাব্বু মারে আর পিছিয়ে থাকা একজন রেগুলার ছক্কা হাঁকায়।

**৩. প্রোগ্রামিং করার জন্য mathematics কি খুব ভালো পারতে হবে?**

উত্তর: mathematics জানলে ভালো। প্রোগ্রামিং কনটেস্ট বা গুগল ফেইসবুকের মত বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি বা রিসার্চ জব করতে সুবিধা হবে। তবে সাধারণ ওয়েবসাইট, সফটওয়্যার, মোবাইল এপ্লিকেশন বানানোর জন্য সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগের বেশি দরকার হয় না। বছরে দুই একবার দরকার হয়। তখন অন্যদের হেল্প নিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। জিনিসটা অনেকটা গাড়ির ড্রাইভার হওয়ার মতো। গাড়ি ড্রাইভ করার জন্য, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা গাড়ির সব নাট বল্টু মুখস্থ করা জরুরি না। তবে খুঁটিনাটি জানলে ভালো। একইভাবে প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য mathematics এর জাহাজ হওয়া লাগবে না। তবে হইলে ভালো।

**৪. কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা উচিত?**

উত্তর: তোমার ক্লাসে যেটা শিখায়, সেটাই ভালো করে শিখো। ক্লাসের পড়া বাসায় এসে নিজে নিজে প্রাকটিস করো। এসাইনমেন্টগুলো বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করো। তাইলেই হবে। আর ক্লাসের পড়া ঠিক রেখে, নিজে নিজে প্রোগ্রামিং কনটেস্ট করতে চাইলে C শিখো। নিজে নিজে মোবাইল এপ্লিকেশন বানাইতে চাইলে জাভা শিখো। ওয়েবসাইট বানাতে চাইলে html, css দিয়ে শুরু করো। চাইলে পাইথনও শিখতে পারো। যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই শুরু করো না কোনো, সেটার মধ্যে সারাজীবন পড়ে থাকতে হবে না। দরকার হলে, যেকোনো সময়, এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সুইচ করতে পারবে।

**৫. প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য কি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট করতেই হবে? প্রবলেম সলভিং এ পটু হতে হবে?**

উত্তর: প্রোগ্রামিং কনটেস্ট বা প্রবলেম সলভ করতে পারলে ভালো। প্রোগ্রামিং এর অনেক ভিতরে ঢুকতে পারবে। কঠিন কঠিন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে। বড় বড় কোম্পানি যেমন গুগল, ফেইসবুক, মাইক্রোসফটে চাকরি পাওয়া সহজ হবে। তবে গুগল মাইক্রোসফটের মত বড় বড় শ’খানেক কোম্পানি বাদ দিলে দুনিয়ায় কোটি কোটি কোম্পানি আছে যারা প্রতিদিন কঠিন কঠিন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে না। এসব কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার জন্য কঠিন কঠিন প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভিং স্কিল লাগে না। প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা এবং কাজ জানলেই হয়। তাই প্রোগ্রামিং কনটেস্ট করতে পারলে ভালো। তবে না করতে পারলে আফসোস করার কিছু নাই।

**৬. ফ্যাকাল্টিরা বলে সি শিখতে। সিনিয়র ভাইয়েরা বলে জাভা শিখতে। কেউ কেউ আবার এন্ড্রয়েড বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে বলে? ভাই, প্রোগ্রামার হইতে হইলে কয়টা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোভাবে শিখতে হবে?**

উত্তর: তুমি বিরিয়ানি চিনো? খিচুড়ি চিনো? ফ্রাইড রাইস চিনো? সাদা ভাত চিনো? এগুলা আলাদা আলাদা খাবার হইলেও কিন্তু সবগুলাতেই চাল লাগে, চাল সিদ্ধ করা লাগে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলাও অনেকটা একই রকম। উপরে আলাদা হইলেও ভিতরের কনসেপ্ট একই রকম। তাই যেটা ভালো লাগে, সেটা শিখো। সেটা দিয়ে কিছু একটা তৈরি করো। প্রাকটিস করো। একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো করে জানলেই হবে। পরে দরকার হলে খুব সহজেই অন্য আরেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সুইচ করতে পারবে।

**৭. রেজাল্ট ভালো করার চেষ্টা করা উচিত নাকি স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করা উচিত?**

উত্তর: তোমারে কে বলছে যে রেজাল্ট ভালো হইলে স্কিল ভালো ডেভেলপ করা যায় না? তোমার আশেপাশেই, বা সিনিয়র দুই একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে যে, ক্লাসে ফার্স্ট হয় আবার সারাদিন ফুটবল খেলে বেড়ায় বা ACM কনটেস্টে পুরস্কার জিতে। তাছাড়া কেউ রেগুলার ক্লাস করলে, ক্লাসের এসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট খেয়াল করে করলে, তার স্কিল এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। আর সেমিস্টার ফাইনালের পরে, নতুন সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগে, যে ২০দিন সময় পাওয়া যায়, স্কিল শক্তপোক্ত বানানোর জন্য নিজে নিজে প্রাকটিস করো। সেমিস্টার চলাকালীন সময়েও হাবিজাবি কাজে সময় নষ্ট না করে প্রোগ্রামিং করে স্কিল আসমানে তুলে ফেলা সম্ভব।

**৮. দেশের চিপা-চাপার সব ভার্সিটিতেই তো দেখি কম্পিউটার সায়েন্স আছে? প্রতিবছর হাজার হাজার পাশ করে, সবাই কি চাকরি পাবে? তাছাড়া আমার মতো নাম-দামহীন ভার্সিটিতে পড়ে চাকরি পাওয়া কি সম্ভব?**

উত্তর: তুমি যে গান্ধি মার্কা ভার্সিটিতেই ভর্তি হও না কোনো, এমন চার-পাঁচজনকে দেখাতে পারবা যারা এক বছরের বেশি সময় ধরে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। না, দেখাতে পারবা না। কারণ হালকা কোয়ালিটি থাকলেও, একটা না একটা চাকরি পেয়েই যায়। সো, সবাই চাকরি পাবে। তবে দেখার বিষয় হচ্ছে, কে কত ভালো চাকরি পাইলো। তাই ভার্সিটি লাইফে যত বেশি চেষ্টার গুড় ঢালবে, যত ভালোভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে, তত দ্রুত তত ভালো চাকরি পাবে।

**৯. আজকে যেই প্রোগ্রামটা করলাম। সেটা এক সপ্তাহ পরে মিলাতে পারি না। এক মাস পরে মনেই থাকে না। প্রোগ্রামিং মনে রাখার জন্য কি করা উচিত?**

উত্তর: ল্যাংটা-কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা যা খাইছ, সব যদি তোমার শরীরে লেগে থাকলে, তুমি এভারেস্টের সমান উঁচু হয়ে যাইতা। সো, সারা জীবন যা যা খাইছ সব যেমন তোমার শরীরে থাকবে না। একইভাবে, সারা জীবন যা যা শিখছ, সব কিন্তু মনে থাকবে না। তবে কোন একটা জিনিস প্রথমবার বুঝে বুঝে করতে যদি চার ঘন্টা লাগে। দুই মাস পরে ওই একই জিনিস বুঝে বুঝে করতে কিন্তু চারঘন্টা লাগবে না। বরং দেড়-দুই ঘন্টায় বুঝে ফেলবে। সেই একই জিনিস আরো দুই মাস পরে দেখতে গেলে আরো কম সময় লাগবে। তাই, ভুলে যাচ্ছি বলে মন খারাপ করে বসে বসে আরো সময় নষ্ট না করে, ঐ একই জিনিস প্রাকটিস করো। ঐ জিনিস দিয়ে কোন একটা এপ্লিকেশন বানাও। এইভাবে একই জিনিস বারবার প্রাকটিস করলে, প্রেমিকার নাম ভুলে যেতে পারো, মাগার প্রোগ্রামিং ভুলবা না।

**১১. কম্পিউটার সায়েন্সে পড়লে পার্ট টাইম চাকরির বা ইন্টার্ন পাওয়ার চান্স কত কেমন?**

উত্তর: ইন্টার্ন পাওয়ার জন্য প্রোগ্রামিংয়ের যেকোনো সাইডে ভালো জানতে হবে। ইউটিউবে ভিডিও বা অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেখে, নিজে নিজে সফটওয়্যার, মোবাইল এপ্লিকেশন, ওয়েবসাইট বা গেমস বানায় ফেলতে হবে। যাতে কোম্পানির লোকেরা দেখে বুঝতে পারে, তুমি এখনো স্টুডেন্ট হইলেও ভিতরে জিনিস আছে। তারা তোমাকে পার্ট টাইম বা ইন্টার্ন হিসেবে নিলেও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবে। আর ইন্টার্ন পাওয়ার জন্য ফ্যাকাল্টি, ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ভাইয়া আপুদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ভার্সিটির বাইরে বিভিন্ন সেমিনার বা ওয়ার্কশপ গিয়ে লোকজনের সাথে কথা বলে বলে নেটওয়ার্কিং করতে হবে। আর লেগে থাকতে পারলে, ফ্রিলাঞ্চিং বা মার্কেট-প্লেসেও কাজ করে উপার্জন করতে পারবে।

**১২. সিএসই তে পড়লে দেশের বাইরে হায়ার স্টাডি বা স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ কেমন? কেউ হায়ার স্টাডি করতে চাইলে তার এখন কি কি করা উচিত?**

উত্তর: অন্য যেকোনো সাবজেক্টের চাইতে সিএসইতে স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ বেশি। তবে তুমি যখন বাইরের দেশের ভার্সিটিতে এপ্লাই করবা তখন কম্পিটিশন হবে দুনিয়ার সব দেশের ভালো ভালো স্টুডেন্টদের সাথে। আর তাদের সাথে টাক্কা দিতে চাইলে জিপিএ ভালো থাকতে হবে। ৩.৭০ বা ৩.৮০ বা ৩.৯০ বা তারও বেশি। জিপিএ ভালো থাকার পাশাপাশি, ভালো প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামিং কনটেস্টে ভালো করতে পারলে স্কলারশিপ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। আর পাশ করার পর জিআরই এবং টোফেল নামে দুইটা পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপের জন্য এপ্লাই করতে হবে। আপাতত জিআরই, টোফেল নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। জিপিএ ভালো রাখো, সিনসিয়ারলি প্রজেক্ট করো, স্কিল ডেভেলপ করো। পরেরটা পরে দেখা যাবে।

ইংরেজি শিখার ১২ স্টেপ (প্রথম পর্ব) January 11

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AA-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC/10153824715322359>)

আমরা ইংরেজি পত্রিকা পড়ে, সাব-টাইটেল ওয়ালা মুভি দেখে, কিংবা ইংলিশ মিডিয়ামের কারো সাথে টাঙ্কি মেরে ইংরেজি শিখার চেষ্টা করি। আবার ইংরেজি গান শুনে, পকেটে ডিকশনারি নিয়ে, এমনকি কোচিং সেন্টারেও ভর্তি হই। তবে ফ্রেন্ডদের সামনে ইংরেজিতে কথা বলতে গিয়ে শব্দ খুঁজে না পেয়ে, হাসির পাত্র হয়ে, ইংরেজি শিখার চেষ্টাকে চিরদিনের জন্য আনফ্রেন্ড করে দেই।

**স্টেপ-০: কেনো শিখতে গিয়েও ব্যর্থ হই**

পত্রিকা পড়ে, ইংরেজি শিখতে গিয়ে, এক লাইনের মধ্যে, চৌদ্দবার ডিকশনারিতে শব্দের অর্থ খুঁজতে হয়। তারপরেও পুরা সেন্টেন্সের মিনিং অর্ধেকও বুঝতে পারি না। এইভাবে ১৫-২০ মিনিট ইংরেজির অত্যাচার সহ্য করে টায়ার্ড হয়ে যাই। দুই দিন পরে ভুলে যাই, কি খবর পড়তেছিলাম, আর কেনোইবা ইংরেজি পত্রিকা পড়তেছিলাম।

ইংরেজি রেডিও বা অডিও শুনতে গেলেও একই সমস্যা হয়। শব্দের অর্থ জানি না। দুই একটা পরিচিত ওয়ার্ড শুনলে, মাথার মধ্যে- "আরে, এই ওয়ার্ড এর মিনিং তো আমি জানতাম!, কি জানি মিনিং?" করতে থাকে। শব্দের অর্থ মনে করার চেষ্টা করতে করতে, অডিও কিন্তু বসে থাকে না। চিন্তা করার কারণে, অডিও এর দুই এক লাইন মিস হয়ে যায়। তারপর না পারি অডিও ঠিক মতো শুনতে। না পারি শব্দের মিনিং বুঝতে। ভিডিও বা ইংরেজি সিনেমা দেখতে গেলে আরও বেশি বিপদ। এক সাথে তিনটা সমস্যা- না পারি সাব টাইটেল পড়ে ঠিকমতো মিনিং বুঝতে, না পারি উচ্চারণ শুনে নিজে নিজে উচ্চারণ ঠিক করতে, না পারি সিনেমাটা উপভোগ করতে। শেষপর্যন্ত মুভিটাও এনজয় করতে পারি না, আবার ইংরেজি শিখার আগ্রহও ধরে রাখতে পারি না।

এইভাবে সপ্তাহ-খানেক চেষ্টা করার পরে- আমরা টায়ার্ড হয়ে যাই। টায়ার্ড হয়ে গেলে, মনে মনে ভাবি- একদিন রেস্ট নিয়ে আবার শুরু করবো। তবে আমাদের একদিন রেস্ট নিতে গেলে, দুই মাস শেষ হয়ে যায়, মাগার রেস্ট নেয়া শেষ হয় না।

তাই বিগিনার লেভেলে ইংরেজি শিখার জন্য দৈনিক ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় দিলেই হবে। সেটা একটানা না হলেও চলবে। ধরেন, ক্লাসে যাওয়ার পথে, বাসে বা ঘুম থেকে উঠে, ৫ মিনিট করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সময় দিলেও হবে।

**স্টেপ-১: 3W**

শুনেন, ইংরেজি একটা সমুদ্র। দুই তিন মাসে এই সমুদ্র গিলে খাওয়া সম্ভব না। সো, পুরা সমুদ্র টার্গেট না করে, ছোট একটা অংশকে টার্গেট করতে হবে। সেই টার্গেট সেট করতে হবে তিনটা প্রশ্ন দিয়ে Why, What, When (3W)

Why: প্রথমেই বুঝতে হবে, আপনি কোনো ইংরেজি শিখতে চান?

=> হতে পারে- হায়ার স্টাডি করতে চান বা চাকরির ইন্টারভিউতে ভালো করতে চান , কিংবা বিদেশী ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে ইংরেজি শিখতে চান।

What: আপনি, ইংরেজির কি শিখতে চান?

=> হয়তো বলবেন- সব, বা স্পিকিং, বা লিসেনিং, বা এই দুইটা। এগুলার কোনটাই গ্রহণযোগ্য উত্তর না। আরো স্পেসিফিক হতে হবে। আবারও জিজ্ঞেস করবেন, স্পিকিং এর কি? হয়তো বলবেন কিভাবে অফিসিয়াল কথাবার্তা। এটাও স্পেসিফিক না। অফিসে হাজারো রকমের কথাবার্তা বলতে হয়। আরো বেশি স্পেসিফিক হওয়া লাগবে। এমন স্পেসিফিক হওয়া লাগবে যেটা একদিন, দুইদিন, সর্বোচ্চ তিনদিনের মধ্যে শিখে ফেলা যায়। তার চাইতে বড় কোন টার্গেট নিলে, কোনদিনও করে উঠতে পারবেন না। তাই খুবই ছোট একটা টার্গেট নিতে হবে হবে। যেমন, "কিভাবে কাস্টমারকে ওয়েলকাম জানাতে হয়"। এইটা খুব ছোট এবং স্পেসিফিক হইছে। কারণ দুই-তিনদিনের মধ্যে এইটা শিখে ফেলা যাবে।

When: তারপর জিজ্ঞেস করতে হবে -কখন শিখতে চান?

=>সবসময় এই প্রশ্নের উত্তর হতে হবে- আজকেই, এক্ষুনি। এই মুহূর্তে। কখনোই কালকে বা পরের সপ্তাহে বলা যাবে না। তাইলে শুরু করাই হবে না। আপনি যেই গাধা মার্কা আছেন, সেই গাধা মার্কাই থেকে যাবেন।

**স্টেপ-২: জাস্ট লিসেন**

অনলাইনে বা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে একটা অডিও বের করতে হবে। তিন মিনিটের অডিও। সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটের হতে পারে। ভিডিও হলে, ভিডিও না দেখে, শুধু হেড-ফোন কানে দিয়ে শুনতে হবে। অটো রিপ্লে দিয়ে, কমপক্ষে ১০-১৫ বার শুনবেন। শুধু শুনবেন। চোখ বন্ধ করে রিলাক্স হয়ে একই জিনিস বারবার শুনবেন।

যদি খেলা দেখার সখ থাকে, ভিডিও বন্ধ করে শুধু কথা শুনবেন। তবে পুরা খেলার ধারাভাষ্য শুনা যাবে না। শুধু চার পাঁচ মিনিটের অংশ নিয়ে, একই জিনিস বারবার শুনতে হবে। কোন অভিনেতা বা মডেলের ক্রাশ খাইলে, তার সাক্ষাৎকার এর অডিও মোবাইলে নিয়ে হেড-ফোন দিয়ে বারবার শুনবেন। ইংরেজি খবর দেখলে ভিডিও বন্ধ করে শুধু অডিও শুনবেন।

মনে রাখবেন, আপনার উদ্দেশ্য লিসেনিং। ইংরেজি শুনা। বুঝা কিন্তু না। বুঝা পরে আসবে। আগে শুনতে হবে। জাস্ট শুনবেন। শুনতে গিয়ে একই সাথে ওয়ার্ড শিখা, উচ্চারণ শিখা, গ্রামার শিখা, সব করা যাবে না। বি ফোকাসড, ফোকাসড এন্ড ফোকাসড।

**স্টেপ-৩: ডোন্ট ফোকাস অন ওয়ার্ড, জাস্ট লিসেন**

বাচ্চারা কিভাবে কথা শিখে? তারা কিন্তু মিনিং জানে না। আব্বু কি জিনিস, আম্মু কি জিনিস বুঝে না। ডিকশনারি খুলেও মিনিং বের করার চেষ্টা করে না। বরং একই জিনিস বারবার শুনতে থাকে। এক দুই মাস শুনতে শুনতে নিজে নিজেই একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়- এই লোকটা যখন আসে, তখন লোকটাই আব্বু আব্বু বলে। আবার ঐ মহিলাটা যখন আসে, তখন সে আম্মু, আম্মু বলে। এই শুনতে শুনতেই বাচ্চারা শিখে ফেলে। সো, আপনিও খালি শুনার চেষ্টা করবেন। শিখার চেষ্টা পরে দেখা যাবে।

বাংলায় কেউ কিছু বললে, কয়েকটা শব্দ শুনলেই আপনি ধরে ফেলতে পারেন, সে কি নিয়ে কথা বলতেছে। প্রত্যেকটা শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডিকশনারিতে মিনিং খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন না। একইভাবে ইংরেজি শুনার সময়, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিং খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না। কাগজ কলম নিয়ে ওয়ার্ড লিখতে যাবেন না। কোন শব্দ ইম্পরট্যান্ট হলে, সেটা বিভিন্ন ভিডিওতে বার বার ফিরে আসবে। বারবার ফিরে আসতে আসতে আপনিও বাচ্চাদের আব্বু আম্মু শিখার মতো করে, নিজের অজান্তেই শিখে ফেলবেন।

.

এই লিসেনিং চলবে এক মাস। ছয় সাতটা পাঁচ মিনিটের ভিডিও ১০-১৫ বার করে শুনবেন। আর একটাই কথা মনে রাখবেন- when you are listening ...just listen ...relax and don’t worry...don’t stop...you don’t have to understand every word ...

**স্টেপ -৪: তোতা পাখি**

গত এক মাস যে অডিওগুলা শুনছিলেন, সেগুলা বার বার শুনতে শুনতে অনকেটা মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। যদিও পুরাপুরি মিনিং নাও জানতে পারেন। এখন সেই অডিওগুলা হেড-ফোন কানে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, অটো রিপ্লে দিয়ে, অডিও চলার সাথে সাথে, শুধু প্রথম সেন্টেন্সটা বলার চেষ্টা করবেন। বলতে না পারলে, অডিও থামানোর দরকার নাই। রিপ্লে হয়ে আবার যখন আসবে, তখন বলার চেষ্টা করবেন। প্রথম সেন্টেন্সটা এইভাবে তিনবার বলার চেষ্টা করবেন। প্রথম সেন্টেন্স প্রাকটিস হয়ে গেলে, পরের সেন্টেন্স বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে প্রথম পাঁচটা সেন্টেন্স প্রাকটিস হয়ে গেলে, আজকের জন্য খতম। কালকে আবার অডিও এর মাঝখানের পাঁচটা সেন্টেন্স ট্রাই করবেন। তারপরের দিন লাস্টের পাঁচটা সেন্টেন্স ট্রাই করবেন।

বাচ্চাদের শিখানোর সময়, তাদের কানের কাছে একই শব্দ বার বার বার বলতেই থাকে। বলতেই থাকে। শুনতে শুনতে বাচ্চাদের কান ঝালাফালা করে ফেললে, বাচ্চারা দুই-একটা শব্দ বলা শুরু করে। তারপর ভুল ভাল দুই-একটা সেন্টেন্স। আপনিও একইভাবে শুরু করবেন।

**স্টেপ-৫: জাস্ট স্পিক**

সপ্তাহের প্রথম তিনদিন যে অডিওটা, কানে হেড-ফোন লাগিয়ে, অডিও এর সাথে সাথে বলার চেষ্টা করছিলেন, সেটাই পরের তিনদিন একটা দুইটা সেন্টেন্স বলবেন। তবে এইবার কানের সাথে হেডফোন না লাগিয়ে বলবেন। নিজে নিজে বলার চেষ্টা করবেন। যখন বলবেন, তখন শুধু বলবেন। অডিও থেকে কি রকম শুনছিলেন, সেটার মতো উচ্চারণ হইছে কিনা, সেটার মতো গ্রামার হইসে কিনা, তার মতো স্পিড আসতেছে কিনা, চিন্তা করা যাবে না। ভুল, কি ঠিক হইছে, চিন্তা করতে যাবেন না। শুধু মুখ দিয়ে শব্দ বের করতে থাকবেন।

শুনেন, আপনি বাংলা বলার সময় গ্রামার ঠিক করে কথা বলেন না। উচ্চারণ সব ঠিক হয় না। আর কোন পিচ্চি বাচ্চা যদি বাংলা কোন শব্দ ধীরে ধীরে কিংবা ভুল উচ্চারণ করে, সেন্টেন্স ঠিক মতো বলতে না পারে, আমরা কিন্তু তার কথা বুঝে ফেলি। সে কি বলতে চাইছে, সেটা কিন্তু ধরে ফেলতে পারি। একইভাবে আপনি ইংরেজি প্রথম প্রথম শিখতেছেন। আপনি বাংলায় পাকনা হইলে, ইংরেজিতে কাঁচা। ইংরেজিতে একটা কাঁচা বাচ্চা। তাই আপনার উচ্চারণ ঠিক না হলে, গ্রামারে ভুল হইলে, থেমে থেমে বলে দিতে পারলেই, যে শুনতেছে সে বুঝে ফেলবে।

আর ইংরেজি প্রাকটিস করার জন্য, আরেকজন লাগবে এমন কোন কথা নেই। ইংরেজিতে ভালো এমন কাউকেও লাগবে না। আপনি নিজে নিজেই পারবেন।

Speak English fluently without thinking about the rules and logic.

**স্টেপ-৬: একসাথে**

এই যে লিসেনিং এবং স্পিকিং এর স্টেপ চালাচ্ছিলেন, এই দুইটা স্টেপ কয়েকবার রিপিট করতে হবে। এবং ইংরেজি শিখাটাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যত কিছুই হোক না কেনো, আপনার ভাত খাওয়া কিন্তু বাদ যায় না। সো, একইভাবে ইংরেজি শিখা বাদ দেয়া যাবে না। প্রয়োজন হলে, নিজেই নিজেকে শর্ত দিবেন। আগে ১৫ মিনিট ইংরেজি প্রাকটিস করে নেই, তারপর ভাত খাবো।

রিডিং, রাইটিং, ভুকাবুলারী, গ্রামার, প্রাকটিস করার উপায়সহ আরো কয়েকটা বিষয় নিয়ে পরের পর্বে কথা হবে।

**December 2, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153094102601891>)

গত সেমিস্টারে এক সাবজেক্টে ফেল করে ছেলেটা ভাবলো - ব্যাপার না। বাপেরে ভুগিজুগী বুঝ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি ম্যানেজ করে পরের সেমিস্টারে এক সাবজেক্ট বেশি নিয়ে শেষ করে ফেলবে। এইটুক পর্যন্ত ঠিক ছিলো। কিন্তু পরের সেমিস্টারে দেখা যায় আগের ফেল করা সাবজেক্টের ক্লাস আর নতুন সেমিস্টারের ক্লাস একই সময় পড়ছে। বাধ্য হয়ে আগের সেমিস্টারের ফেল করা সাবজেক্টের ক্লাস বাদ দিয়ে নতুন সেমিস্টারের ক্লাসে যেতো। এইটুক পর্যন্ত মেনে নেওয়া যেতো। তবে সেমিস্টার ফাইনালের সময় দেখা গেলো, আগের সেমিস্টারে ফেল করা সাবজেক্ট আর এই সেমিস্টারের সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্টের পরীক্ষা একই দিনে। একটা সকালে আরেকটা বিকেলে। এই রুটিন দেখে পুরাই মাথা নষ্ট। শ্যাম রাখি না কুল রাখি করতে করতে, দুই সাবজেক্টেই ফেল।

.

এখন দুই সাবজেক্ট ফেল করা তো বাপেরে বলা যায় না। তাই ওই দুই সাবজেক্ট সাইডে রেখে নতুন সেমিস্টারের রেজিস্ট্রেশন করলো। এই সেমিস্টারে এক্সট্রা কোনো কোর্স না থাকলেও আগের গুলার টেনশনে, প্রেমিকার সাথে ঝগড়া করে, এইবারও দুই সাবজেক্ট ক্রস। এইভাবে ফাইনাল ইয়ারে এসে দেখা যায়, পাশ করার কোর্সের চাইতে ফেল করা কোর্সের সংখ্যা বেশি। বাপ বসে আছে, ছেলে পাশ করে চাকরি করবে সংসারের হাল ধরবে। বিয়ের ব্যাপারে প্রেমিকা প্রেশার দিচ্ছে। আর ছেলে টেনশনে আছে, সত্যি কথা বাপকে বা প্রেমিকাকে কিভাবে বলবে? এসব শুনে বাপের হার্ট ফেইল হলে, মায়ের শরীর খারাপ করলে, প্রেমিকার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে, সে কি করবে?

.

বড় বোন, দুলাভাই, চাচা, মামা বা এলাকার মুরব্বি টাইপের কাউকে ম্যানেজ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তার মাকে ব্যাপারটা খুলে বললো। মা কিছুদিন আড়ালে চোখের পানি ফেলার পর তার বাবাকে বুঝালো। প্রচুর রাগারাগি, কান্নাকাটি করে, বাপ আরো দুই বছর ছেলের পড়ালেখার খরচ দিলেন। ধৈর্য ধরলেন না, প্রেমিকার বাবা। প্রেমিকাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপরেও ছেলেটা একটু খেয়াল করে নিয়মিত ক্লাসে যেতো। নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করলো। সব যে বুঝতো তা কিন্তু না। তবে কোর্সগুলাতে পাশ করে যেতে লাগলো। এইভাবে মাটি কামড়ে কামড়ে সব সাবজেক্টে পাশ করে এখন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

**November 28, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153087843811891>)

পকেটে টাকা রাখার সময় আমরা বড় নোটগুলো বাইরের দিকে আর ছোট নোটগুলি ভিতরের দিকে রাখি। সেজন্য পকেটে হাত দিলে প্রথমেই ১০০০, ৫০০ টাকার নোটগুলো বের হয়ে আসে। তাছাড়া বড় একটা নোট খরচ করলে অনেকগুলো ছোট নোট ভাংতি পাওয়া যায়। সেজন্য টাকার দলা আরো মোটা হয়ে যায়। মনে হয় পকেটে অনেক টাকা আছে। অথচ মাসের বিশ দিন যেতে না যেতেই দেখি পকেট খালি। কিছু খেতে না পেয়ে পেটে হাত দিয়ে বসে থাকি। বাধ্য হয়ে বন্ধুদের কাছে হাত পাতি।

.

আজকের পর থেকে টাকা রাখার সিস্টেমটা জাস্ট উল্টা করে ফেলেন। ছোট নোটগুলো বাইরের দিকে আর বড় নোটগুলো ভিতরের দিকে রাখেন। তারপর পকেটে হাত দিলেই ছোট নোটগুলো আগে বের হবে। কয়েকটা ছোট নোট খরচ করলেই, টাকার দলা চিকন হয়ে যাবে। টাকা কম অনুভব হলে খরচের হাতও ছোট হয়ে আসবে। দেখছেন! একই পরিমাণ টাকা, জাস্ট উল্টো করে সাজিয়ে রেখে খরচের হাত খুব সহজেই কন্ট্রোল করা যায়। শুধু টাকা পয়সার ক্ষেত্রে না। জীবনের যে কোনো সমস্যা, হতাশা, ভয় বা কনফিউশনের ক্ষেত্রে জাস্ট কন্ডিশনটা উল্টো করে ভাবেন। দেখবেন সমস্যার বেশিরভাগটাই কেটে গেছে।

.

ধরেন, এক মাস পরে পরীক্ষা। পাঁচটা কোর্সের পরীক্ষা দেয়া লাগবে। আপনি ভয়ে অস্থির, তিনটা সাবজেক্ট কিচ্ছু পারেন না। বই খুলেও দেখেন নাই। এই জিনিসটাই উল্টো করে সাজিয়ে দেখেন। তখন দেখবেন- দুইটা সাবজেক্টতো মাশাল্লাহ ভালই পারি। তাছাড়া ৩০ দিন সময় আছে। (কখনোই মনে করবেন না, এক মাস সময় আছে। এক মাসকে উল্টো করে ৩০ দিন ভাবেন। তখন দেখবেন পরীক্ষার প্রিপারেশন নেয়ার জন্য এক মাস খুবই অল্প সময় হলেও ৩০ দিন যথেষ্ট বড় সময়।) এখন ৩০ দিনের মধ্যে যে দুইটা সাবজেক্ট ভালো পারি সেগুলা তিন দিন করে। আর বাকী তিন সাবজেক্ট আট দিন করে প্রিপারেশন নিলেই পরীক্ষা কন্ট্রোলে চলে আসবে।

**November 27, 2015 যে চারটি কাজ করতে পারলে সফল হতে পারবেন।**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153086306071891>)

জীবনে সফল হতে হলে একটা লক্ষ্য থাকতে হবে। লক্ষ্য না থাকলে, টার্গেট সেট না করলে, আজকে যেখানে আছেন আজীবন সেখানেই পড়ে থাকবেন।

শুধু লক্ষ্য ঠিক করলে বা স্বপ্ন দেখলে, স্বপ্ন নিজে নিজে আপনার কাছে চলে আসবে না। স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। কাজে নামতে হবে। আপনার যত ভালো লক্ষ্য বা যত চমৎকার বিজনেস আইডিয়া থাকুক না কোনো। কাজে না নামলে, শুরু করে না দিলে আপনার অসাধারণ আইডিয়া চারআনা পয়সাও পয়দা করবে না। সফল হতে হলে আপনার লক্ষ্যের দিকে একটু একটু করে আগাইতে হবে। পারফেক্ট কন্ডিশন, উপযুক্ত সময় খুঁজতে গেলে সেগুলা খুঁজতে খুঁজতেই মরণের সময় পার হয়ে যাবে। পারফেক্ট কন্ডিশনের দেখা আর পাবেন না। ট্যালেন্ট, স্মার্টনেস, জিনিয়াসনেস নিয়ে বসে থাকলে, কম জিনিয়াস কেউ শুধুমাত্র চেষ্টার জোরে ঠেলে ঠুলে আপনার আগে সফল হয়ে যাবে। আর আপনি বসে বসে আঙ্গুল চুষবেন।

শুধু চেষ্টা করলেই হবে না। আপনার সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। দুনিয়াতে আপনার কাছে একটাই জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে সময়। তাই এই জিনিসটাই সবাই আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। আড্ডা, ক্রিকেট ম্যাচ, ফুটবল টুর্নামেন্ট, কনসার্ট, সিনেমা, টিভি, নিউজ পেপার, ফেইসবুকসহ দুনিয়াতে আকর্ষণময়ী সব কিছু আপনার পকেট থেকে টাকা খসাক বা না খসাক, আপনার জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নিবেই। তাই জীবনে সফল হতে হলে আপনার জীবনের, আপনার জীবনের প্রতিটা দিনের প্রতিটা মুহূর্তকে বুঝে বুঝে ব্যবহার করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি বেশি সময় দিলে, যে সময়টা, যে মুহূর্তটা একবার চলে যাবে, সেটা আর কোনদিনও ফেরত পাবেন না।

কোনো একটা কাজের পিছনে দিনের পর দিন লেগে থাকার জন্য নিজের ভিতরের বিশ্বাস পোক্ত করতে হবে। আমি পারবো। পারবোই পারবো। আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো। এরকম শক্ত বিশ্বাস নিজের ভিতরে রাখতে হবে। বিশ্বাস শক্ত না হইলে, লেগে থাকা সহজ হবে না। কারণ সফলতা কারো ছেলের হাতের মোয়া না। চাইলেই পেয়ে যাবেন না। সফলতা পাওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সাহস রাখতে হবে।

তবে লক্ষের পিছনে চেষ্টা, সময় আর বিশ্বাস ধরে রেখে সফল হতে হলে, সফলতা কী জিনিস বুঝতে হবে। টার্গেট এচিভ করা, গাড়ি, বাড়ি, বিশাল ডিগ্রী অর্জন করা সফলতা না। এগুলা সফলতার বিভ্রান্তি বা প্রবঞ্চনা। এবং বিফলতার প্ররোচক। কারণ এতো বড় আর কঠিন জিনিস দেখলে অনেকেই হাল ছেড়ে দেয়। কঠিন আর টাফ মনে করে হাত পা ছেড়ে বসে থাকে। তাই চূড়ান্ত অর্জন কখনোই সফলতা হতে পারে না। বরং সফলতা হচ্ছে প্রতিদিন লেগে থাকতে পারা। প্রতিদিন চেষ্টা করতে পারা। প্রতিদিন ছোট একটা ধাপ এগুতে পারা। সেটা যত ছোট, যত পুচকা ধাপই হোক না কোনো। সেটাই সফলতা। এই ছোট ছোট সফলতা একসাথ হয়ে বড় কিছু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে বড় কিছু হোক বা না হোক যে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে পারছে সে অলরেডি সফল হয়ে গেছে।

(সোর্স: এন্থনি রবিনস)

**35.**

**প্রোগ্রামিং এর চাকরি ভাগানোর উপায় November 15, 2015**

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F/10153705852697359>)

যেকোনো প্রোগ্রামিং এর ইন্টারভিউ এর আগে glassdoor এবং careerCup এ গিয়ে সেই কোম্পানির ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন করে সেগুলা দেখতে হবে। যে কোম্পানিতে এপ্লাই করছেন তারা কি টাইপের লোক নিবে সেটাও বুঝতে হবে। সাধারণত তিন টাইপের লোক হায়ার করে- কামলা, সামলা, ঝামেলা।

**কামলা:**

ছোট বা মাঝারি টাইপের কোম্পানিগুলো কামলা বেশি হায়ার করে। কামলাদের কাজ হচ্ছে কাজ করতে পারা। প্রোগ্রামিং করে কাজ শেষ করতে পারবে এমন কেউ। তাই কামলা হায়ার করার সময় দেখবে, কোম্পানিতে কাজ করার জন্য যেসব দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলা আছে কিনা। কোন একটা কোম্পানি কি কি দক্ষতা চায় সেটা তাদের চাকরির বিজ্ঞাপনে বলে দিয়েছে। তাই সেইসব দক্ষতার মোটামুটি ৮০% আপনার থাকতে হবে।

কোন একটা স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আপনার খুবই ভালো ধারণা থাকতে হবে। সার্ভার সাইড, ক্লায়েন্ট সাইড এবং ডাটাবেজ এ কি কি থাকে এগুলা সম্পর্কে হালকা ধারণা থাকতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যে কোম্পানিতে এপ্লাই করতেছেন তাদের কাজের মত কোন একটা কাজ করে ফেললে। এমন কোন একটা প্রোগ্রাম github বা অন্য কোথাও দেখাতে পারলে।

**সামলা:**

বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানি যেমন গুগল, মাইক্রোসফট, আমাজন, ইত্যাদি সাধারণত কামলা হায়ার না করে সামলা করে। সামলা হইতে হইলে আপনাকে কঠিন কঠিন প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম সামলানোর যোগ্যতা থাকতে হবে। ডাটা স্ট্রাকচার ভাজা ভাজা করে রাখতে হবে। হ্যাশ টেবিল, সর্টিং, ট্রি, গ্রাফ, ডায়নামিক প্রোগ্রামিং এর কোনাকানি ভালোভাবে জানতে হবে। প্রোগ্রামিং কনটেস্টে ভালো করছে বা ইন্টারভিউ এর জন্য খুব সিরিয়াস প্রিপারেশন নিছে এমন পোলাপান এইসব জবে চান্স পায় বেশি।

সামলার ইন্টারভিউ দিতে গেলে আপনাকে cracking the coding interview এবং programming interview exposed বই দুইটা অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে। careerCup অন্য কোম্পানির ইন্টারভিউ তে যেসব প্রোগ্রামিং এর প্রশ্ন করছে সেগুলা গণহারে প্রাকটিস করতে হবে। hackerRank বা এই টাইপের ওয়েবসাইট এ গিয়ে প্রোগ্রামিং আগে থেকে প্রাকটিস করলে ভালো হয়।

**ঝামেলা:**

বড় বড় কোম্পানি (সফটওয়্যার কোম্পানি ছাড়া) তাদের মান্ধাতার আমলের সফটওয়্যার মেইনটেইন করার জন্য পুরাণ পুরাণ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা পুরাণ টেকনোলজির লোক হায়ার করে। যেমন ভিজুয়াল বেসিকের সফটওয়্যার। এইসব ক্ষেত্রে ওই একটা স্পেসিফিক টেকনোলজি ভালো ভাবে জানতে হবে।

**ইন্টারভিউ প্রসেস:**

কামলা, সামলা, ঝামেলা যাই হোক না কেনো হায়ারিং প্রসেস তিন স্টেপের হয়:

১. প্রথমেই এক ঘন্টার একটা ফোন ইন্টারভিউ হবে। মাঝারি টাইপের কোম্পানি হইলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর ভিতরের বিভিন্ন জিনিস কিভাবে ব্যবহার করছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন করবে। আর বড় বড় কোম্পানিগুলা ফোন ইন্টারভিউ এর সময় সরাসরি প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম সলভ করতে দিবে। collabedit বা এই টাইপের ওয়েবসাইটে এবং লিখা চলার মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবে।

২. মাঝারি সাইজের কোম্পানিগুলো অনেক সময় অনলাইনে প্রোগ্রামিং পরীক্ষা দিতে বলে। তারা একটা প্রবলেম দিবে যেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে দিতে হবে। আর বড় কোম্পানিগুলো প্রথম ফোন ইন্টারভিউ পার করতে পারলে আরেকটা ফোন ইন্টারভিউ নিতে পারে।

৩. এই দুই স্টেপ পার করতে পারলে আপনাকে সেই কোম্পানির অফিসে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকবে। যেখানে দুই থেকে ছয় ঘন্টার ইন্টারভিউ হতে পারে। এক এক জনের সামনে এক ঘন্টা করে থাকতে হবে। এদের একজন থাকবে হিউম্যান রিসোর্সের লোক। সে প্রোগ্রামিং নিয়ে প্রশ্ন করবে না। সে বুঝতে চাইবে আপনি টিমের সাথে কাজ করতে পারবেন কিনা। ইন্টারভিউ এর সময় আপনার কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে আপনি যাতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন সেই প্রিপারেশন নিতে হবে।

চাকরি হইলে সাধারণত ইন্টারভিউ এর এক সপ্তাহের মধ্যে জানায় দিবে। আর যদি এক সপ্তাহের মধ্যে না জানায় দেয় তাইলে চাকরি পাবার আশা মোটামুটি নাই হয়ে গেছে।

**শেষের কথা:**

আপনার সিভি বা রেজুমিতে যত কিছু লেখা আছে সেগুলা থেকেও অনেক প্রশ্ন করবে। নিজের সিভিতে যা যা আছে বা জব এর জন্য যে যে অভিজ্ঞতা চাইছে সেগুলার ভালো করে রিভাইজ দিতে হবে। আর কোন কিছু না জানলে সেটা তিন চার ঘন্টা গুগল করে কয়েকটা ভিডিও দেখে যেতে হবে।

একটা জিনিস বুঝতে হবে- কোন কিছুর উত্তর জানা আর উত্তর বলতে পারার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। জানা উত্তর প্রাকটিসের অভাবে অনেকেই বলে আসতে পারে না। আর প্রোগ্রামিং দেখে আসলেও হবে না, টাইপ করে প্রাকটিস গেলেও হবে না। সাদা কাগজে বা পারলে বোর্ডে প্রোগ্রাম লিখে লিখে প্রাকটিস করতে হবে। যাতে ইন্টারভিউ এর সময় বোর্ডে লিখতে সহজ হয়।

**প্রোগ্রামার হবার ১০ স্টেপ October 25, 2015**

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AA/10153670872187359>)

**স্টেপ-১:**

পাঁচটা বেসিক জিনিস সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে- variable, if-else, array, for loop এবং function। আরো বেশি শিখার জন্য একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করতে হবে। পাইথন, জাভা, C++, জাভাস্ক্রিপ্ট, C# বা অন্য যে কোন একটা।

**স্টেপ-২:**

প্রোগ্রাম চলার সময় বিভিন্ন তথ্য বা ডাটা কিভাবে রাখতে হবে সেটা বুঝার জন্য কয়েকটা ডাটা স্ট্রাকচার (data structure) শিখতে হবে। তার মধ্যে হ্যাশ টেবিল (hash table) বা ডিকশনারি মাস্ট শিখতে হবে। তারপরে Stack এবং Queue সম্পর্কে কিছু আইডিয়া নিতে হবে। বেশি তেল থাকলে linked list, Tree নিয়ে গুতাগুতি করতে পারেন।

**স্টেপ-৩:**

একটা array এর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটা উপাদান খুঁজে বের করা পদ্ধতিতে বলা হয় search। মিনিমাম linear search এবং binary search এর কোড নিজ হাতে লিখে প্রাকটিস করতে হবে।

একটা array এর উপাদানগুলিকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজানোর পদ্ধতিকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় sorting বলে। কমপক্ষে bubble sort নিজ হাতে প্রোগ্রামিং করতে পারতে হবে। অন্যসব sorting যেমন, merge sort, selection sort, insertion sort নিজে নিজে প্রোগ্রামিং করতে পারলে আপনি এগিয়ে যাবেন।

**স্টেপ-৪:**

কোন একটা সফটওয়্যার এপ্লিকেশনের ডাটা দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেস ব্যবহার করা হয়। ডাটাবেস গুলার মধ্যে Microsoft SQL এবং MySQL জনপ্রিয়। এই দুইটার যেকোনো একটাতে কিভাবে ডাটা রাখতে হয়, বের করে আনতে হয় সেটা জানতে হবে। আরো একটু বেশি জানতে চাইলে, কোন একটা স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের স্টুডেন্টদের নাম, সাবজেক্ট, পরীক্ষার নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটাবেসে কি কি টেবিল লাগবে সেটা শিখতে হবে।

**স্টেপ-৫:**

প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে Object Oriented Programming যেটাকে সংক্ষেপে OOP বলা হয়। OOP তে প্রোগ্রাম এর বিভিন্ন জিনিসকে বাস্তব দুনিয়ার বস্তু বা অবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করা হয়। OOP এর তিনটা প্রধান অংশ- Inheritance, Encapsulation এবং Polymorphism সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে।

**স্টেপ-৬:**

আপনাকে নিজে নিজে প্রোগ্রামিং করতে হবে। দরকার হইলে গুগলে সার্চ দিয়ে কোন ওয়েবসাইট থেকে দেখে দেখে টাইপ করবেন তারপরেও নিজে নিজে প্রোগ্রামিং করতে হবে। ছোট ছোট প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু করতে হবে। যেমন, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ দিলে সেটার ক্ষেত্রফল বের করে দিতে পারে এমন প্রোগ্রাম। তবে প্রোগ্রামার হইতে হইলে আপনাকে fibonacchi series বের করার একাধিক পদ্ধতি জানতেই হবে। আরো কিছু দিন পরে ক্যালকুলেটর বানানোর প্রোগ্রাম নিজে নিজে পারতে হবে।

**স্টেপ-৭:**

সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরই কিছু জনপ্রিয় প্যাকেজ/লাইব্রেরি/ফ্রেমওয়ার্ক থাকে। আপনাকে কমপক্ষে একটা ভালো করে জানতে হবে। তবে ধীরে ধীরে আরো কয়েকটা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। প্রোগ্রামিং করার সময় বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। যেমন, eclipse, visual studio, webstorm, sublime text, Notepad++, ইত্যাদি। এদের যেকোনো একটা ব্যবহার করা জানতে হবে।

**স্টেপ-৮:**

কোন একটা বিশাল সফটওয়্যার প্রোগ্রামে যদি একাধিক প্রোগ্রামার কাজ করে, তাইলে কোডগুলা কোন একটা ভার্সন কন্ট্রোল বা সোর্স কন্ট্রোল সফটওয়্যার দিয়ে সেইভ করা হয়। সোর্স কন্ট্রোল সফটওয়্যার এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় -github। প্রোগ্রামার হইতে হইলে আপনার github একাউন্ট এবং সেখানে কয়েকটা নিজস্ব প্রজেক্টের কোড থাকা উচিত।

**স্টেপ-৯:**

আপনাকে গুগল করে যেকোনো প্রবলেমের সল্যুশন বের করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যারা আপনার চাইতে এগিয়ে আছে তাদের ফলো করতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা টিউটোরিয়াল দেখে কাটাইতে হবে। stackoverflow তে অন্যদের প্রশ্নের উত্তর ব্যবহার করে আপনার সমস্যার সমাধান করা জানতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় কেউ যদি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট বা অনলাইনে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করেন।

**স্টেপ-১০:**

প্রোগ্রামার হইতে হইলে আত্ম-উদ্যোগী হয়ে লেগে থাকতে হবে। নিত্য নতুন কিছু ট্রাই করার ইচ্ছা থাকতে হবে। নিজে নিজে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হব

**October 16, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153025529756891>)

ইন্টারভিউতে কমন একটা প্রশ্ন - What is your greatest weakness?

আমরা সবাই তোতা পাখির মত মুখস্থ উত্তর দেই- "সবচেয়ে বড় উইকনেস হচ্ছে, আমি পারফেকশনিষ্ট। কোন একটা কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করতে না পারলে আমার স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। এই জন্য এক্সট্রা সময় লাগলে, এক্সট্রা পরিশ্রম করা লাগলেও সব কাজ পারফেক্টলি ফিনিশ করি।"

এই উত্তরে তিনটা সমস্যা আছে-

১. যে কেউ দুই সেকেন্ডে বলে দিবে এইটা মুখস্থ উত্তর। জেনুইন বা অথেনটিক উইকনেস না।

২. আপনাকে উল্টা জিজ্ঞেস করে বসলো, তুমি যে মনে করলা পারফেক্টলি কোন কাজ করা উইকনেস? তুমি কি ভালোভাবে কাজ শেষ করতে চাও না? তখনতো মাইনকা চিপায় পড়ে যাবেন। তাই জোর করে স্ট্রেংথকে উইকনেস বানানোর আগে ভাববেন না - আপনি একাই ডিম পোঁচ খান আর দুনিয়ার সবাই ডিম সিদ্ধ খায়।

৩. আরেকটা সমস্যা হচ্ছে চাকরির জন্য রিজেক্ট করে দিতে পারে। কারণ, Perfect is the enemy of good । সব কাজ পারফেক্টলি করতে গেলে কাজের গতি কমে যাবে। কোন কাজই ঠিক সময়ে ফিনিশ করতে পারবেন না।

.

কোন সেলসম্যানের যদি বলে, সে অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলতে পছন্দ করে না। তাকে তো কেউ চাকরি দিবে না। তাই চাকরির অযোগ্য মনে করতে পারে এমন উইকনেসের কথা বলা যাবে না। যেমন- লিডারশীপ কোয়ালিটি নাই, প্রেসার হ্যান্ডেল করতে পারি না, টিম মেম্বারদের সাথে ঝামেলা লেগে যায়, ইত্যাদি। আবার পজিটিভ কোয়ালিটিকে জোর করে নেগেটিভ বানানো যাবে না। পারফেকশনিষ্ট, অনেক বেশি হার্ড-ওয়ার্কিং, অনেক বেশি অর্গানাইজড, এমন কমন উত্তর দিতে যাবেন না।

.

প্রথমেই বুঝতে হবে ইন্টারভিউয়ার কেন এই প্রশ্ন করছে। কারণ সে জানতে চায়- আপনি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা এবং নিজে নিজে সেই দুর্বলতা ওভারকাম করতে পারেন কিনা। সেজন্য আপনার উত্তরের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকতে হবে- কোন একটা উদাহরণ দিয়ে দুর্বলতার কথা বলতে হবে এবং সেই দুর্বলতা কাটানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিছেন বলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে--

.

সেকেন্ড ইয়ারে, জীবনের প্রথম প্রেজেন্টেশনে, ভয়ের চোটে অর্ধেক কথা বলতে পারি নাই। চিন্তা করে দেখলাম, প্রেজেন্টেশনের দিন সকাল পর্যন্ত প্রজেক্টের রিপোর্ট লিখতেছিলাম। তাই কোন রকমে প্রেজেন্টেশনের স্লাইড বানাতে পারলেও, প্রাকটিস করতে পারি নাই। ওই দিনের পর থেকে যতবার প্রেজেন্টেশন দেয়া লাগছে, মিনিমাম একদিন আগে স্লাইড বানানো শেষ করে প্রাকটিস করেছি। এক দেড় বছর প্রাকটিস করতে করতে, ফাইনাল ইয়ারে দেখলাম, অল্প প্রিপারেশন নিলেও ২০-২৫ জন মানুষের সামনে সাবলীল ভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে পারি। আর বিজনেস কমিউনিকেশনের উপর প্রথম আলো জবস এর ট্রেনিং করার পর থেকে দেখা গেছে মিটিং এ আমিই সবার আগে দাঁড়াই কথা বলতেছি। তবে এখনো তিন-চারশো মানুষের সামনে দাড়াই নাই। দাড়ালে কিছু ভয় তো লাগবেই।

.

এইটা আগেরটার চাইতে চৌদ্দগুণ ভালো উত্তর। কারণ, বলার স্টাইল শুনেই মনে হচ্ছে জেনুইন উইকনেস। এবং দুর্বলতা অনুধাবনের পর চেষ্টা করে অনেক ইমপ্রুভ করছে। আর ম্যাক্সিমাম জবের জন্য ১০-১২জনের বেশি লোকের সাথে মিটিং করা লাগে না। তাই আপনার যতটুকু দুর্বলতা রয়ে গেছে, সেটা এই চাকরির জন্য রিজেক্ট করে দেয়ার মত না।

কপি মারা ক্যারিয়ার কোচ-৩   
(উইকনেসের আরো উদাহরণের লিংক প্রথম কমেন্টে) <http://jhankarmahbub.com/dreamJob/weakness.html#weakness-example>

**কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো October 10, 2015**

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%8B/10153643344932359>)

কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে ভাল হয়, এইটা ৫ জনকে জিজ্ঞেস করলে মিনিমাম ১৫টা ডিফারেন্ট উত্তর পাওয়া যাবে। সকালে যদি বলে এইটা শিখো, রাতে বলবে ওইটা শিখো। আর গরম হালকা একটু বেশি লাগলে বলবে অন্য আরেকটা শিখো।

**প্রথম স্টেপ:** মনে রাখতে হবে, এক লাফে তাল গাছে উঠতে পারবেন না। তাই প্রথমেই কোন একটা সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে প্রোগ্রামিংয়ের ৫টা বেসিক জিনিস শিখে ফেলতে হবে। এই পাঁচটা জিনিস হচ্ছে-

1. variable
2. if else
3. array
4. for loop
5. function

[হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjhankarmahbub.com%2Fhablu%2Fintro%2F&h=3AQFDHxnL&s=1) বা [হুকুশ পাকুশের প্রোগ্রামিং শিক্ষা](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhukush-pakush.com%2F&h=oAQE9ttPG&s=1) থেকে বেসিক জিনিসগুলা শিখতে পারেন। আপনাকে পাইথন বা জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে শিখতে হবে এমন কোন কথা নাই। যদি হাতের কাছে অন্য কোন বই থাকে অথবা আশেপাশের কেউ অন্য কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শিখাতে পারে, তাইলে সেটাই শিখেন।

**সেকেন্ড স্টেপ:** বেসিক কনসেপ্টগুলা শেখার পরে আপনি যখন সেকেন্ড ধাপে উঠে যাবেন, তখন প্রোগ্রামিংয়ের বিভিন্ন অপশন আপনার কাছে খোলাসা হতে থাকবে। প্রথমেই ক্লিয়ার হতে হবে, প্রোগ্রামিং শিখার জন্য আপনি সুপার লেভেলের সিরিয়াস কিনা। প্রতিদিন কতটুকু ডেডিকেটেড সময় দিতে পারবেন? ৫-১০ মিনিট ঢুসা মেরে পরের ৬ মাস খোঁজ খবর না থাকলে এই লাইনে আশা করে কোন লাভ নাই।

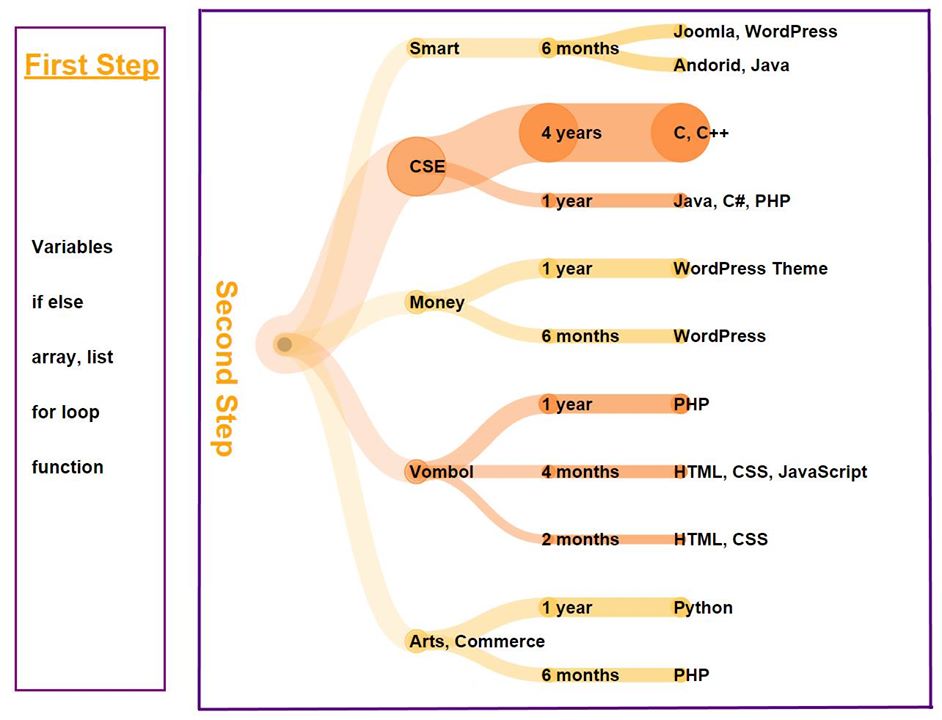
আপনি যদি **ভোম্বল মার্কা স্টুডেন্ট** হোন, পড়াশোনায় খুবই খারাপ, কোন রকম টেনেটুনে পড়াশোনা চালাতে খবর হয়ে যাচ্ছে। আপনার জন্য সহজ সমাধান হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের এইচটিএমএল এবং সিএসএস শেখা। আপনার হাতে আরও কয়েক মাস সময় থাকলে, জাভাস্ক্রিপ্ট সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন। নিজে নিজে ওয়েবসাইট বানাবেন। সিম্পল ওয়েবসাইট বানায় ফেলতে পারলে পিএইচপি শিখেন।

**দ্রুত টাকা** কামাইতে চাইলে আপনার শেখা উচিত ওয়ার্ডপ্রেস। কিভাবে কোন একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিম নিয়ে সেটা এডিট করে ওয়েবসাইট আপলোড করে দেওয়া যায়। ওয়ার্ডপ্রেসের বেসিক ধারণা পাওয়ার পরে নেক্সট টার্গেট থাকতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসের থিম ডেভেলপমেন্টে শিখা। মার্কেট-প্লেসে থিম সাবমিট করা।

যদি **আর্টস কমার্সের স্টুডেন্ট** হোন এবং মোটামুটি ৬ মাস সময় থাকলে পিএইচপি শিখেন। এক বছর সময় থাকলে পাইথন ইন ডেপথ শিখেন।

আর আপনি যদি **কম্পিউটার সায়েন্সের** ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট হোন, তাহলে আমি বলব আপনি C, C++ টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করেন। তাইলে প্রোগ্রামিংয়ের জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার গভীর ধারণা হয়ে যাবে। আর আপনি যদি সিএসইতে তিন বছর ফাঁকিবাজি করে এখন লাস্ট ইয়ারে চলে আসছেন, ৬ মাস কি ১ বছর সময় আছে, দ্রুত একটা চাকরি পাওয়া লাগবে, তাহলে আপনি জাভা বা c# বা পিএইচপি শিখে দ্রুত চাকরি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আপনি যদি **স্মার্ট টাইপের** কেউ হোন, তাইলে গুঁতায় গাতায়া অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বা জাভা শিখে ফেলতে পারেন। অথবা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট দাড়া করায়া ফেলতে হয়, সেটা শিখে ফেলতে পারেন।



**থার্ড স্টেপ:** কোন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ইন ডেপথ জানতে হলে প্রথমেই ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে বাংলায় একটা বই জোগাড় করে আগা গোঁড়া কয়েকবার পড়ে ফেলতে হবে। বইয়ের ভিতরে অনেকগুলা উদাহরণ দেওয়া থাকবে। সেগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করতে গেলে অনেকগুলা আপনি নিজে মেলাতে পারবেন না। সেগুলা ফেসবুকে বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের গ্রুপে দিয়ে লোকজনের হেল্প চাইতে হবে।

প্রথম যে বইটা পড়ছেন সেটা মোটামুটি আয়ত্তে চলে আসলে গুগলে বা ইউটিউবে গিয়ে বাংলায় ওই একই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে টিউটোরিয়াল খুঁজে বের করতে হবে। সেগুলো কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পরে ইংরেজি বিভিন্ন টিউটোরিয়াল বা ওয়েবসাইট থেকে জিনিসগুলো সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার ধারণা নিতে হবে। তারপর আপনার মোটামুটি ধারণা হয়ে গেলে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ছোটখাটো সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইট বানায় ফেলতে হবে।

**ফোর্থ স্টেপ:** লাস্ট হচ্ছে বাংলাদেশে অনেকগুলা প্রোগ্রামিংয়ের গ্রুপ আছে যারা মাসে দুই একবার কোন এক জায়গায় মিলিত হয় এবং প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করে, সেগুলোতে যেতে হবে এবং অন্যদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যেকোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোমতো শিখলেই অন্য যেকোনো আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সুইচ করা জাস্ট ওয়ান টুয়ের ব্যাপার।

**September 19, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152984073626891>)

ভার্সিটি লাইফে চারটা পার্ট থাকে। প্রথম পার্টে সবাই ফ্যাকাল্টি হবার স্বপ্ন দেখে। কয়দিন পরে সেমিস্টার ফাইনালে ডাব্বু মেরে, ফার্স্ট হবার স্বপ্ন চাঙ্গে উঠলে, নিত্য নতুন সখ এসে চুলকানি মারে। ফটোগ্রাফি, ফ্রিলাঞ্চিং, ইউটিউবে ভিডিও বানানো, সাইক্লিং সহ হাজার খানেক সখের তেল কমে গেলে, পোলাপান সখী খোঁজে। সখী খুঁজতে খুঁজতে, আশেপাশের সবাইরে অসুখী বানিয়ে, হাজার খানেক ব্লক খেয়ে GRE, TOEFL এর বই কিনে, হায়ার স্টাডির ধ্যানে বসে। আরো কিছুদিন পরে, কোন রকমে টেনেটুনে পাশ করে ফেলতে পারলে, বিদেশ সফরের ধ্যান বাদ দিয়ে মাল্টিন্যাশনালের চাকরি খুঁজে।

.

এই সব স্বপ্ন, সখ, সখী, GRE বা চাকরি-বাকরি কোনটার পিছনেই আমরা বেশি দিন লেগে থাকতে পারিনা। দুই দিন কোন একটা জিনিস নিয়ে গুঁতাগুঁতি করলে, তৃতীয় দিন আর খবর থাকে না। আরো কয়েকদিন চেষ্টা করে, সফল হওয়ার রাস্তায় বিশাল সাইজের চ্যালেঞ্জ দেখলে, ভয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে, হাফ প্যান্ট খুলে উল্টা পথে দৌড় মারি। আসলে সখ বা স্বপ্নের লাফালাফি মেইন সমস্যা না। বরং আসল সমস্যা অন্য দুই জায়গায়। এক, ইচ্ছাটা মজবুত না। ইচ্ছা মজবুত থাকলে, চ্যালেঞ্জ যত বিশাল হোক না কেনো লক্ষ্যের পিছনে লেগে থাকতে পারবেন। আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, কাজে ঝাপ দেয়ার আগে কাজটাকে ডিফারেন্ট এঙ্গেল থেকে না দেখা। কেউ একজন কোন একটা কাজ খুব সহজেই করে ফেলতে পারলেই, কাজটাকে অনেক সহজ মনে করা যাবে না। বরং চিন্তা করে দেখতে হবে, ঐ কাজটা ওত সহজে করে ফেলার দক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে তাকে কি লেভেলের পরিশ্রম করা লাগছে, কি পরিমাণ নাকানি চুবানি খাওয়া লাগছে। কতো সংগ্রাম, সাধনা করা লাগছে।

.

বাস-টেম্পুর ড্রাইভারের সীটে বসে, সামনের দিকে তাকিয়ে, স্টিয়ারিং এর ডাণ্ডা নাড়ানোর কাজটাকে সহজ ভেবে ড্রাইভিং করা শুরু করে দিলে, ভয়ংকর বিপদে পড়াই স্বাভাবিক। সেজন্য হুট করে ড্রাইভ করতে বসার আগে বুঝে নিন, ড্রাইভিং শিখার আগে অন্যরা কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রাকটিস করেছে। বাস-টেম্পুর হেলপারি-কন্টেকটারি করছে। একটু একটু করে স্টিয়ারিং ধরতে শিখে, আজকের এই লেভেলে এসেছে। তাই আপনিও সখ বা স্বপ্নের পিছনে ছোটার আগে, ঐ লাইনের এক্সপার্টদের এক্সপার্ট হবার আগের পরিশ্রম, সাধনা, চেষ্টা সম্পর্কে আইডিয়া নিন। তাদের চাইতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দেখবেন, উড়োজাহাজের স্পিডে, বাস-টেম্পুর আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন।

**August 16, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152918067881891>)

পরীক্ষায় ভালো নম্বর না পাইলে, সেমিস্টারের শুরু থেকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসবেন। টিচার কাশি দিলেও সেটা ক্লাসনোটে তুলবেন। পুরা সেমিস্টার অমানুষের মত রাত-দিন পড়ালেখা করবেন। বস্তা ভরে নম্বর পাবেন। পাশ করলে দুই-একটা চাকরিও পেয়ে যাবেন। আর কিছু দিন পরে কঠিন কঠিন ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করে, রেডিমেড গার্মেন্টস এর মত ইউরোপ-আম্রিকায় এক্সপোর্ট হয়ে যাবেন।

.

তবে, দেশে চাকরি করা টার্গেট হইলে, জিপিএ দিয়ে কিছু যাবে আসবে না। নতুন নতুন পাশ করে ইন্টারভিউ দিতে গেলে হয়তো জিপিএ দেখবে, ভার্সিটি কোনটা দেখবে। দুই বছর পরে আর কেউ জিপিএ বা ভার্সিটি কোনটা জিগ্যেস করবে না। বরং দেখবে কে কত ভালো কাজ জানে। কে দ্রুত কাজটা শেষ করতে পারবে। কে টিমের অন্য মেম্বারদের মোটিভেট করে কাজ করায় নিতে পারবে। নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে এসে, সেগুলা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারবে। এই গুণাবলি গুলা অবজেক্টিভের গোল্লা দাগিয়ে, আগ্নেয় শিলা আর পাললিক শিলার পার্থক্য পড়ে শিখতে পারা যায় না। এগুলা শিখতে গেলে পাঠ্য বইয়ের বাইরের দুনিয়ার সাথে মেলামেশা করতে হবে। নতুন কিছু করার ট্রাই করতে হবে। তাই কোন একটা ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশনে কাজ করতে গিয়ে বা নিজের ভালো লাগে এমন কোন একটা প্রজেক্টের পিছনে টাইম দিতে গিয়ে অথবা স্পেশাল কিছু শিখতে গিয়ে কিংবা নিজে নিজে কোন একটা বিজনেস দাড় করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ যদি C বা D গ্রেড পেয়ে কোন রকমে টেনেটুনে পাশ করে, তার টেনশন করার কিচ্ছু নাই। বরং ২৭ পাতা গরুর রচনা মুখস্তকারীর চাইতে তার ফিউচার বেশি উজ্জ্বল।

.

তবে আমাদের সমস্যা হচ্ছে ,আমরা ক্লাসের পড়াও ঠিক মত পড়ি না আবার ভালো লাগা কোন কিছুর পিছনেও লেগে থাকি না। খালি হাবিজাবি আকাম কুকাম করে, ভাল্লাগেনা বলে, আজাইরা টাইম নষ্ট করে ফেলি আবার পরীক্ষায়ও ডাব্বু মারি। এমন করলে তো, হবে না, বাপু। হয় পড়ালেখা, না হয় প্রাকটিক্যাল স্কিল বা লিডারশীপ এক্সপেরিয়েন্স অর্জন করতে হবে। আর দুইটার কোনটাই করতে ইচ্ছে না করলে, চরম ঘৃণার কোন মানুষকে তেল মারা প্রাকটিস করতে হবে। তাইলে অন্তত বসকে তোষামোদ করে চাকরি টিকায় রাখা যাবে এবং মাঝে মধ্যে প্রমোশনও পাওয়া যাবে।

**August 8, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152901103651891>)

কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার না এনজিও অফিসার হবে, তা এইচএসসির রেজাল্ট বা ভর্তি পরীক্ষার উপরে কিছুটা নির্ভর করলেও, জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার পাঁচ পার্সেন্টও এইচএসসির রেজাল্টের উপর নির্ভর করবে না। ধরেন, আপনি গোল্ডেন ৫ পেয়ে গেলেন। আপনার কি ভালো ভার্সিটিতে বা মেডিকেলে চান্স হয়ে গেলো? ভালো সাবজেক্ট কনফার্ম হয়ে গেলো? জীবনে সফল হয়ে গেলেন? মোটেও না। বরং ভালো রেজাল্ট হইলে সমস্যা বেশি। আমি অনেককেই দেখছি- HSC তে ভালো রেজাল্ট করে, ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সিরিয়াসনেস কমায় দিয়ে, নরমাল কনফিডেন্সরে ওভার কনফিডেন্স বানাইয়া হাওয়া খাওয়া শুরু করে সব গুবলেট পাকিয়ে ফেলে কেউ কেউ। আমাদের আমলে, আমার বোর্ডের ফার্স্ট স্ট্যান্ড করা ছেলেটি, বুয়েটে চান্স পায়নি। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা ছেলেটি, কোন উপান্তর না দেখে টানা দুই মাস দরজা বন্ধ করে কুত্তার মত পড়ালেখা করে ঠিকই চান্স পেয়ে গেছিলো। আপনি এত দিন পরিশ্রম করে কি পাইছেন আর কি পাননি, তার চাইতে বেশি ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে নেক্সট কিছু দিন কি করতে পারবেন না করতে পারবেন। লাস্ট মোমেন্টে কি খেল দেখাতে পারবেন।

.

যে ভার্সিটিতে যে সাবজেক্টে পড়তে চাচ্ছেন, সেটাতে চান্স না পাইলেই বা ফ্যামিলি জোর করে অন্য কোথাও ভর্তি করাই দিলেই, আপনার জীবন ছ্যাড়াবেড়া হয়ে যাবে তা কিন্তু না। নরমাল ভার্সিটিতে, নরমাল সাবজেক্টে পড়েও, ভালো ভার্সিটির ভালো স্টুডেন্টের চাইতে অনেক বেশি সফল হওয়া যায়। এমন শত শত নজির আছে। শত শত নজির আছে বলেছি। কোটি কোটি নজির আছে বলি নাই। কারণ, কোটি কোটি মানুষ পিছনে পড়ে গিয়ে, পরাজয় মেনে নিয়ে, হতাশ হয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর কান্নাকাটি করে, হাত পা ঘুটিয়ে, সারাজীবন পিছনেই পড়ে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ পিছনে পড়ে গিয়েও, উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, পিছনের দরজা খুঁজবে। দরজা না পাইলে জানালা, চিপা-চাপা, কোনা-কানি খুঁজবে। একবার দুইবার চেষ্টা করে খুলতে না পারলে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সাধনা করে লাথি, গুঁতা দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করেই যাবে। হাতুড়ি বাটাল খুঁজে না পাইলে, খালি হাত পা দিয়েই ভাঙ্গার চেষ্টা করবে। চেষ্টা করতে করতে ফোস্কা পড়ে গেলেও, মলম লাগিয়ে, ক্ষতের মধ্যে মাটি লাগিয়ে আবার চেষ্টা করবে। তারাই এগিয়ে যাবে। একদিন না একদিন জয় ঠিকই ছিনিয়ে আনবে। আজকে হয়তো অন্য কেউ এগিয়ে আছে, সাধনা-চেষ্টা-লেগে থাকার কাছে ট্যালেন্ট, বাপের টাকা একদিন হার মানবেই। সফল হইতে হলে, আজকে গর্তে না পাহাড়ের চূড়ায় আছেন বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে কতদিন কতদিন লেগে থাকতে পারবেন? একভাবে না পারলে, কতভাবে ট্রাই করতে পারবেন? এক চেষ্টায় না ভাঙ্গলে, কত চেষ্টা করতে পারবেন? একজন হেল্প করলে, কতজনের পিছনে ঘুরেতে পারবেন? এক রাতে না হলে, কত রাত জেগে জেগে সাধনা চালাতে পারবেন? দুনিয়ার মোজ মাস্তি আরাম আয়েশ, আড্ডা, টাইম অপচয়ের মেশিন গুলাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজেকে কতদিন লাইনে রাখতে পারবেন?

নাকি স্রোতের সাথে গা এলিয়ে, হারিয়ে যাবেন অথৈ সাগরে?

**July 31, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152885790371891>)

কেউ যদি জিগ্যেস করে, আপনার জীবনের লক্ষ্য কি? গলা হাঁকিয়ে বলে দেন- বিজনেস ম্যান, মাল্টি-ন্যাশনালে চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, ইত্যাদি। কিন্তু ভুলেও কখনও বলেন না আপনার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে- রাত জেগে প্রিমিয়ার লীগের খেলা দেখা, কে কয়টা গোল করছে তার হিসাব রাখা, ঘন্টার পর ঘন্টা ফেইসবুকের হোমপেইজে স্ক্রল করা। অথচ দিনের পর দিন এই কাজগুলা করেই, স্বপ্ন অর্জন আর বাস্তবতার মধ্যে গ্যাপ বাড়িয়ে নিচ্ছেন। সেই গ্যাপ বাড়তে বাড়তে স্বপ্নটা এত দূরে চলে গেছে যে, খালি চোখে আর দেখা যায় না। হাবিজাবি কাজগুলা রেগুলারলি করে যেতে পারলেও, ডেইলি বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় ম্যানেজ করতে পারেন না। নিজের জন্য, নিজের স্বপ্নের জন্য।

.

পরিচিত কেউ মারা গেলে, আমরা প্রায়ই বলি, উনি জনপ্রিয় শিক্ষক বা গরিবের ডাক্তার অথবা ভালো লিডার কিংবা সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। একবারও কি চিন্তা করে দেখছেন? আজকে যদি আপনি মারা যান, আপনার সম্পর্কে লোকজন কি বলবে? কিংবা এই আপনিই, আপনার মৃত্যুর পর নিজেকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? আপনি কি চান লোকজন আপনাকে চিনুক- ক্যান্ডি ক্রাশের ১০০ লেভেল পার করে, গেইম অফ থ্রোনের সবগুলা এপিসোড তিনবার করে দেখে, দুনিয়ার সবগুলা ওয়ানডে-টেস্ট ম্যাচের পরিসংখ্যান মুখস্থ করে, তিন চারটা অনলাইন পত্রিকার চিপা-চাপার সব নিউজ জানা সফল মানুষ হিসেবে? নাকি চান, আপনাকে অন্য কিছু হিসেবে চিনুক? সেটাই যদি হয়, সেটার পিছনে কি সময় দিচ্ছেন?

.

কোন একটা কিছু করতে গেলে, কাজ করার উপায় বের করার আগেই, ছুতার বস্তা নিয়ে বসি। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে, বছরের পর বছর একই ছুতা দিয়ে, জীবন পার করে দিচ্ছি। আমারে কেউ সুযোগ করে দিচ্ছে না, কম্পিটিশন বেড়ে গেছে, দেশে ভালো মানুষের ভাত নাই বলে বলে নিজের ভিতরে আক্ষেপ বাড়াচ্ছি। বৃষ্টি বেশি, গরম বেশি, জ্যাম বেশি, পেটের ভিতরে গ্যাস বেশি, বলতে বলতে হাত পা ছেড়ে আপনি যখন হতাশ হয়ে বসে থাকেন, সেই একই সময়ে অন্য আরেকজন ঠিকই, শীত-গরম, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্লাসে টিচার ভালো পড়াইতে পারে নাই বলে, টিচারের চৌদ্দ গোষ্ঠীরে দশ ঘন্টা গালি দিতে দিতে আপনি যখন চোয়াল ব্যথা করতেছেন, সেই একই সময়ে আরেকজন গুগলে সার্চ মেরে, লাইব্রেরীতে স্টাডি করে এ প্লাস ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে। আমি-আপনি যতই ছুতা নিয়ে বসে থাকি না কোনো, দুনিয়ার সবাইরে ছুতা মার্কা পাবলিক বানাইতে পারবো না। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও আমাদের চাইতে খারাপ কন্ডিশনে থেকেও আমাদের চাইতে যোজন যোজন দুরুত্ব এগিয়ে যাচ্ছে। সঠিক ইচ্ছা, সাধনা আর শ্রম দিয়ে। আমাদেরকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে।

[June 14, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152784443516891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152784443516891>)

অন্যদের প্রেজেন্টেশন দেখতে গেলে আপনি যেমন দুই-তিন মিনিটে বোরর্ড হয়ে যান, আপনার প্রেজেন্টেশন দেখলে তাদেরও একই ফকিরা মার্কা ফিলিংস হয়। স্পেশালি যারা ফার্স্ট টাইম প্রেজেন্টেশন দিতে যায়। তাই, প্রথমবার প্রেজেন্টেশন দিতে যাওয়া পোলাপানদের জন্য এক কুড়ি টিপস -

১. প্রেজেন্টেশনের আগের রাত্রে রিপোর্ট থেকে লম্বা লম্বা লাইন কপি-পেস্ট মেরে পাওয়ারপয়েন্টের স্লাইড বানানো যাবে না। আপনি যাদের সামনে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন তারা সবাই পড়তে জানে। সো, একটা স্লাইডের মধ্যে গাদাগাদা টেক্সট দিয়ে রোবটের মত পক পক করে রিডিং পড়া যাবে না। স্লাইডে থাকবে কোন একটা বিষয়ের ইম্পরট্যান্ট পয়েন্টস গুলার কিওয়ার্ড সহ হিন্টস। যাতে ঐসব হিন্টস দেখলে আপনি ওই পয়েন্ট নিয়ে দুই-তিন লাইন কথা বলতে পারেন।

২. অবশ্যই ফাইভ বাই ফাইভ রুল ব্যবহার করতে হবে। কোন স্লাইডে ৫ টার বেশি বুলেট পয়েন্ট দেয়া যাবে না। আর কোন পয়েন্টে পাঁচটার বেশী শব্দ থাকতে পারবে না।

৩. মনে রাখবেন আপনি কি বলতে চান, আপনার কাছে কি ভালো লাগতেছে সেটা বলার জন্য আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন না। বরং আপনার সামনে দর্শক যারা থাকবে, তারা কি কি শুনতে চায়, তাদের কি জানা প্রয়োজন, সেটা বলার জন্য আপনার প্রেজেন্টেশন। হয় দর্শকদের ভিতরে একটা ইন্টারেস্ট তৈরী করবেন অথবা তাদের ইন্টারেস্টের লাইনে গিয়ে কথা বলবেন। শুধু আপনার পছন্দের জিনিস নিয়ে ইচ্ছামত বলা শুরু করলে দেখবেন পাঁচ মিনিটেই পাবলিক ঘুমায় পড়ছে।

৪. কোন একটা নিউজের হেড লাইন ইন্টারেস্টিং হইলে আমরা লিঙ্কে গিয়ে সেই নিউজ দেখি। নইলে ক্লিক করি না। আপনার প্রেজেন্টেশনের টাইটেল বা এজেন্ডা বা প্রথম দুই স্লাইড ইন্টারেস্টিং না হইলে, আপনি কি বলতেছেন কারো কানে ঢুকবে না। টেবিলের নিচে মোবাইলে ফেইসবুকিং করতে থাকবে। আর মাইনসের ইন্টারেস্ট ধরে রাখার জন্য একটু পর পর আকর্ষণীয় কিওয়ার্ড জোরসে বলা লাগবে। স্টিভ জবস যেমন ব্যবহার করতো, Incredible, Stunning, Fantastic, Gorgeous, etc.

.

৫. দয়া করে তিন সারি তিন কলামের চাইতে বড় কোন টেবিল দিবেন না। একান্তই বড় টেবিল দেয়া লাগলে, কোন জায়গাটায় এটেনশন দেয়া উচিত সেখানে বোল্ড করে, ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে বা লাল কালার সার্কেল দিয়ে হাইলাইট করে দিবেন যাতে এটেনশন ওইখানে চলে যায়। পারলে টেবিলের কম গুরুত্বপূর্ণ সারিগুলার কালার ফেইড করে দেন।

৬. দশ মিনিটের বকর বকর, একটা সিম্পল চার্ট দিয়ে সহজেই দুই মিনিটে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব। তবে হিজিবিজি মার্কা কোন চার্ট দিবেন না, যেটা আপনি নিজেই ঠিক মত বুঝেন না। বেশি কমপ্লেক্স কোন চার্ট দেয়ার রিস্ক হচ্ছে, কেউ প্রশ্ন করলে ধরা খেয়ে যাবেন। ইনফ্যাক্ট স্লাইডে এমন কোন কিছু দেয়া উচিত না যেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। ধরা খাইলে আপনি যতটুকু জানেন সেটা নিয়েও লোকজনের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. মিনি মিনি টেক্সট বা খুব বড় ফন্ট দিবেন না। ফন্ট সাইজ ২৪ হইলে ভালো। ১৮ এর কম বা ৪০ এর বেশি দিবেন না। Times New Roman ফন্ট হিসেবে ব্যবহার না করে Tahoma, Georgia ব্যবহার করতে পারেন। তবে ইয়ো ইয়ো মার্কা ফন্ট থেকে দূরে থাকবেন।

৮. নতুন নতুন প্রেজেন্টেশন শিখলে পোলাপান অপ্রয়োজনীয় এনিমেশন দেয়, এক এক শব্দ এক এক দিক লাফাইতে লাফাইতে আসে। এই রকম করলে, প্রেজেন্টেশনের মেইন টপিকের দিকে কনসেন্ট্রেশন দেয়া টাফ হয়ে যায়। তবে কোন কমপ্লেক্স কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন করার দরকার হইলে সিম্পল এনিমেশন ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বুঝানো অনেক সহজ হয়ে যায়।

.

৯. অনেকেই সময় মত প্রেজেন্টেশন শেষ করতে পারে না। লাস্টের দিকে এসে এক মিনিটে ছত্রিশ স্লাইড লাফ মারে। আগে থেকে প্রাকটিস করে গেলে এবং প্রশ্ন উত্তরের জন্য কিছু সময় বরাদ্ধ রাখলে এই সমস্যা কম হয়। আর কেউ যদি প্রশ্ন করে বসে এবং সেটার উত্তর মনে করার জন্য আপনার কিছুক্ষণ চিন্তা করা দরকার হইলে, উনাকে বলেন, প্রশ্নটা রিপিট করতে। তাইলে প্রশ্নের উত্তর হিসেবে কি বুজুংবাজুং দিবেন সেটা ঠিক করতে এক দেড় মিনিট এক্সট্রা সময় পেয়ে যাবেন।

১০.কোন একটা জিনিসের কালার ল্যাপটপে যতই ভালো দেখাক না কেনো, প্রজেক্টরে ফালতু দেখাবেই। গ্যারান্টি। স্পেশালি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার। তাই খুব বেশি কালারের শেড নিয়ে গবেষণা না করে, বেসিক কালার ব্যবহার করেন। পারলে আগে ভাগে প্রজেক্টরে গিয়ে প্রেজেন্টেশন চালায় দেখেন কালারগুলার কি অবস্থা।

.

১১. প্রেজেন্টেশন দেয়া একটা স্টোরি বলার মত। একটা ফ্লো থাকবে। মাঝখানে ক্লাইম্যাক্স থাকবে। প্রবলেম থাকবে। সেটার ফিনিশিং দিবেন, লাস্টে। এইভাবে ফ্লো ঠিক না থাকলে, প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে লোকজন ঘুমায় পড়বে।

১২. প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে দুনিয়ার সবাই নার্ভাস থাকে। বুকের ভিতর দুরু দুরু করতে থাকে। এক এক জন এক এক সিস্টেমে নার্ভাসনেস দূর করার চেষ্টা করে। আমি, প্রেজেন্টেশনের আগে, একটু বাইরে হেটে আসি, পাঁচ মিনিট বাথরুমে গিয়ে মুখে পানি দেই অথবা সামনের সারির লোকজনের সাথে হাই হ্যালো করি। তবে ঠাণ্ডা কিছু খাই না, গলা বসে যাবে বা ঘন ঘন বাথরুম চাপবে এই ভয়ে।

.

১৩. প্রেজেন্টেশন ইফেক্টিভ করার জন্য কন্টেন্ট এর চাইতে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পকেটের ভিতরে বা বুকে হাত শক্ত করে রাখবেন না। দুই সাইডে রাখবেন এবং একটু পর পর হাত নাড়াবেন। এক জায়গায় স্থির না থেকে একটু ডাইনে বামে নাড়াচাড়া দিবেন। ইত্যাদি এর হানিফ সংকেত দাড়িয়ে যখন কথা বলতে তখন সাউন্ড অফ করে দেখবেন তার হাত পা নাড়ানোর স্টাইল, মুখের ভঙ্গি। এইসব। আর অবশ্যই পকেট হান্ডেড পার্সেন্ট খালি রাখতে হবে। কোন মোবাইল, মানি ব্যাগ, চাবি রাখা যাবে না।

১৪. মরার মত একই স্বরে কথা বলবেন না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাইলে সেটার আগে দম নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে হবে, তাইলে যারা শুনতেছে তাদের মনোযোগ বাড়বে। টিভিতে খবর শুনার সময় টিভির দিকে না তাকিয়ে শুধু অডিও শুনলে বুঝতে পারবেন যারা খবর পড়ে তারা কখন কোন শব্দের উপর জোর দিয়ে খবরগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

.

১৫. দর্শকদের পশ্চাদদেশ দেখিয়ে সারাক্ষণ প্রোজেক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। ওরা আপনাকে দেখতে আসছে, আপনার পিছনের অংশ না। আবার সর্বদা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকেও তাকিয়ে কথা বলবেন না। একটু পর পর দর্শকদের দিকে তাকান। আই কন্ট্রাক্ট করেন। সেটা মোটামুটি ৩ সেকেন্ড পরে সরায় ফেলেন। এবং দুই-এক মিনিট পরে আরেকজনের সাথে আই কন্ট্রাক্ট করেন।

.

১৬. আ, উ, গাই, গুই, লাইক, আই মিন, ইউ নো, এইসব টাইপের শব্দ করে অনেকেই। এইসব শব্দ করে, মনে করার চেষ্টা করে, পরবর্তীতে কি বলবে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, নিজের অজান্তেই আমরা এইসব শব্দ করি। এইগুলাকে বলে ফিলার ওয়ার্ড। প্রেজেন্টেশন প্রাকটিস করলে, এইসব ফিলার ওয়ার্ড কমে যায়। আবার অনেকের মুদ্রাদোষ থাকে, একই শব্দ বার বার বলে, প্রাকটিস করে সেটাও কমানো যায়। আর কখনো মনে করার দরকার হইলে, এক দুই সেকেন্ডের জন্য দম নিবেন এবং চুপ থেকে চিন্তা করবেন। এই বিরতি লম্বা সময়ের জন্য নেয়া যাবেনা।

১৭. প্রেজেন্টেশনে কারা থাকবে তারা আপনি যে জিনিস নিয়ে কথা বলবেন সেটা কতটুকু জানে, তা আগে থেকেই জেনে নিতে হবে। নইলে ওরা জানে এমন কিছু নিয়ে আপনি অনেক সময় বকবক করে বোরর্ড করে ফেলবেন। আবার উল্টাটাও ঘটতে পারে, ওদের তেমন ধারণা নাই, আর আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কোন ধারণা না দিয়েই মেইন পয়েন্টে চলে গেলেন। তারা আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারলো না।

১৮. আপনার প্রেজেন্টেশন তৈরী করার সময়, আপনার প্রেজেন্টেশনের মেইন তিনটা ইম্পরট্যান্ট পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে। যেই তিনটা পয়েন্ট আপনি মনে করেন ওদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের মনে রাখা উচিত। সেই তিনটা পয়েন্ট আপনার প্রেজেন্টেশনের প্রথমে, মাঝে ও শেষে রাখতে হবে। এবং লাস্ট স্লাইডে এই তিনটার একটা সামারি স্লাইড রাখতে হবে। এই ইম্পরট্যান্ট জিনিসগুলা বলার সময় গলার স্বরের ভেরিয়েশন এনে একটু জোড়ে বলতে হবে। যাতে দর্শক আকর্ষণ অনুভব করে।

.

১৯. আজ থেকে ছয় মাস পরে কেউ আপনার প্রেজেন্টেশনের সবকয়টা স্লাইড মনে রাখবে না। আপনি নিজেও মনে রাখতে পারবেন না। তবে যদি কোন একটা জিনিস মনে রাখতে হয়, তাইলে সেটা কি? আপনি কি জানেন সেটা কি? না জানলে সেটা খুঁজে বের করেন। এবং সেটা জাস্টিফাই করার জন্য প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন যোগ করেন।

২০. শেষকথা হচ্ছে, প্রাকটিস। দরকার হইলে ভিডিও ক্যামেরা বা ওয়েবক্যাম দিয়ে আপনার প্রেজেন্টেশনের ভিডিও করেন। তারপর সাউন্ড অফ করে দেখেন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কি অবস্থা। চোখ বন্ধ করে শুধু অডিও শুনে, চেক করেন উচ্চারণের ভেরিয়েশন আছে নাকি। কথা বলার ফ্লো আকর্ষণীয় হচ্ছে কিনা। প্রাকটিসের কোন বিকল্প নাই। ম্যান ইজ মরটাল।

## ওয়েব ডেভেলপার হবার উপায়

[June 2, 2015 at 10:33am](https://web.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F/10153340838977359)

শুধু মাত্র কম্পিউটার অন-অফ করতে জানেন, তারা [ওয়েব ডেভেলপার হইতে চাইলে](https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F/10153340838977359) আপনাকে খুবই সিম্পল ৮ টা কাজ করতে হবে –

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F/10153340838977359>)

**হাতেখড়ি:**

১. জাস্ট **৫ মিনিটে ওয়েবসাইট**বানানোর এই ভিডিওটা [https://www.youtube.com/watch?v=Zy59twUmgo4](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZy59twUmgo4&h=iAQGwH49M&s=1) দেখে ফকিরা মার্কা একটা ওয়েবসাইট বানাতে হবে। তারপর আরও ৩০মিনিট সময় দিয়ে নিজে নিজে কয়েকটা ওয়েবসাইট বানানোর চেষ্টা করতে হবে। ফালতু টাইপের হইলেও বানাতে হবে।

২. আপনার ফকিরা মার্কা ওয়েবসাইটারে একটু **মেকআপ দিয়ে সুন্দর বানানোর** জন্য ১৩ মিনিট খরচ করে, এই ভিডিওটা [https://www.youtube.com/watch?v=E0s0Va7cPzU](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE0s0Va7cPzU&h=dAQGku6zM&s=1)দেখে css সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে। এরপর কমপক্ষে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করে আগে যে ওয়েবসাইট বানাইছিলেন সেটারে আলতা পালিশ মারতে হবে।

এই দুইটা ভিডিও দেখার পর, আপনার মনে তিনটা প্রশ্ন জাগবে-

          a. এখন কি ইন্টারনেটে ডলার কামাতে পারব?

          b. আমি যে ওয়েবসাইট বানাইছি, এইটা কি বিদেশ থেকে অন্যরা দেখতে পারবে?

          c. ডলার কবে থেকে আসবে?

আপনি ওয়েবসাইট বানানোর ABCD ই ঠিক মত শিখতে পারেন নাই, আগে সবগুলা ABCD শিখতে হবে ক্লাস ওয়ান থেকে আস্তে আস্তে জেএসসি দিতে হবে। তারপর আসবে সাইন্স, আর্টস, কমার্সের আলাদা আলাদা গ্রুপ। কোন একটা গ্রুপে গিয়ে এসএসসি, এইচএসসি পাশ করতে পারলে, কোন রকম কিছু একটা করার আশা করতে পারেন। তারপর ধীরে ধীরে কোন একটা সাবজেক্টে অনার্স পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

**এগিয়ে চলা:**

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এ জেএসসি করতে হলে আপনাকে আরও তিনটা জিনিস জানতে হবে

৩. কোন একটা ওয়েবসাইটের এক পাতা থেকে অন্য পাতায় কিভাবে যায় সেটা জানার অন্য এই ভিডিওটা [https://www.youtube.com/watch?v=ZdVIqZXX2no](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZdVIqZXX2no&h=vAQE1u8OM&s=1) দেখতে হবে।

৪. ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে হবে। কিভাবে দুনিয়ার যে কেউ, যেকোন প্রান্ত থেকেই একটা ওয়েবসাইট দেখতে পারে সেটা বুঝার জন্য, ১৩ মিনিটের এই ভিডিওটা[https://www.youtube.com/watch?v=SOdyYALrNzw](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSOdyYALrNzw&h=AAQE50tvt&s=1) দেখতে হবে। তারপরেও কিছু প্রশ্নের উত্তর অজানা থেকে যাবে, সেটা নিয়ে আপাতত মাথা গরম কারার দরকার নাই। সময় হইলে সব ফকফকা হয়ে যাবে।

৫. বেসিক html এবং css এ বিসমিল্লাহ থেকে আরেকটু ডিটেল জানতে হবে। সেটা জানার জন্য [http://www.webcoachbd.com/](https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.webcoachbd.com%2F&h=OAQFpqQLU&s=1) বা [http://www.w3schools.com/](https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.w3schools.com%2F&h=vAQE1u8OM&s=1) নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে বাম পাশে, "Learn HTML", "Learn CSS" আছে এগুলাতে গিয়ে।  বাম পাশে অনেকগুলা লিংক আছে, সেগুলা একটা একটা করে দেখবেন। মোটামুটি ২-৩ ঘন্টা ব্যয় করবেন। কিচ্ছু বুঝার দরকার নাই।  জাস্ট ওরা যা যা বলছে, সেটা "Try it yourself" এ ক্লিক করলে দুইটা বক্স আসবে, বামপাশেরটায় টাইপ করবেন আর "See Results" এ ক্লিক করে ডানপাশেরটায় আউটপুট দেখবেন। না বুঝে দেখে দেখে টাইপ করে কোন একটা জিনিস করতে পারা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার হবার প্রথম শর্ত। বেসিক html শিখার জন্য আউটসোর্সিং এর ষ্টার রাসেল আহমেদ ভাইয়ের টিউটোরিয়াল ([https://www.youtube.com/watch?v=87Fx45Bwy-E&list=PL6TZ1EO-kECii7Ve8BNvS8U3vlBIYpXdY](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D87Fx45Bwy-E%26list%3DPL6TZ1EO-kECii7Ve8BNvS8U3vlBIYpXdY&h=9AQERxgA0&s=1))

.

**তিন রকমের ওয়েব ডেভেলপার:**

৬. এতদূর আসতে পারলে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর সাইন্স, আর্টস, কমার্স গ্রুপগুলা আসলে কি সেটা বুজতে হবে -

a. ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সাইন্স গ্রুপে যাইতে হইলে আপনাকে প্রোগ্রামার হইতে হবে। প্রথমেই javaScript দিয়ে ওয়েবসাইটকে প্রাণবন্ত করে তোলার উপায় জানতে হবে। তারপর জানতে হবে php, mySQL জানতে হবে। সাইন্স গ্রুপের পোলাপানদের ওয়েব ডেভেলপার বা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার বলা হয়।

b. ওয়েব ডেভেলপমেন্টের আর্টস গ্রুপের পোলাপান ওয়েবসাইট এর কোথায় কি থাকবে, কোনটা দেখতে কি রকম হবে সেটা নিয়ে ফোকাস করে। এদেরকে ওয়েব ডিজাইনার বলা হয়। এজন্য css, css3, bootstrap, adobe photoshop ভালো ভাবে জানতে হবে। সাধারণত ফটোশপ দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ফেলে, সেজন্য ফটোশপ দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইনের টিউটোরিয়াল গুগলে সার্চ দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। গল্পে গল্পে css3 শিখতে চাইলে এই ভিডিওগুলি খুবই মজার : <https://www.youtube.com/watch?v=66Lk6I07r0M&list=PLWDS1NpP6kumVWbfI47Bvd65F2_5Aqml1>

c. ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কমার্সের পোলাপান দ্রুত টাকা কমাতে চায় - সে জন্য তারা ওয়ার্ডপ্রেস শিখে। প্রোগ্রামিং না করেও, ওয়েবসাইট বানানোর কাজটাকে সহজ করে তোলে ওয়ার্ডপ্রেস। কিভাবে সেটআপ থেকে শুরু করে একটা ব্লগ বানাতে হয় তার প্রয়োজনীয় লিংক আছে এইখানে [https://bengaliblogs.wordpress.com/wordpress-tutorial-html/](https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbengaliblogs.wordpress.com%2Fwordpress-tutorial-html%2F&h=2AQHYiQXd&s=1)  এবং গুগলে গিয়ে "wordpress bangla tutorial" লিখে সার্চ দিলে অনেক কিছু পাবে।

**প্রফেশনাল ওয়েব ডেভেলপার:**

৭. অনার্স করার বিষয় নিয়ে এখন একদম চিন্তা করবেন না। আগেতো জেএসসি পাশ করেন।  এক লাফে অনার্সে গেলে, ডিগ্রীতো পাবেনই না বরং হাত পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বসে থাকা লাগবে। তারপরেও একটু হিন্টস দিয়ে রাখি

a. php তে অনার্স করতে চাইলে, php এর ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেগুলা জানতে হবে। php বেসিক শিখা শেষ করতে পারলে, এগুলার নাম এমনি এমনি জেনে যাবেন।

b. জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে অনার্স করতে চাইলে- jQuery, angular, d3 এইসব কি জিনিস জেনে যাবেন।

c. ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে অনার্স করতে চাইলে- ওয়ার্ডপ্রেসের থিম, প্লাগিন বানানোর কাজ নিজে নিজেই শিখে ফেলবেন

**প্রোগ্রামিং গ্রুপের সাথে মিটআপ:**

৮. একা একা বেশি দূর যেতে পারবেন না। আটকে যাবেন, বুঝতে পারবেন না, সেজন্য একই পথের পথিকদের খুঁজে বের করতে হবে। যেমন php শিখতে চাইলে, php expert গ্রুপের সাথে যুক্ত হবেন। একইভাবে ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে চাইলে [http://wpressians.net/](https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwpressians.net%2F&h=rAQGymSmp&s=1) এ লোকজন মাসে একবার প্রোগ্রামিং এর আড্ডা দেয়। সেখানে নতুন নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এক্সপার্টদের প্রশ্ন করতে পারবেন।  (কেউ কি ভালো কয়েকটা গ্রুপের নাম দিতে পারবেন? তাইলে এইখানে এড করে দিতাম),

.

ওয়েব ডেভেলপার, ডিজাইনার, ওয়ার্ডপ্রেস যাই করতে চান না কেনো, আপনাকে সময় বের করতে হবে। ডেইলি এক হাজার একটা টেনশন সাইডে রেখে, একটা স্পেসিফিক কাজের জন্য সময় বের করতে না পারলে জিন্দেগীতে আপনারে দিয়ে কিচ্ছু করা সম্ভব হবে না।

.

শিখতে গেলে সবকিছুতে মজা পাওয়া যাবে না। গ্যারান্টি। বোরিং লাগলেও ভিডিওটার শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, টিউটোরিয়ালটা শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে, আড্ডায় কি নিয়ে কথা বলতেছে না বুঝলেও জোর করে বসে থাকতে হবে। ইচ্ছার জোরে চালায় নেয়ার মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে। স্বপ্ন শক্ত হইলে, নিজের ভিতরে সঠিক ইচ্ছা থাকলে- বাপে কি কইছে, বন্ধুরা কি বলে পচাইছে, বান্ধবী কি কারণে রাগ করছে, সেটা মুখ্য থাকবে না। মুখ্য থাকবে আর কি করে, কিভাবে চেষ্টা করলে টার্গেট হাসিল করা যাবে। নইলে হাজার হাজার পোলাপানের মত, ঠুনকো বাতাসে, শুকনো পাতার মত আপনিও ঝরে যাবেন। হারিয়ে যাবেন।

March 15, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152594445051891>)

আমরা অল্পতেই টায়ার্ড হয়ে, আশা ছেড়ে দিয়ে, লক্ষ্যটাকে সরিয়ে দিয়ে, সহজ একটা রাস্তা বেচে নিয়ে, নিজেকে সান্ত্বনা দেই, "আপাতত, এইটা করি, পরে আসল রাস্তায় চলে আসবো" আমাদের এই আপাতত বা শর্ট টার্ম সল্যুশন, নিজের অজান্তেই, আমাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যায়। কারণে, অকারণে, অপশন বা চেষ্টার অভাবে, ফ্যামিলি প্রেসারে, ঐ সহজ রাস্তায় পড়ে থাকতে হয় আজীবন। হারিয়ে যায় স্বপ্ন, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে, চেষ্টার ঘাটতিকে আপন করে নেই।

.

এই আপাতত পার্টির বিরাট অংশ হচ্ছে, হায়ার স্টাডি পার্টি। উনারা GRE, TOEFL, ফান্ডের অভাব, জিপিএ কম, ভিসা নাও দিতে পারে, এইসব ভয়ে, USA, Canada বা Australia তে সরাসরি ট্রাই না করে, আপাতত ইউরোপ, কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া যায়। ঐখানে যাওয়ার পর, অনেকেরই আর ভালো লাগে না। না পারে সেখানে সেটেল করার জন্য কনসেন্ট্রেট করতে, না পারে ইজিলি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা USA তে আসার কাগজ প্রসেসিং করতে। তাই বুদ্ধি বের করে। আপাতত মাস্টার্স শেষ করি, ভালো দেশে গিয়ে পিএইচডি করবো। এইখানে পিএইচডি শেষ করি, ঐখানে পোস্ট ডক কিংবা পিআর ধরার চেষ্টা করবো। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অন্য দেশ থেকে ভিসার জন্য এপ্লাই করতে, কাগজ পত্র যোগাড় করতে, অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। আর আপাতত দেশগুলিতে একটু বেশি সময় থাকা লাগলে, সেখানে বউ নিয়ে যাবার কাগজ প্রসেসিং করতে অনেকেরই খবর হয়ে যায়।

---

মাঝখানে এক দেশে কিছুদিন থেকে, অন্য দেশে সেটেল হইতে গেলে, আপনাকে দুই জায়গায় এডজাস্ট করতে হবে। সবকিছু দুইবার নতুন করে শুরু করা লাগবে। আসল জায়গায় শুরুর আগেই আপনি ছয় বছর পিছায় থাকবেন। তার চাইতে, শুরুতে একটু বেশি সময় লাগলেও, একটু বেশি কষ্ট করে, এক বছর দেরী হলেও, মেইন টার্গেটে ডাইরেক্ট হানা দিলে, অনেকের লাইফে গঞ্জনা একটু কম হতে পারে এবং ওভারঅল ভালো থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

---

প্রথম কথা হচ্ছে, ট্রাই করার আগেই ডিসাইড করবেন না যে, আপনি পারবেন না। মাঠে নামার আগে, হেরে যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি পরে ট্রাই করার ইচ্ছা থাকে, তাইলে এখনই ট্রাই করেন। তৃতীয় কথা হচ্ছে, একবার দুইবার ট্রাই করে ছেড়ে দেবার মানুষিকতা থাকলে, আপনার শুরু করাই উচিত না। চতুর্থ কথা হচ্ছে, ট্রাই করতে করতে, কোনভাবে সুরুহা করতে না পারলেও, এমনভাবে ট্রাই করেন, যাতে আপনি বলতে পারেন, এর চাইতে বেশি ট্রাই আর কেউ কোনদিন করতে পারবে না। শেষকথা হচ্ছে, "কোন দেশ বা কোন কোম্পানি আপনাকে সফল করবে না, কোন দিন ও না। আপনাকে সফল করতে পারেন একমাত্র আপনিই"

---

লাইফের, যেকোনো অবস্থাতেই, যেকোনো কিছুতেই, "যে জিনিসটা তুলনামূলক-ভাবে ইজি, সে জিনিসটা উইল নট মেইক ইউ হ্যাপি"

March 5, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152575602726891>)

ফাইনাল পরীক্ষা, জব ইন্টারভিউ কিংবা বড় কোন প্রেজেন্টেশনের আগে কম-বেশি আমরা সবাই নার্ভাস হয়ে যাই। তখন, বিনা কারণে বাথরুম চেপে যায়, গলা দিয়ে কথা বের হয় না, জানা জিনিস মাথায় আসে না, হাত-পা ঘামায়, খালি ফেল করবো করবো মনে হয়। টেনশনের এই করাল গ্রাস থেকে ক্লাসের ফার্স্ট কিংবা লাস্ট, করোরই রক্ষে নাই। তাইলে কি করা যায় -

.

১. টেনশন কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, টেনশন যাতে কম হয় সেই কাজ করা। ভালোভাবে প্রিপারেশন নেয়া। যাতে পরীক্ষার আগেই সব ঠিকঠাক মতো পড়া হলে, কনফিডেন্স বাড়বে আর নার্ভাসনেস কমে যাবে। কিন্তু আমরা তিন কাঠি সরেস। পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে টেনশন করা ঠিকই শুরু করি, মাগার বইয়ের ধারে কাছেও যাই না। তাই, দিনে দিনে ভয় ভীতি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে।

.

২. আপনার টেনশন বেশি হইলে, টেনশন কম করে, রিলাক্স থাকতে পারে, এমন কারো সাথে কথা বলেন। সিচুয়েশন থেকে বের হবার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। টেনশন কমাতে হবে, আশানুরূপ ফলাফল যাতে নিশ্চিত হয়, সেটার জন্য নিরলস সাধনা দ্বারা। আজাইরা বসে বসে টেনশন নিয়ে টেনশন করলে, টেনশনের লাভ হবে, আপনার লাভ হবে না। তাই, কাজের স্কিল বাড়ান। ডাইরেক্ট ফাইনাল পরীক্ষা দিতে না গিয়ে, মডেল টেস্ট দেন। বার বার প্রাকটিস করেন।

.

৩. যখন বার বার প্রাকটিস করতে যাবেন। তখন কাজটা সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে। সর্বোচ্চ ডেডিকেশন দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আন্দাজে মান্দাজে চেষ্টা করলে কিচ্ছু হবে না। কে জানি বলছিলো, "Practice makes perfect" - এই কথাটা ভুল। প্রাকটিস কাউরে পারফেক্ট বানায় না বরং প্রাকটিস পার্মানেন্ট বানায়। আপনি যদি ভুল জিনিস প্রাকটিস করেন, তাইলে আপনার ভুল জিনিসটা পার্মানেন্ট হবে কিন্তু পারফেক্ট হবে না। তাই, যে জিনিসে সমস্যা, পারেন না, পারবেন কিনা মনোবল পাচ্ছেন না, টেনশন হচ্ছে, সেটা সঠিক ভাবে করার পদ্ধতি খুঁজে বের করেন বা যে সঠিক পদ্ধতি জানে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ বা কোচিং নিতে যান।

---

আরেকটা ক্ষেত্রে আমরা টেনশন করি, যখন আর কিচ্ছু করার নাই। ধরেন, পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে, এখন টেনশন করে, আপনি কিছু পরিবর্তন করতে পারবেন না। পরীক্ষা যা দেবার তা দিয়ে দিছেন। তারপরেও হুদাই টেনশন হচ্ছে বা প্রেজেন্টেশনের কয়েক ঘন্টা বাকি, এখন আর নতুন করে প্রিপারেশন নেয়ার কিছু নাই তাও খালি খালি টেনশন হচ্ছে। সেইসব ক্ষেত্রে-

.

৪. যে কারণে টেনশন হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে, অন্য কিছু, যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা করতে পারেন। সেটা হতে পারে, গান শুনা, কমেডি শো দেখা, খোশ গল্প করা, খেলাধুলা, এক্সারসাইজ, মেডিটেশন, ইয়োগা, একটু বাইরে হেটে আসা। আনপ্রোডাক্টিভ কাজ যেমন, টেবিল ঘুচানো, ফেইসবুকিং, চ্যাটিং করতে পারেন। আর কিছু করার না থেকে ৩৩৩ থেকে ১ পর্যন্ত শুধু বিজোড় সংখ্যাগুলো গুনতে থাকেন।

.

৫. বেশ কয়েকদিন সময় পাইলে, কোন ভলান্টিয়ার কাজ, ইংরেজি শিখা, গিটার বাজানো শিখা, ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে যাওয়া, আব্বু-আম্মুরে কাজে হেল্প করা, পরিবার পরিজনের সাথে টাইম কাটানো। তবে, আজাইরা হিন্দি সিনেমার নাচা-গানা, কালবেলা-সকালবেলা উপন্যাস শুধু এন্টারটেইনমেন্টের পড়তে না বসে, কিছু শিখার চেষ্টা করেন। ইংরেজি সিরিজ, মুভি থেকে, কোন সিচুয়েশনে কি বলতেছে, সেটা খেয়াল করে, পরে জায়গামতো, সেই ডায়ালগ এপ্লাই করার চেষ্টা করবেন।  
.

৬. নেগেটিভ চিন্তা বা ভয় মাথায় আসলে, সেটা দূর করার জন্য, পজিটিভ থিঙ্কিং এর কোন মুভি বা TED ভিডিও বা সফল মানুষের জীবনী পড়তে পারেন। আপনার যদি মনে হয়, "পরীক্ষায় ফেল করলে আব্বা আমারে মাইরা ফেলবে"- এইটা একটা নেগেটিভ থিঙ্কিং। এইটারে পজিটিভলি চিন্তা করার জন্য ভাবতে পারে, "আল্লাহ ভরসা পরীক্ষা ভালোই হইছে, আব্বা খুশিই হবে" আর একদম ফালতু পরীক্ষা দিলে, কাউরে ঠিক করেন, ঠাটায়া আপনার কানপট্টির নিচে কষে পাঁচটা চড় আর পশ্চাদ দেশে তিনটা লাত্থি দিয়ে বলতে, "সময়মত কাজের কাজ করতে পারস নাই, এখন টেনশন করতে আসছস"

.

সো, কাজটা ভালোভাবে কারার, শিখার আর যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে, টেনশন দৌড়ে পালাবে। আর কাজ কম বাদ দিয়ে, খালি টেনশন করলে, কানপট্টির তলে -- - -

February 16, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152543521121891>)

লাইফের একটা স্টেজের পারফরমেন্স বা রেজাল্ট বা জিপিএ, আপনার বাকি জীবনের সবকিছু ডিসাইড করতে পারেনা। হয়তো একটা লেভেলে জিপিএ কম, মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেননি, তারমানে এই নয় যে, আপনি পচে গেছেন, আপনাকে দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না, আপনার ফিউচারের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

একটু পিছন তাকালেই দেখবেন, এই আপনিই এক সময় ক্লাসের টপ স্টুডেন্ট ছিলেন, স্পোর্টস, সাইন্স ফেয়ার, নাচে-গানে, সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন। এই আপনাকেই দেখিয়ে দিয়েই পাশের বাড়ির আন্টি তার ছেলেকে বকা দিতো, কেন আপনার মতো হতে পারে না। এই আপনি যদি তখন পেরে থাকেন, তাইলে পরের স্টেজেও পারবেন। এই বিশ্বাসটা কেনো জানি আমাদের মধ্যে নাই। দয়া করে মাঠে নামার আগে, খেলায় হেরে যাবেন না।

---

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, শর্ট টার্ম গোল আর লং টার্ম গোলের মধ্যে কোন কানেকশন নাই। এখন হয়তো কমার্সে পড়তেছেন, ভবিষ্যতে ওয়েব ডেভেলপার হবার ইচ্ছা। তাইলে এমন একটা ওয়েবসাইট বানান যেটা দিয়ে আপনার পড়ার কাজে লাগবে এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখার কাজেও লাগবে। হয়তো ভ্যাট, ট্যাক্স নিয়ে একটা কোর্স আছে এইবার। তাইলে, এমন একটা ওয়েবসাইট বানান, যেখানে লোকজন তাদের আয়, সম্পদ, ব্যয়, বিনিয়োগের তথ্য দিয়ে, ট্যাক্সের হিসাব করতে পারবে।

---

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে, we think big. বড় বড় চিন্তা করি আর বড় বড় ভয় নিয়ে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি। "আমি পারবো না" - চিন্তায় অস্থির। অনেক সময় লাগবে, অনেক কঠিন, অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে, চুপ করে বসে থাকি। যতটুকু সময় আছে, সেটাও অপচয় করতে থাকি। তাই, আলটিমেটলি কিচ্ছু হয় না। জাস্ট থিঙ্ক ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম। রাস্তা যত বড়ই হোক না কেনো, আপনাকে ছোট ছোট ধাপ পা ফেলে ফেলে পাড়ি দিতে হবে।

---

চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে, আব্বু-আম্মু ঐটা চায়। আমি এইটা চাই। তবে, আব্বু-আম্মুরে কনভিন্স করার ট্রাই করি না। আবার নিজে যেটা চাই সেটাও করি না। মাঝখানে কোনটাই করা হয় না।

---

পঞ্চম সমস্যা হচ্ছে, যদি পাঁচটা সমস্যা থাকলে, পাঁচটাই নিয়ে টেনশন করি। কোন সমস্যাই সাইডে রাখি না। সবগুলা নিয়ে টেনশন করতে গিয়ে দেখা যায়, একটাও করা হয় না। আর একটাও ঠিক হয় না দেখে, আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়ি আর উপসংহার টানি, আমারে দিয়া কিচ্ছু হবে না। আসল স্ট্রাটেজি হওয়া উচিত, one at a time. একটা সমস্যার ছোট একটা অংশ এই মাসে সলভ করার চেষ্টা করেন। তারপরে, একই সমস্যার আরেকটু অংশ। এইভাবে কয়েকমাস একটা সমস্যারে লাইনে আনতে পারলে, এইটা ধরে রেখে আরেকটা সমস্যার ছোট একটা অংশ সলভ করার ট্রাই করে দেখতে হবে।

---

ষষ্ঠ সমস্যা হচ্ছে, আমরা রাস্তা ঠিক রাখতে পারি না। ফোকাসড থাকতে পারি না। কয়দিন এইটা করি তো, কয়দিন পরে অন্য আরকেটা জিনিস করি। সেটাও আরো কয়েকদিন পরে ভালো লাগে না। আলটিমেটলি, কিছুই ভালো মতো করা হয়ে উঠে না। এইসবক্ষেত্রে, মনে রাখবেন, আপনার সব কিছু করার টাইম কিন্তু আজকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আপনার মেইন একটিভিটি কমপক্ষে দুই বছরের মধ্যে চেইঞ্জ করা যাবে না। দুইবছর একটা জিনিস জানার জন্য বা স্কিল ডেভেলপ করার জন্য লেগে থাকলে আপনি কম্পিটিটিভ হয়ে উঠবেন। তারপর, সাইডের সখ থাকলে, সেটার জন্য ধীরে ধীরে হালকা টাইম দিতে পারবেন।

---

সপ্তম সমস্যা হচ্ছে, ভাই কিছু সাজেশন দেন বলে, দিনের পর দিন মাইনসের পিছনে ঘুরতে পারে, কিন্তু গুগলে একটা সার্চ দিতে পারে না।

---

অষ্টম সমস্যা, এক লাফে তালগাছে উঠতে চায়। একদিনে ইংলিশে অনার্স ডিগ্রী পেতে চায়। প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুলে কৃষিবিজ্ঞান পড়লেও যে কিছু লাভ হতে পারে। সেটা করতে নারাজ। আলাদীনের চেরাগ নিয়ে, নরম বিছানায় শুয়ে থাকতে চায়।

----

নবম সমস্যা, ফেইসবুকে সময় অপচয় একটি জাতীয় সমস্যা। ক্যারিয়ার ও সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

---

দশম সমস্যা, হেন করেগা, ত্যান করেগা, বলে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজ না করেই, কথা বেশি বলে। কথা বেশি বলতে না পারলে, নয়টা সমস্যারে টেনেটুনে দশটা বানিয়ে ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দেয়।

----

গত কয়েকদিনে ৩৪ জনের সাথে জনের সাথে কমপক্ষে ১০ মিনিট করে কথা বলে, এই উপলব্ধি (চার জন ফাকি মারছে)

February 14, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152539644196891>)

ইন্টারভিউ টিপস এন্ড ট্রিকস

১. বড় কোম্পানিকে টার্গেট করলে, খুচরা-খাচরা গুলাতে আগে ইন্টারভিউ দিয়ে প্রাকটিস করে নিবেন। আর খুচরাগুলাতে প্রাকটিস করার আগেই বড়গুলাতে ইন্টারভিউ কল পাইলে, কোন টিচার, ফ্রেন্ড বা আপনার আম্মুকে, টেবিলের এক পাশে বসিয়ে, একটা প্রশ্নের লিস্ট হাতে ধরিয়ে দিয়ে, একটার পর একটা জিগ্যেস করতে বলবেন। উত্তর দিতে গেলে বুঝতে পারবেন। আপনি যেগুলার উত্তর ১০০% জানেন, সেগুলাই বলতে গেলে, ওয়ার্ড খুঁজে পান না। আমতা আমতা করতে করতে সোজা জিনিসটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তাই, উত্তর জানার চাইতে, উত্তর বলতে পারার কোয়ালিটি বেশি ইম্পরট্যান্ট। সো, উত্তর লিখে লিখে, বলার প্রাকটিস করার পর আবার আপনার আম্মুকে বা ফ্রেন্ডকে বলবেন মক ইন্টারভিউ নিতে।

.

২. আপনি যখন উত্তর রেডি করবেন। তখন উত্তরগুলার দুইটা ভার্সন করবেন। প্রথমটা হচ্ছে, এক মিনিটের উত্তর। ধর, মার, কাট টাইপের। একদম টু দ্যা পয়েন্টে। কারণ কিছু লোক, জাস্ট টু দ্যা পয়েন্টে উত্তর শুনতে চায়। আপনি গরুর রচনা বলতে শুরু করলে, তারা বোরর্ড হয়ে যায়, ইন্টারেস্ট ধরে রাখতে পারে না, যদিও মাথা নাড়ায়, ভিত্রে ভিত্রে কিন্তু গালি দিতে থাকে, "এই গাধায় এতো প্যাঁচায় কেন!!"। আর আরেকটা ভার্সন থাকবে, তিন মিনিটের উত্তর। আপনার আম্মুকে শিখায় দিবেন, একটা উত্তর শেষ হইলে, আরেকটু ডিটেল জানতে চাইতে।

.

৩. আসল ইন্টারভিউ এর সময় এক মিনিটের না তিন মিনিটের উত্তর দিবেন। সেটা বুঝার দুইটা টেকনিক আছে। প্রথমে এক মিনিটের উত্তর দিয়ে বলবেন, If you want, I can tell more about it. তখন সে ইন্টারেস্টেড হইলে আপনাকে ডিটেল বলতে বলবে আর না হইলে বলবে না। অথবা তার মুখের এক্সপ্রেশন দেখে বুঝতে হবে সে আপনার উত্তরে স্যাটিসফাইড কিনা। নাকি আরো ডিটেল জানতে চায়। আর সবচেয়ে খারাপ হয়, আপনি বক বক করে যাচ্ছেন, ওর অবস্থার দিকে খেয়াল করতেছেন না। শেষমেশ ও আপনাকে থামিয়ে অন্য প্রশ্ন করা শুরু করছে।

---

৮. আপনার রেজুমিতে আগের যত জব বা প্রজেক্ট বা কোর্সের নাম আছে, প্রত্যেকটা সম্পর্কে চারটা জিনিস আগে থেকে ঠিক করে লিখে, মুখস্থ করে যাবেন। সেগুলা হচ্ছে, আপনি কি Problem সলভ করছেন, আপনি কি কি Action নিছেন বা কাজ করছেন, কি Result আসছে বা কি শিখছেন এবং Future আবার করা লাগলে কোন কোন জিনিস অন্যভাবে করবেন। সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য, PARF. আর বলার সময় সিরিয়াল ধরে বলে দিবেন দেড় থেকে দুই মিনিটের মধ্যে।

---

১১. ইন্টারভিউ এর সময়, যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝা খুবই ইম্পরট্যান্ট। তারসাথে ইন্টারাকশন ইফেক্টিভলি হচ্ছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সে কি আপনার উত্তর বুঝতে পারতেছে নাকি এইদিক ওই দিক তাকাচ্ছে। eye কন্ট্রাক্ট রাখবেন। আবার একটানা তাকায় থাকবেন না। নরমাল ভাবে চেয়ারে বসেন। ঝুঁকে বা ঠেস দিয়ে বসবেন না। তার কথা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেছেন সেটা বুঝানোর জন্য মাঝেমধ্যে মাথা ঝাঁকাবেন, হালকা একটু হাসিও মাঝেমধ্যে দিবেন। আর হাত পকেটের মধ্যে বা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবেন না। চেয়ারের হাতলে বা টেবিলের উপরে ছেড়ে দিয়ে রাখবেন। হাতে কলম থাকলে নাড়াবেন না।

---

১৩. অনেক সময় ইচ্ছে করেই, আপনাকে প্রশ্ন করার সময় সব তথ্য দিবে না। দেখতে চাইবে, আপনি পুরা সিচুয়েশন সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে, উত্তর দেয়া শুরু করেন। নাকি, না বুঝেই হাফ-ঝাপ মেরে কাজ শুরু করেন আর মাঝপথে গিয়ে গুবলেট পাকিয়ে ফেলেন। তাই উত্তর দেয়ার আগে, সম্পূরক প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে হবে। ধরেন, আপনাকে জিগ্যেস করলো, একটা বাড়িতে কয়টা শোবার ঘর থাকা উচিত। আপনি ফুস করে বলে দিতে পারেন ৪ টা (জামাই-বৌ, ছেলে, মেয়ে আর বাবা-মা)। কিন্তু তারপর সে যদি বল্ল, আমি আসলে গেস্ট হাউজ বা সামারে অবসর কাটানোর রিসোর্ট বা অন্য কিছু বানাবো। তাইলে আপনার উত্তর কিন্তু ভুল হয়ে গেলো। তাই, আন্দাজে উত্তর দেয়ার আগে, সম্পূরক প্রশ্ন করে, ক্লিয়ার ধারণা নিলে, উত্তর সঠিক হবার চান্স বেশি থাকে। এবং সঠিক প্রশ্ন আগে জিগ্যেস করতে পারাটা অনেক বড় একটা গুন, যেটা অনেক কোম্পানি দেখতে চায়।

.

১৫. অনেক সময় এমন একটা প্রশ্ন করে বসে। যেটা আপনার মনে আসতে আসতেও কেনো জানি আসতেছে না। আরেকটু সময় দরকার চিন্তা করার। তখন কেউ কেউ, Let me think বলে ৩০ সেকেন্ড বা সর্বোচ্চ ১ মিনিট সময় নেয়। কোন অবস্থাতেই তিন-চার মিনিট সময় নেয়া যাবে না। আরেকটা ট্রিকস হচ্ছে, ইন্টারভিউ যে নিতেছে তাকে বলা, Interesting, can you explain little more, এইটা বল্লে, সে যখন এক্সপ্লেইন করবে, চামে আপনি একটু চিন্তা করার এক্সট্রা টাইম পেয়ে গেলেন।

.

১৬. এমন একটা প্রশ্ন করে বসলো, যেটা আপনি জিন্দেগীতে শুনেন নাই। তখন হুট করে, পারিনা বা কনফিডেন্টলি ভুল উত্তর দেয়ার চাইতে। নাম শুনে কিছু একটা ধারণা করতে পারেন। এবং বলে দিবেন, আমি পুরাপুরি শিউর না, তবে আমার মনে হয়, এইরকম কিছু একটা পারে। বা অমুকরে জায়গায় জিগ্যেস করা যেতে পারে। এতে সুবিধা হচ্ছে, আপনি ভুল বল্লেও সেটা আপনার এগিনিস্টে যাবে না। বরং ট্রাই করছেন এবং কোথায় গেলে সল্যুশন পাওয়া যেতে পারে, সেই চেষ্টা করছেন। ওরা জানে, দুনিয়ার সবাই সবকিছু আগে থেকে জানবে না। হাত পা না ঘুটিয়ে একজন চেস্টা করলে সেটা পজিটিভলি নিবে।

---

১৭. টেকনিক্যাল প্রশ্নের পাশাপাশি অনেকগুলা কমন প্রশ্ন জিগ্যেস করে, যেগুলার উত্তর আগে থেকে প্রাকটিস করে নিতে হবে। যেমন, Tell me about yourself (উত্তর প্রথম কমেন্টে), What is your strength, What is your weakness, How do you handle conflict with team member, Tell me a situation when you failed to meet deadline, এরকম আরো অনেকগুলা।

.

১৮. অনেকেই ইন্টারভিউ শুরু করার আগে জিগ্যেস করে, তোমার কোন প্রশ্ন আছে কিনা। আমি সাজেস্ট করি, বলবেন, I do have some questions, I would like to save them for later. আর কি কি প্রশ্ন করবেন সেটা অবশ্যই আগে থেকে সেট করে নিয়ে যাবেন। যদি একাধিক জনের সাথে ইন্টারভিউ থাকে, তবে প্রত্যেককে কমপক্ষে দুইটা করে প্রশ্ন জিগ্যেস করবেন। এবং একই প্রশ্ন একাধিক জনরে জিগ্যেস না করার চেষ্টা করবেন। তবে আমি যেসব প্রশ্ন করার চেষ্টা করি, তারমধ্যে, What makes you excited to come here every day? বা Other than individual efforts how team and company environment helps you to learn and grow? ইত্যাদি। আর টেকনিক্যাল প্রশ্নও করতে পারেন।

.

৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২০ পয়েন্টগুলি দেখার জন্য মন কিরকির করলে, এই লিঙ্কে যান: <http://jhankarmahbub.com/dreamJob/interview.html>

February 12, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152535901566891>)

বাঘ/ ভাল্লুক/ হরিণ শিকার করতে চাইলে, হাতে বন্দুক থাকলেই হবে না, সেটা চালাতেও জানতে হবে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, সবাই সোনার হরিণ পেতে চাই। কিন্তু হরিণ ছানা কই থাকে, কেমনে থাকে, কোন সময়ে গেলে পাওয়া যাবে, তারজন্য পাঁচ মিনিট সময়ও ব্যয় করতে চাইনা। তাই শেষমেশ হরিণ বাদ দিয়ে টিকটিকির ছানা নিয়ে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করা লাগে।

কাঁঠাল কিনতে গেলে আপনি যেমন, সবচেয়ে ভালো কাঁঠালটা কিনতে চান। তেমনি, কোন কোম্পানি হায়ার করার সময় সবচয়ে স্মার্ট কাঁঠালকেই হায়ার করবে। সেই স্মার্ট কাঁঠাল হইতে হইলে -

.

১. আপনাকে ক্লাসের অন্যতম স্মার্ট পারসন হতে হবে। স্মার্ট বলতে চাল্লু বা দুরুন্ধর না বরং ক্লাসের আনঅফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ হইতে হবে। ক্লাস নোট ফটুকপি করে আনলেন সবার জন্য। স্যার বলছে, ক্লাসরুমের প্রজেক্টর ঠিক করার কথা বলতে হবে, আপনি আগ বাড়িয়ে নিজে থেকে করে দিবেন বলছেন। এইরকম খুচরা খাচরা।   
.

২. নিজের স্বার্থ সাইডে রেখে অন্যদের স্বার্থ হালকা একটু দেখলে, নিজের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি উদ্ধার হয়। কারণ, আপনি যদি ক্লাসের পোলাপানরে একটু একটু হেল্প করেন। সেই হেল্পের বদৌলতে, আপনি সবার কাছ থেকে অল্প অল্প উপকার পাইলে, আপনার মোট উপকারের পরিমাণ অন্য সবার চাইতে সবচেয়ে বেশি হবে। ফাও হিসেবে, প্রজেক্টর নষ্ট হইলে কেমনে ঠিক করতে হয় সেটাও শিখে ফেল্লেন। এই রকম অনেক কিছু আপনাকে অনন্য করে তুলবে।

.

৩. পরীক্ষার সাজেশন, ক্লাস বাঙ্ক মারলে, ক্লাস সাসপেন্ড হইলে, ক্লাস টেস্ট পিছালে সবার আগে আপনি জানবেন। সেটা কিন্তু আপনি নিজ গরজে সবারে জানাই দিলেন। কোন ছ্যাঁচড়া এর কাছে বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করে পিকনিকের চাঁদা তুলে আনলেন। এতে সবার উপকার হইলেও আপনার অনেক পিপল হ্যান্ডেল করার স্কিল ডেভেলপ হয়ে যায়। ফাঁকতালে।

.

৪. কোন টিচারের কাছে, কোন টিউশনি আসলে, সবার আগে আপনি জানাবেন। স্যার আপনাকে বলবে, কাউকে জোগাড় করে দিতে হবে। তখন আপনার যদি টিউশনি লাগে। কেল্লা ফতে, প্রথম মাসের অর্ধেক ছাড়াই পেয়ে গেলেন। তার চাইতে বড় উপকার হয়,যখন, কোনো সিনিয়র বা টিচার চাকরি দেয়ার জন্য কাউকে খুঁজে, সেটার খবরও আপনি সবার আগে পাবেন। এখন ঝোপ বুঝে কোপ মেরে, একটু কম দিল দরিয়া হয়ে, নিজের স্বার্থটা সবার আগে হাসিল করতে পারলেন। নিজে খাওয়ার পর এক্সট্রা কিছু থাকলে ক্লাসমেটদের দিবেন।

.

হরিণ শিকারের টার্গেট সেট করতে হবে, স্টুডেন্ট লাইফ থেকে -

.

৫. ধরেন, আপনি ইউনিলিভারে জব করতে চান। তাইলে, ডিপার্টমেন্টে একটা ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করেন। ইউনিলিভারের লোকজনরে ইনভাইট করেন। আপনি যদি অর্গানাইজ করলেন। তাইলে আপনি কিন্তু ওদের সাথে একটা সম্পর্ক শুরু করলেন। তাদের ইনভাইট করতে গেলে। এইভাবে এক দুইবার ইন্টারেকশন হইলে, পরে যখন জব খুঁজা শুরু হবে, তখন তাদের কাছে টিপস চাইবেন। বুদ্ধি চাইবেন। সেটা কিন্তু যেই কেউ হুট করে চাইতে পারবে না। আর চাইলেও রেসপন্স করবে না।

.

৬. ডিপার্টমেন্টের সিনিয়রদের সাথে সবসময় খাতির রাখবেন। তাদের সাথে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করবেন। ভলান্টিয়ার কাজকর্মতে অংশগ্রহণ করবেন। এতে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে। খালি ফিউচারে জব পাওয়ার হেল্প ছাড়াও, আরো অনেক স্কিল ডেভেলপ হবে। নিজের অজান্তেই। যেমন, পাবলিক হ্যান্ডেল, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, নিগোসিয়েশন, প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং, এমনকি গার্ল-ফ্রেন্ডও পেয়ে যেতে পারেন।

.

৭. টিম বা গ্রুপ একটিভিটি গুলো একটু সিরিয়াসলি করতে হবে। একটা সেমিস্টারে অন্তত একটা সাবজেক্ট ভালো করে বুঝতে হবে। বেশি করে পড়তে হবে, এমন কথা নাই। ভালো করে বুঝতে হবে। বা ক্লাস প্রজেক্ট এবং প্রেজেন্টেশনগুলো সিরিয়াসলি দিতে হবে। এতে কমুনিকেশন স্কিল বাড়বে।

.

৮. হিন্দি প্রেম-পিরিতির প্যাঁচাপ্যাচি। বা গরিবি মুভি (গরিবি অর্থে, গরিব অভিনেতা অভিনেত্রী যাদের জামা কাপড় কিনার সামর্থ্য নাই) তাদের মুভি না দেখে , কিছু স্লো ইংলিশ মুভি দেখেন। যাতে ইংরেজি একটু বুঝতে এবং শিখতে পারেন। ইংরেজি ভালো করে বুঝতে এবং কমুনিকেট করতে পারি না বলে, আজকে সন্ধ্যায়ও বসের কাছে ঝাড়ি খাইছি।

.

৯. আগের বছরের সিনিয়র ভাইয়া আপুরা যখন জব ইন্টারভিউ দিবে, তখন কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, সেগুলার কি কি উত্তর দিছে, ওগুলা জেনে, কোথাও লিখে রাখবেন। কারণ, পরের বছর আপনার যখন দরকার পড়বে তখন উনারা এইগুলা ভুলে যাবে এবং হেল্প করার জন্য তাদের টাইম থাকবে না।

.

১০. যে কোম্পানিতে যেতে চান, সেখানে একটা ট্যুর সেট করেন বা ইন্টার্নের ব্যবস্থা করেন। অনেক গঞ্জনা পোহাতে হইলেও, আসল টাইমে জব ইন্টারভিউ দিতে গেলে, অন্যদের চাইতে অনেক আগায় থাকবেন।

.

১১. যদি ইন্টারভিউ এর ডাক পেয়ে যান. তখন কোন একটা জিনিস সম্পর্কে আরো ডিটেল জানতে চাইলে, আপনি সেই লিঙ্ক ধরে ওই কোম্পানিতে ফোন দিতে পারেন। তখন জিগ্যেস করবেন, তখন দেখা যাবে, অনেক সময়, হায়ারিং ম্যানেজারের কাছে, কল ফরওয়ার্ড করে দিছে। আসল জবের প্রশ্ন সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন।

.

১২. এইসব আতলামি এর মাঝে, বসন্ত দিনে একটু হলুদিয়া পাখি দেখতে বের হবেন। ফ্রেন্ডদের সাথে একটু আধটু আড্ডা না মারলে লাইফ ডোঙ্গা হয়ে যাবে।

January 16, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152486177696891>)

যদি প্রোগ্রামিং শিখতে চান,  
ভুলেও ঠিক করবেন না, একজাক্টলি, কি শিখতে চান।   
কত দিনের মধ্যে শিখতে চান।   
কিভাবে শিখতে চান।   
এক সপ্তাহের মধ্যে কতটুকু,   
বা একমাসে কতটুক শেষ করতে হবে,  
প্রতিদিন কয়টা থেকে কয়টা শুধু এইটা নিয়ে থাকবেন   
এক সপ্তাহ বা এক মাস পরে,   
চেক করতে যাবেন না, আসলে কতটুকু ফিনিশ করছেন।   
যে গতিতে আগাচ্ছেন,  
সেটা বাড়াতে হবে কিনা,   
বা যেগুলাতে জটলা পাকিয়ে দিছেন,   
সেই জটলা খোলার জন্য কাউকে জিগ্যেস করতে যাবেন না।   
গুগলে সার্চদিয়ে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না   
কোন গ্রুপে বা ফোরামে একবার পোস্ট দিয়ে   
উত্তর না পাইলে, হালকা চেঞ্জ করে, রি-পোস্ট করবেন না।   
যা শিখছিলেন, সেগুলা মনে আছে কিনা,   
যাচাই করতে যাবেন না।   
.  
.  
বরং ভাবুন, আরে ধুর !!  
আজকে না হইলে, কালকে হবে।   
এই শুক্রবার গেলে, পরের শুক্রবার দেখা যাবে   
সামনেতো হরতাল আরো দিবে   
এত টেনশনের কি আছে?   
জীবনতো পুরাটাই বাকি আছে।   
আজকে প্রিমিয়ার লীগের খেলাটা দেখি,   
কালকে বিকেলে টিউশনি থেকে ফিরে এসেই   
ধুমায়ে শুরু করমু   
(কালকে বিকেলে যে, বৌভাতের দাওয়াত আছে,   
সেটা এখন মনে করার দরকার নাই)  
.  
.  
ভুলেও আপনার লক্ষ্যকে স্পেসিফিক করবেন না।   
পরিমাপ করা যাবে, এমন ছোট ছোট অংশে ভাগ করবেন না।   
দুই দিন পর পর চেক করতে যাবেন না   
বরং ওয়ার্ল্ডকাপের হিস্টরিক্যাল মোমেন্টটা নিজের চোক্ষে দেখেন  
রিলিজের এক সপ্তাহের মধ্যে মুভিটা দেখে, আড্ডায় জ্ঞানী ভাব ধরেন   
.  
.  
এইভাবেই, নিজের সাথে সবচেয়ে বড় দুই নাম্বারীটা চালিয়ে যান।   
.  
.  
অথচ, এক সময় ক্লাসের ফার্স্ট ছিলেন। কোচিং-এর, প্রাইভেটের টিচার অনেক কদর করতো। এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা একটা কিছু করবে বলে, কানাঘুষা করতো। যেদিন থেকে, "অংকগুলো শেষ করে, বাইরে ঘুরতে যাও" বা "হোম ওয়ার্ক শেষ না হইলে, রাতে খাবার নাই" এমন কথাগুলো আম্মু বলা কমিয়ে দিয়েছে, আপনার কম্পিটিটিভ মেন্টালিটি হারিয়ে গিয়েছে।   
.  
.  
এখন সেটা ফিরিয়ে আনতে হইলে, নিজের ভিতরে আম্মুর মতো একজন কে তৈরি করতে। যে, বাইরে বেশি সময় থাকলে, তাগাদা দিয়ে বলবে, তাড়াতাড়ি বাসায় এসো। ধমক দিয়ে বলবে, হাতের কাজটা শেষ করো, তারপরে বন্ধুকে কল ব্যাক করো। এক ঘন্টা ফেইসবুকিং হইছে, এইবার এই চ্যাপ্টার পড়া শেষ করো, তারপর দরকার হইলে আবার ইন্টারনেটে যাও। পারবেন? নিজের ভিতরেই নিজেকে গাইড করার জন্য কাউকে তৈরি করতে? পারবেন নিজের সাথে নিজের দুই নাম্বারীটা কমাতে?

December 27, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152430832086891>)

দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় মিথ্যা -"পড়ালেখা আপনাকে সফল করে তুলবে"  
এইটা যদি সত্যিই হতো, তাইলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডিগ্রীধারী লোকগুলা   
সবচেয়ে বেশি সফল হতো। তা কিন্তু না।   
বরং সফল অনেকেই ঠিকমতো গ্রাজুয়েশনই শেষ করে নাই।   
.  
.  
এই বাজে মিথ্যা আঁকড়ে ধরে রাখার কারণ হচ্ছে, "ভয়"  
থ্রি ইডিয়টসের ভাষায়, "ডিগ্রী না থাকলে, জব পাওয়া যাবে না।  
জব না থাকলে, মেয়ের বাপ মেয়ে দিবে না। ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড দিবে না।   
দুনিয়া রেসপেক্ট দিবে না।"  
.  
.  
আমাদের মুরুব্বিদের কাছে, আমরা কি চাই বা আমাদের কি ভালো লাগে   
তার চাইতে সেইফ হওয়া বেশি ইম্পর্টান্ট   
সেইজন্য মিউজিশিয়ান, আর্টিস্ট, কবি, এডভেঞ্চার বা মাউন্টেন রাইডার   
এমনকি ফেইসবুক সেলিব্রেটি Arif R Hossain টাইপের লোকগুলা   
সবচেয়ে ভালো যে কাজ করতে পারে, সেই কাজের জন্য কোন চাকরি নাই   
ভুল কাজ করে, সংসার চালাতে গিয়ে, লাইফ টাকে সেইফ মুডে রাখতে গিয়ে   
স্বপ্নটাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।   
.  
.  
খুব ছোট বেলায় আপনি হয়তো নাচ ভালো জানতেন   
আপনার আব্বু-আম্মু এসে বলল, "এইবার পড়ালেখায় মনোযোগ দাও"  
হারিয়ে গেলো আপনার ভালো লাগা, ধূলায় মিশে গেলে আপনার স্কিল, স্বপ্ন   
.  
.  
প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পথে ভাবি,   
গুগলে সার্চ মেরে, কোড কপি পেস্ট করতে কি আমি জন্মেছি?   
আবার মাঝে মাঝে ভাবি, যদি নিজেকে আনএডুকেটেড করে  
ফিরে যেতে পারতাম শৈশবে   
স্কুলের ৯৫% অপ্রয়োজনীয় জিনিস শিখে টাইম নষ্ট না করে   
আমার ড্রিমটাকে ফলো করতাম।   
জীবনটাকে সফল করতে পারতাম   
সেইফ থাকতে গিয়েই সবচেয়ে বড় রিস্কে পড়েছি, কারণ   
The biggest risk is to take no risk.

December 13, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152400715486891>)

যারা স্মোক করে, তারা মনে করে,   
আরে দূর, সিগারেট ছেড়ে দেয়া আমার জন্য কোন ব্যপারই না   
যেকোন মুহুর্তে ছেড়ে দিতে পারি,   
আবার স্মোকিং এর অপকারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও   
মনে করে, ওগুলা অন্যদের হবে, আমার কিচ্ছু হবে না   
.  
.  
এই একই কারণে   
পরীক্ষার আগে, পড়াশুনা শুরু না করে, সবসময় মনে করি   
আজকে যাক, কালকে থেকে শুরু করলেই আরামসে শেষ হয়ে যাবে।   
তারমানে, নিজের এভিলিটিকে ওভার ইস্টিমেট করতেছি   
আর কাজটাকে করতেছি, আন্ডার ইস্টিমেট   
.  
.  
তবে এই ক্ষেত্রে, আপনি একা না,  
দুনিয়ার ৭০% মানুষ নিজে যতটা না স্মার্ট, তার চাইতে নিজেকে বেশি স্মার্ট মনে করে  
নিজের যতটুকু স্কিল বা জ্ঞান আছে তার চাইতে নিজেকে বড় পন্ডিত মনে করে   
এইটাকে আমি বলি ইলিউসিভ কনফিডেন্স বা ওভারস্মার্ট সিন্ড্রোম  
.  
.  
তাইলে এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি?  
.  
আপনি দেখবেন ক্লাসের যে ফার্স্ট হয় বা আতেল মার্কা   
সে পুরা সিলেবাস দুইবার রিভিশন দিয়ে এসেও ঘ্যানর ঘ্যানর করতেছে   
কিছু পারতেছিনা। পাশ করমু কিনা ঠিক নাই।   
কোন একটা ম্যাথের দুই লাইন না বুঝলে ছুটে চলে যায়  
অন্যদের কাছে যায় বুঝতে, ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকে,   
আমার অবস্থা খারাপ, পারতেছিনা বলে তার চেষ্টার পরিমান বাড়ায়   
নিজেকে দিয়ে আরো পরিশ্রম করে   
ঘ্যানর ঘ্যানর দিয়ে, নিজের মধ্যে একটা মোটিভেশন ডেভেলপ করে   
এই প্রসেসটাকে বলে, পাওয়ার অফ নেগিটিভ থিঙ্কিং   
.  
.  
এই প্রসেসটা নিয়ে আরেকদিন বলবো   
এখন ঘুম পাচ্ছে, ঘুমাই, টাটা, বাই বাই

December 12, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152399467991891>)

রাস্তায় চলতে গিয়ে আরেকজন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনাকে ধাক্কা দিলে, আপনার কাছে তিনটা অপশন আছে -  
১. গালি দিয়ে কটমট করে তাকাতে পারেন   
২. না দেখার ভান করে, ইগনোর করতে পারেন   
৩. আপনি নিজ থেকে, সরি বলতে পারেন

.

তিন নাম্বারটা বুঝলাম না, ব্রো ?  
.  
অন্যর দোষ হইলেও, আপনি আগ বাড়িয়ে সরি বল্লে আপনার ওয়েটেজ কমবে না।   
বরং তার সরি বলার আগেই আপনি যদি সরি বলেন দেন।   
সেটা শুধু আপনাকে না উনাকেও ভালো মানুষ করে তুলবে।   
সো, don't wait for someone else to say sorry  
.  
.

আপনি যদি জানেন, you have to say sorry to someone  
তাইলে ডোন্ট ওয়েট ফর রাইট টাইম।   
যদি আপনি সবার সামনে ভুল করেন, সরি কিন্তু সবার সামেনই বলবেন   
যত দ্রুত বুঝবেন আপনার ভুল হইছে, তত দ্রুত সরি বলবেন   
চিপা চাপা, আড়াল আবডালের জন্য অপেক্ষা করবেন না।   
.  
.  
কারো কাছে যদি কোন ফিলিংস এক্সপ্রেস করতে হয় বা ইন্টারেস্টেড না, বা NO বলতে হয়   
ত্রিভূজ প্রেম বা রিজেকশন করার ক্ষেত্রে,   
কিন্তু যত দ্রুত করবেন, কষ্ট তত কম হবে   
টেনে টুনে বা ফলস কোন প্রলেপ দিয়ে, বেশি দিন লুকায় রাখতে পারবেন না   
থলের বেড়াল বেরিয়ে যাবেই   
আর যার কষ্ট পাবার সে আরো বেশি কষ্ট পাবে   
সো, কষ্ট যদি দিতে হয়, সত্যি যদি উম্মোচন করতে হয়।   
আগেই করেন।   
এমনকি আপনি কনফিউশনে থাকলে, সেটাই বলেন, কনফিউশনে আছেন।   
honesty and openness will hurt less, trust me   
যত লম্বা রিলেশন থেকে বের হতে চান, দাগ তত বড় থেকে যাবে।   
.  
.  
এই শুনে নব্য কবি চশমার ফাঁকে, "যে যাহারে চায় সে তাহারে পায় না"  
পাশে বসা জুনিয়র সাইন্টিস্ট, "আমিতো কাউরেই চাইনি, তাইলে কি সবারে পাবো"  
পিছন থেকে জনৈকা, "শখ কত"

December 2, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152381357706891>)

“I dream a dream and time goes by  
Hoped high, thought will never die  
I was young and unafraid  
Enjoyed and my time was wasted” - collected and modified

---

দম ফেলার টাইম নাই। এমন একটা ভাব যে, আজরাইল এসে দরজায় নক করলেও বলি, টাইম নাই, পরের সপ্তাহে আইসেন। এইভাবেই দিন গিয়ে রাত আসে, মাস গিয়ে বছর পুরে। স্বপ্নগুলো যায় হারিয়ে, জীবনের চলার বাঁকে। কোনো একটা কাজ করার সখ যদি অনেক স্ট্রং হয়। আপনি যদি ডিটারমাইন্ড হোন তাইলে টাইম বের করার একটা সিম্পল সিস্টেম আছে। এইটাকে আমি বলি, "টপ টেন পিক ওয়ান"। খুবই সিম্পল চারটা স্টেপ।

----

স্টেপ - ১:   
আপনি সপ্তাহের মধ্যে কি কি কাজ করেন সেটার একটা লিস্ট বানায় ফেলেন। কমপক্ষে দশটা, তবে ২০ টা এর বেশি না। এই লিস্টটা মোবাইলে বা ইমেইলে হইলে লিখলে ভালো হয়। আপনি কাগজেও লিখতে পারেন। যা যা মনে আসে, জাস্ট লিখে ফেলেন। যেমন, আমার লিস্ট টা এই রকম -  
১ - ঘুম   
২ - অফিস + যাওয়া আসা   
৩- ফ্যামিলি + পার্সোনাল ম্যাটার্স   
৪- ব্লগ বা টিউটোরিয়াল দেখা   
৫- পিএইচডি স্টাডি   
৬- ফেবু: স্টাটাস লিখা   
৭ - ফেবু: হোম পেইজ বা মাইনসের প্রোফাইল ঘাটাঘাটি *smile emoticon*  
৮- ফেবু: পোস্টিং, কমেন্টিং, চ্যাটিং, ব্লা ব্লা ব্লা   
৯ - টিউটরিয়াল, পার্সোনাল ওয়েবসাইট  
১০ - জিম   
১১ - পাবলিক স্পিকিং মেটেরিয়ালস   
১২ - আড্ডা, ফ্রেন্ডশিপ মেইনটেইন, খাজুইরা আলাপ   
১৩ - ইউটিউবিং + বিগ ব্যাং থিওরী  
১৪ - রান্না + খাওয়া + বাথরুম   
১৫ - পিং পং খেলা

---

স্টেপ-২:   
উপরের লিস্টের প্রত্যেক আইটেমের পাশে সপ্তাহে মোটামুটি কত টাইম স্পেন্ড করেন, সেটা লিখেন। একদম একজাক্ট হইতে হবে এমন কোন কথা নাই। এক সপ্তাহে মোট ১৬৮ ঘন্টা। মোটামুটি ১৫০ ঘন্টা মিললেই হবে।

---

স্টেপ-৩: এখন এইখান থেকে যে কোনো একটা কাজ বাদ দিতে হবে অথবা কোন একটা কাজের টাইম কমাইতে হবে। সেটারে বের করেন। এবং নেস্কট কয়েকদিন ঐটা বন্ধ বা ঐটার টাইম লিমিটের মধ্যে আনতে হবে। এবং এই সময়ে আপনার সখের কাজটা করবেন।

---

স্টেপ -৪: মোবাইলে এলার্ম সেট করেন। এক সপ্তাহ পরে আপনাকে এলার্ম দিবে, "ফেবু কমিয়ে দ্যাট জেএস ডুড - করছিস তো?" তারমানে, এক সপ্তাহ পরে আপনি চেক করবেন, যেই কাজটা বাদ দিতে চাইসেন সেটা বাদ বা কমাইছেন কিনা। এবং সখের যে কাজটা করতে চাচ্ছেন সেটা হইসে কিনা। যদি না হয় তাইলে আবার নতুন করে লিস্ট লিখেন। এবং এলার্ম সেট করনে। আলসেমি করে পুরান লিস্ট কপি পেস্ট করলে লাভ হবে না। আপনি যে যে ফালতু কাজ করে টাইম নষ্ট করতেছেন, সেটা বার বার লিখলে, নিজের কাছে নিজের লজ্জাটা বাড়াতে হবে। এতে ছেড়ে দেয়ার জন্য আরো সিরিয়াস হবেন। কপি পেস্টের সেই ক্ষমতা নাই।

---

ফার্স্ট স্টেপে, আপনি জাস্ট নিজেকে বুঝার চেষ্টা করতেছেন। ইন রিয়ালিটি, হু ইউ আর। উচিত, অনুচিতের কোনো বালাই নাই। সেকেন্ড স্টেপটা, খুবই ইম্পর্টান্ট, প্রত্যেকটা কাজের টাইম লিখতে গেলে আপনার চোখ খুলে যাবে, আপনি নিজের কাছে নিজেকে ধরা দিয়ে, কোন একটা কাজ করা ঠিক না বেঠিক। বা কতটুকু করা ঠিক। থার্ড স্টেপ, মেইক এ প্রমিজ। আই উইল ডু ইট। আর ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে, পিছলা পাব্লিকদের ছাই দিয়ে ধরার জন্য। যদি সিরিয়াসলি মন থেকে চেষ্টা করেন, আপনি ঠিকই পারবেন। আর না হইলে, আপনার নাম বদলাই, নাম রেখে দিবো।

সেটাও না পারলে, আরামসে প্রিমিয়ার লীগ, ক্রিকেট খেলা দেখা, ম্যারাথন গেইম অফ থ্রোন, একটানা মুভি, আনলিমিটেড ফেইসবুকিং, বাসের মধ্যে-ট্রাফিক জ্যামে ঝিমাইতে থাকেন। আর ছয়মাস পরে এক ঘন্টা গাই-গুই, প্যানর-প্যানর, ক্যা-কু করে স্টেটাস দ্যান, "পারিলাম না, পারিলাম না তো কিছুতেই, ওগো নিরুপমা"।

November 26, 2014 ইন্টারভিউ প্রশ্নের উত্তর -১

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152371942566891>)

ইন্টারভিউতে সবচেয়ে কমন এবং প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, "টেল মি এবাউট ইউরসেল্ফ"

এইটা একটা ওপেন কোশ্চেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে, তালগোল পাকিয়ে, যা খুশি বলতে পারেন। যেমন, "আমি কামব্রিয়ান কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে ২০০৯ সালে নর্থ সাউথ উনিভার্সিটিতে বিবিএ তে ভর্তি হই। বিবিএ শেষ করে ভালো একটা জব খুজতেছি। তার আগে নর্থ সাউথে থাকার সময় আমি প্রাইম ব্যাঙ্কে ইন্টার্ন করেছি। স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় একটা কল সেন্টারে পার্ট টাইম কাজ করেছি। এছাড়াও আমাদের অনেক ক্লাস প্রজেক্টে কাজ ছিলো। কয়েকটা ক্লাস প্রজেক্টে, আমি প্রজেক্ট লিডারও ছিলাম। ফ্যামিলির সাথে ধানমন্ডিতে থাকি আর ট্রাভেল করতে খুবই পছন্দ করি।"

---

খুবই ইনোসেন্ট আর বাস্তবিক হইলেও পুরাই ফকিরা মার্কা একটা এনসার। কারণ ঐ ব্যাটা, এড মিহ করার জন্য এই প্রশ্ন করে নাই। বরং সে যেটা শুনতে চাইসে, সেটা হচ্ছে, আপনার কি কি স্কিল, এক্সপেরিয়েন্স বা ইন্টারেস্ট আছে, যেগুলা দিয়ে আপনি এই জবের কাজগুলা উল্টায় ফেলতে পারবেন। তাইলে সে বুঝতে পারবে অন্যদের চাইতে আপনি কতটুকু আগায় আছেন। আপনি কই থাকেন, ফুচকা, ফালুদা না ফ্রুটিকা গিলেন, সেটা জেনে ওই ব্যাটার কোন লাভ নাই। এছাড়াও কল সেন্টার, ক্লাস প্রজেক্ট এমনকি প্রাইম ব্যাঙ্কের ইন্টার্ন, সেগুলাতে যাওয়া আসা কইরা খালি চেহারা দেখাইয়া বেতন তুলছেন নাকি এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু করে দেখাইছেন। তাও কিন্তু বলেন নাই। আপনি যদি বাজারে তরমুজ কিনতে চান। সবগুলা থেকে, আপনার বাজেট অনুযায়ী সবচেয়ে ভালোটা কিনবেন। চাকরির জন্য প্রার্থী বাছাইও একই রকম। বেস্ট ক্যান্ডিডেট কেই হায়ার করবে ওরা ।

---

তাই স্মার্টলি আকাজের বক বক না করে, ইফেক্টিভ উত্তর দিতে হইলে কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে -

১. উত্তর হইতে হবে দেড় বা সর্বোচ্চ দুই মিনিটের। ছাগল বা মহিষের রচনা শুনার টাইম বা ইন্টারেস্ট ওদের নাই।

২. এইটার উত্তর অবশ্যই আগে থেকে ঠিক করে, কমপক্ষে ১০ বার প্রাকটিস করে আসতে হবে

৩. আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা বা তিনটা এচিভমেন্ট চিন্তা করে করে বের করতে হবে। এই এচিভমেন্ট গুলো অবশ্যই যেই জবের ইন্টারভিউ দিতে আসছেন সেটার সাথে রিলেটেড হইতে হবে। হতে পারে টেকনিক্যাল এচিভমেন্ট বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা লিডারশীপ রিলেটেড। আর ডাইরেক্টলি রিলেটেড না থাকলেও ঘুরায় প্যাঁচায়, ভাজ মেরে রিলেটেড বানাতে হবে। কারণ কোন একটা স্কিল বা অর্জন বা কোয়ালিটির কথা বললেন, যেটা শুনে, যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে, সে যাতে ওই স্কিলটা, তার কোম্পানিতে কাজে লাগবে মনে করে। সে সেটা মনে না করলে, ওই স্কিলের কথা বলে লাভ নাই।

৪. রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কথা না বলে এচিভমেন্ট নিয়ে কথা বলুন। রেসপন্সিবিলিটিকে কখনো হাইলাইট করবেন না। যেমন, আমি ক্লাস প্রজেক্টের লিডার ছিলাম বলার দর্কার নাই। বরং লিডার, এমনকি গ্রুপ মেম্বার হয়ে আপনি কি ছিড়ে উল্টায় ফালাইছেন সেটা নিয়ে কথা বলেন। আর ঐটা মেজারেবল হইলে খুবই ভালো হয়।

৫. আপনি কোন ভার্সিটি বা কোন সাবজেক্টে পড়াশুনা করছেন সেটা বলার দরকার নাই। সেটা ওরা জানে, আপনার সিভি দেখে।

৬. যদিও মুখস্ত করা থেকে উত্তর দিবেন, তারপরেও উত্তর দেয়ার সময় হালকা আমতা আমতা করবেন। এমন একটা ভাব যে, আপনি এখন চিন্তা করে বলতেছেন। খুব বেশি আমতা করতে যাবেন না তাইলে চাইলে-ডাইলে খিচুড়ি বানায় ফেলার চান্স আছে।

--

আগের উত্তর মোটামুটি এই রকম হতে পারে - "ব্যাঙ্কের বিজনেস এবং কাস্টমার সার্ভিস আমার কাছে খুবই ইন্টারেষ্টিং এবং চ্যালেন্জিং লাগে। তাই প্রাইম ব্যাঙ্কের বাড্ডা ব্রাঞ্চে ইন্টার্ন করার সময়, তাদের কাস্টমার সার্ভিসে কয়েকটা পরিবর্তন এনে এভারেজ সার্ভিস টাইম ১০% কমায় ফেলছি। আর স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায়, আমি তিন বছর মোবাইল কোম্পানির কল সেন্টারে পার্ট টাইম কাজ করে, বিভিন্ন লেভেলের কাস্টমার হ্যান্ডেল করার স্কিল অর্জন করি। এছাড়াও আমার রেসপনসিবিলিটির বাইরে আমি, কল সেন্টারের সফটওয়ারের কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাজেস্ট করি। সেটা ইম্পিলেম্ন্ট করার পর কল-ড্রপ ২৩% কমে যায় এবং এভারেজ ওয়েটিং টাইম ২ মিনিটের নীচে চলে আসে। আপনি চাইলে আমি এইটা বা প্রাইম ব্যাঙ্কের ইন্টার্ন নিয়ে ডিটেল বলতে পারি"

---

দ্যাখেন, এই উত্তরটাতে কয়েকটা চমৎকার জিনিস, যেমন এচিভমেন্ট, সেটাও মেজারেবল। কোয়ান্টিফাই করা যাবে। এবং বুঝাই দিছে যে, সে কাস্টমার হ্যান্ডেল করতে ওস্তাদ এবং সেটা একটা চাল্লেঞ্জ হিসেবে নিছে। তার নিজস্ব কাজের রেস্পন্সিভিলিটির বাইরে গিয়েও অফিসের প্রসেস ইমপ্রুভ করতে সদা জাগ্রত (আজাইরা ভাবস)। যে লোক ইন্টারভিউ নিচ্ছে, সে এই উত্তর শুনার পর, এই ছোকরার বিষয়ে পজিটিভ ধারণা হয়ে যাবে। এবং চাইলে সে আরো ডিটেল জানতে চাইতে পারে। আচ্ছা, প্রাইম ব্যাঙ্কে তুমি কি কি পরিবর্তন করছিলা। কেনো করছিলা। ম্যানেজমেন্টকে সেগুলা কিভাবে প্রেজেন্ট করছিলা, কিভাবে রাজি করায়ছিলা। ওদের কি কি কনসার্ন ছিলো। আরোও বেশি করতে দিলে তুমি কি করতা। ব্যাঙ্কের অন্য ইম্প্লয়ীরা এই পরিবর্তনগুলারে কিভাবে নিছে (চেইঞ্জ ম্যানেজমেন্ট), ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐগুলার উত্তর যাতে ভালোয় ভালোয় দিতে পারেন, সেই হোম ওয়ার্ক মাস্ট করে যাবেন।

---

btw, এচিভমেন্ট না থাকলে, একটিভিট (মেজারেবল আউটপুট বাদ দিয়ে), ইন্টারেস্ট, প্যাশন, অন্যান্য স্কিল লাইক প্রবলেম সলভার, কুইক লার্নার, ওয়ার্কিং আন্ডার প্রেসার। এই রকম গুলা দশেক বাজ ওয়ার্ড থেকে ৪-৫ টা মেরে দিলেই খুশিতে গদগদ করবে।

---

চাকরির ইন্টারভিউ পাচ্ছেন না। চিন্তা করার কোন কারণ নাই। কারো সাথে লাইন মারতে গেলেও, টেল মি এবাউট ইউরসেল্ফ স্টাইলে প্রিপারেশন নিতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার উত্তর জব ডেসক্রিপশনের সাথে অর্থাৎ ফিউচার গার্ল ফ্রেন্ডের ড্রিম বয়ের সাথে মিলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, আমি দই-বড়া খাইতে, সারা রাত জাগতে, ২৪ ঘন্টা ফোনে কথা বলতে, বৃষ্টির দিনে রিক্সার হুড তুলে দিয়ে ঘুরতে, অন্য মেয়েদের প্রোফাইল চেক না করতে, খুবই পছন্দ করি। তবে, সাবধান, এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আপনার স্কিল বা অভিজ্ঞতা থাকলে, চেপে গিয়ে সুর করে বলেন, "জানটু, মানটু, ফানটু, ইউ আর মাই ফার্স্ট লাভ, টু টু"

October 17, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152306047601891>)

এক ডজন টিপস টু সেইভ টাইম (পার্ট - ১)

সকালবেলা আপনারে ৫ বার এলার্ম, চারবার গলা ধাক্কা, পাশের বাসার পিচ্চির আর্তচিৎকার, রাস্তার গাড়ির হর্ন, কোনটাই টেনে তুলতে পারে না। এপাশ ওপাশ করে আরো ৫ মিনিট শুয়ে থাকার আশায়, পঞ্চাশ মিনিট সাবাড় করে ফেলেন, হরহামেশাই। অফিসে গিয়া ডেইলি তিনখান আষাড়ে গল্প পয়দা করলেও বস বাবারে বিশ্বাস করাইতে পারেন না। শীতল গলায় ঝাড়ি শুনতে হয়, অলরেডি দুইদিন লেইট করে আসছেন। মাসে তিন দিনের বেশী দেরী করে আসলে কিন্ত একদিনের সেলারি কাটা যাবে, মনে আছে *tongue emoticon*

---

প্রতিদিন সকালে সময় বাচতে চাইলে আপনি নিচের টিপসগুলো দেখতে পারেন -

---

১. প্রথম কাজ হচ্ছে, সকালের দিকে, ঘুম ভাঙ্গলে সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে যাইতে হবে। গড়িমসি করে, এপাশ - ওপাশ করলে হবে না। আর এলার্ম কখনই বালিশের বা বেডের কাছে রাখবেন না। একদম রুমের অন্য এক কোনায় রাখবেন। যাতে উঠে গিয়ে বন্ধ করতে হয়। এলার্ম খুজতে যাওয়ার পথে অন্য জিনিস রেখে দিবেন। যাতে উষ্ঠা খেয়ে ঘুমের আমেজ কেটে যায়। আসলে, আমরা তিন কাঠি সরেস, এলার্ম বাজা শুরু হইলে, এলার্মের তালে তালে আরে বেশি ঘুমাই। এর জন্য মূল কারণ হচ্ছে রাত জেগে প্রিমিয়ার লীগের খেলা দেখা। সেটা ছাইড়া দিয়া, ঠিক সময়ে ঘুমান। দেখবেন এলার্ম লাগবে না। সঠিক সময়েই উঠে যাবেন।

------------  
বাথরুম   
-----------  
২. বাথরুম করা আর দাত মাজা আলাদা আলাদা সময়ে করার দরকার নাই। দুই কাজ আপনি ইজিলি একসাথে করতে পারেন। শুনতে ইয়াক মার্কা শুনালেও, একটা ব্যাপার আছে কিন্তু। টুথ পেস্টের ফেনা বেসিনে গিয়ে ফেলাতে না পারলে কমোডের মধ্যে ফেলায় দেন। কেউ তো দেখতেছে না। একটু পরেই তো ফ্ল্যাশ হয়ে যাচ্ছে।

---

৩. প্রতিদিন সেইভ করার দর্কার নাই। ৪/৫ দিন পর পর করেন। বেস্ট হচ্ছে দাড়ি রেখে দেন। প্রতিদিন সেইভ করতে যদি ৪ মিনিট সময় লাগে আর আপনি যদি ২২ বছর বয়স থেকে, এক দিন পর পর সেইভ করা শুরু করেন, ৬০ বছর পর্যন্ত আপনি সেইভ করতে কত টাইম নষ্ট করছেন। ক্যালকুলেটর চাপেন। অবশ্য, ৬০ বছর বয়সে, মরনের চিন্তা শুরু হলে, দাড়ি আর কাটা পড়ে না। তবে, কারা জানি রিসার্চ করে বের করছে, হাল্কা দাড়ি রাখলে সেক্সি লাগে। আর ধর্মীয় কারণে, ইয়াং বয়সেই দাড়ি রাখলে, আপনি ধর্মও পালন করছেন আর সময়ও বাচাচ্ছেন, আপনাকে সালাম।

---

৪. আরামসে ধীরে সুস্থে সঙ্গীত সাধনা করতে করতে গোসল করার কি দরকার। কুইক শাওয়ার বা কাক ভেজা করবেন। আর সামগ্রিকভাবে পানি ও সময় বাঁচাতে চাইলে, save water, shower together মেথডও আছে। আর খাচ্চর মার্কা হইলে প্রতিদিন না করে, একদিন পরপর বা সপ্তাহে একদিন গোসল করে বাকি দিনগুলিতে বডি স্প্রে ব্যবহার সামাল দিতে পারেন। তবে, ডেইট ডুইট থাকলে, প্রয়োজনে, প্রতিঘন্টায় গোসল করবেন। বাসায় পানি না থাকলে, মাম পানি কিনে আনবেন।

---

৫. সকালে বাথরুমে রেডি হইতে হইতে (ব্রাশ, সেইভ, শাওয়ার) দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলার লিস্ট বানায়, প্রিভিউ করে ফেলেন। প্রায়রিটি সেট করেন। আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকলে, আকাজ-কুকাজ নিয়ে চিন্তা করেন। বাথরুম হচ্ছে চিন্তা ভাবনার শ্রেষ্ঠ জায়গা।আর যদি কোনো কাগজপত্র জিনিসপত্র অফিসে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় সেটা আগের দিন রাত্রেই অফিসের বা স্কুলের ব্যাগে ঢুকায় ফেলেন। তাইলে সকালে উঠে এরে ওরে জিগ্যেস করে টাইম নষ্ট হবে না, তাড়াহুড়ার মাঝে ভুলে যাওয়ার চান্সও থাকবে না।

---

৬. চুল মিনি-মিনি করে রাখবেন। চুল শুকাইতে বা ভেজা চুলের উপ্রে গামছা ঘষতে টাইম কম লাগবে না। এক্সট্রা বেনিফিট, চিরুনি লাগবে না। জেল লাগবে না। চরম এক্সট্রা বেনিফিট হচ্ছে মাসে মাসে চুল কাটাইতে যাইতে হবে না। ফাও বেনিফিট হচ্ছে, স্কুলের টিচার যদি কানের পিছনের চুল ধরে টান দেয়ার স্বভাব থাকে, তাইলে সুবিধে করে উঠতে পারবে না। একদিন পর পর শ্যাম্পু করার কি দরকার। সপ্তাহে একদিন করেন। ভালো হয় যদি, যখন চুল কাটাবেন তখন করবেন। টাইম বাচবে অনেক ফলফ্রুটও বাচবে। কারণ, কে জানি বলছিলো, "There are more fruits in rich man's shampoo than poor man's plate " মাজারে মান্নত করেন যাতে দ্রুত আবুল হায়াত হয়ে যেতে পারেন। এক্সট্রা সময়ে গিজগিজ করবে।

-----------  
জামাকাপড়   
------------  
৭. নেভি ব্লু বা ব্ল্যাক কালারের জামাকাপড় কিনবেন। ভুলেও সাদা বা অফহোয়াইট কিনবেন না। কারণ খুবই সিম্পল, নেভি ব্লু বা কালো কাপড় সহজেই ময়লা হয় না বা ময়লা হইলেও বুঝা যায় না। আর হালকা গন্ধ হইলে, ব্যাকআপ প্ল্যান হিসেবে পারফিউম তো আছেই। আপনি যদি, পলোশার্ট (কলার ওয়ালা গেঞ্জির) ভিত্রে আরেকটা টি শার্ট (কলার ছাড়া) ব্যবহার করেন। তাইলে, এইগুলা আলাদা আলাদা করে রাখার কোনো দরকার নাই। পলো শার্টের ভিতরে টি শার্ট আগে থেকেই ঢুকাই রাখেন। এই দুইটা একসাথে ঝুলায় রাখবেন, একসাথে গায়ে দিবেন, এক সাথে ধুইবেন। শীতকালে যদি জ্যাকেটও পড়া লাগে। তাইলে জ্যাকেটসহ তিনটা একসাথে রাখবেন, একসাথে পড়বেন অনেক অনেক টাইম বেচে যাবে। আর, পলোশার্ট আর টি শার্টের জোড়াগুলা, আপনার ক্লোজেটে, হাঙ্গারে ঝুলায় রাখবেন। প্রতিদিন সকালে, বাম পাশ থেকে একজোড়া নিয়ে, দিন শেষে ফিরে এসে, ডানপাশে রাখবেন। তাইলে, একটা চক্রাকারে টিশার্টেরগুচ্ছ গুলা ব্যবহৃত হবে, লন্ড্রি করতে বাধ্য হবার আগ পর্যন্ত। আর সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে হয় না, আজকে কি পড়ব। তবে, কয়েকটা স্পেশাল জিন্স আর টি শার্ট আলাদা করে রাখবেন। কারো সাথে লাইন মারার টাইমে ঐগুলা পরে যাবেন।

---

৮. জিন্স কিনার সময়, ঐসব জিন্স কিনবেন যেগুলাতে কাপড়ের বেল্ট লাগানো আছে। এই বেল্ট কোনোদিন জিন্স থেকে খুলেবেন না। আর নিজের কোমরের চাইতে হাল্কায়ে বড় জিন্স কিনবেন। জাস্ট পরিধান করে, বেল্ট টাইট করে দিবেন। প্যান্টের সাথে বেল্ট লাগানো অবস্থাতেই লন্ড্রি। জিন্স নিচে ফোল্ড করার দর্কার হইলে, সেপ্রতিদিন ফোল্ড - আনফোল্ড করার দর্কার নাই। একবার সেট করবেন, ছয় মাস চলতে থাকবে।

---

৯. কেডস বা রানিং সু এর ফিতা বেশি টাইট করে লাগাবেন না। এমনভাবে লাগাবেন, যাতে সহজেই পা ভিতরে ঢুকায় ফেলা যায় আবার বের করে ফেলা যায়। কিন্তু ফিতা বাধার কোনো ঝামেলা নাই। প্রতিদিন ফিতা লাগাইতে কি পরিমান টাইম নষ্ট হয় চিন্তা করলেই গা শিউরে উঠে। আর কমপক্ষে ৩০ জোড়া মোজা রাখবেন, যাতে তিনমাস পর লন্ড্রি করতে গেলেও, পরিষ্কার মুজার অভাব না হয়।

----------------  
অফিসে দে-দৌড়  
----------------

১০. অফিসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন। ভালো হয়, যদি ওয়াকিং বা সাইক্লিং ডিসটেন্সে থাকতে পারেন। তাইলে গাড়ি বের করা, বাসের পিছনে ছোটা, সিএনজি ওয়ালারে তোষামোধ করা লাগে না। আর আপনার বাসা যেই এলাকায়, সেই এলাকায় যদি কোনো গাড়িওয়ালা কলিগের বাসা থাকে, তাইলে, প্রতিদিন পাচটার সময় তার তবিয়তের খবর নিতে যাবেন। এবং গল্প করতে করতে অফিস থেকে বের হয়ে যাবেন। ব্যস ফ্রি ফ্রি বাসায় ফেরার রাইড হয়ে গেলো। বাসায় নামায় দেবার পর থাঙ্কু দিয়ে, পরেরদিন সকালে কখন বের হবে জেনে নেন। চেষ্টা করবেন কোনো বাসার নীচতলার বা একতলায় থাকতে। তাইলে লিফটে বা সিড়ি বেয়ে উঠতে নামতে প্রচুর সময় বেচে যাবে। আর যদি একান্তই সিড়ি বেয়ে উঠা নামা করা লাগে, তাইলে দুই তিন সিড়ি একসাথে উঠবেন বা নামবেন। একটা একটা করে নামার দর্কার কি? তবে তিন বা চার সিড়ি একসাথে নামলে, সিড়ির মধ্যে পা, সিড়ির প্যারালাল দিবেন (সিড়ি বরারব), তাইলে আপনার শরীরের ভার কন্ট্রোল করা ইজি হবে।

----

১১. আর যদি বাসে করে যেতেই হয়, তবে, হা করে পাশের সীটের তরুনীর দিকে না তাকিয়ে বা তার ফেইসবুক আইডি বাগানোর চেষ্টা না করে, কম প্রয়োজনীয় ফোন গুলো সেরে ফেলেন। বা বিডি জবসের সাইটে গিয়ে কি কি জবে এপ্লাই করবেন সেটার শর্টলিস্ট করে ফেলেন। বা বসকে বেতন বাড়ানোর কথা কিভাবে বলবেন, সেটা চিন্তা করে, রিহার্স করে ফেলেন। না হইলে গার্লফ্রেন্ডের ক্লাসের হোমওয়ার্কের কাজটা বাসেই সেরে ফেলতে পারেন। সম্পর্ক রাখতে গেলে, একটু আধটু হেল্পতো করতেই হবে। নাকি ?

---

১২. বাসায় নাস্তা না করে, অফিসে নাস্তা নিয়ে এসে কাজ করতে করতে নাস্তা করেন। তাইলে নাস্তা খাওয়ার টাইমেও টাকা রোজগার হবে। আমিতো মাঝখানে, সময় বাচাইতে গিয়া সকালে নাস্তা খাওয়ায় ছাইড়া দিছিলাম। প্রায় দুই বছর। তারপর বন্ধুরা গ্যাস্টিক আলসার হবে ভয় দেখিয়ে আবার লাইনে আনছে। তাই সাধারনত অফিসের ফ্রি একগ্লাস দুধ, একখান কলা আর মন চাইলে একটু ওটমিল খেয়ে ফেলি।

----

এখানে সময় বাঁচানোর খুব সিম্পল তিনটা স্ট্রাটেজির কথা বলেছি। নিত্যদিনের কাজ কর্মের উদাহরণ দিয়ে। এই তিনটা স্ট্রাটেজি হচ্ছে - এলিমিনেশন, রিডাকশন, প্যারালালাইজেশন। যেমন, প্রতিদিন জুতার ফিতা আটকানোর কাজটাকে এলিমিনেট করা হইছে। প্যান্টের সাথে বেল্ট রেখে দিয়ে, প্যান্ট পড়ার টাইম রিডিউস করা হইছে আর বাসে যাইতে যাইতে প্রয়োজনীয় ফোনের আলাপগুলো সেরে ফেলাটা হচ্ছে প্যারালালাইজেশন।

এইটাতো শুধু সকালের টাইম বাঁচানোর উপায়। পুরা দিনতো এখনো বাকি এইবার, ফুটেন। এত লম্বা লেখা পড়ে টাইম নষ্ট করেন। আপ্নার খাইয়া দাইয়া কাজ কাম নাই।

September 25, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152260368456891>)

Higher study in USA. এক ডজন টিপস। (অনেক বড় লেখা, টাইম না থাক্লে ট্রেলার দেখে, DGM)

----------  
Trailer::  
----------  
USA তে higher স্টাডি করার জন্য করার জন্য মোটামুটি দেড় বছর আগ থেকে চিন্তা ফিকির শুরু করা লাগে। কমপক্ষে এক বছর সময় হইলে হাফঝাপ মেরে পার পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে, GRE, TOEFL এর প্রিপারেশন নেয়া। পরীক্ষার ডেট ফিক্স করা। স্কোর ঠিক মত যেনো আসে তারজন্য মান্নত করা। প্রফেসরদের ইমেইল দিতে হবে ফান্ডের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা। কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে এপ্লাই করবেন সেটা ঠিক করতে হবে। তারপর এপ্লাই করা, এপ্লিকেশন ফি দেয়া। এক এক জায়গায় এপ্লাই করতেই ৪/৫ ঘন্টা নাই হয়ে যায়। কাগজ পত্র, SOP, টেস্টের স্কোর পাঠানো। এডমিশন হইলে, ফান্ডের খোজ। তারপর I-20 এর জন্য অপেক্ষা। সেটা পাইলে সায়মন সেন্টারে ভিসার জন্য ইন্টারভিউ ডেট নেয়া। তারপর ভিসা ইন্টারভিউ দিয়া, সিকিউরিটি চেক খাইয়া, ডেইলি দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়া। তারপর ভিসা পাইলে, টিকেট কেটে, বঙ্গবাজারের টিশার্ট কিনে, সিএনজিতে করে এয়ারপোর্ট আসা। তারপর মালেশিয়ান এয়ারলাইন্স করে উড়াল দেয়া।

---

ইয়ে তো স্রেফ ট্রেলার হে, পিকচার আভি বাকি হে মেরা দোস্ত। হুদাই না, ইচ্ছা কৈরাই ভয় লাগাইলাম। আমি কারণ ভয় লাগাইলে পুচকাগুলা উল্টা পথে দৌড় দেয়, চুচকাগুলা গলাবাজি করে আর মুচকাগুলা আরো সাহস নিয়ে, চ্যালেঞ্জনিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। আপনি পুচকা, চুচকা, মুচকা বা মিচকা শেষপর্যন্ত কিচকা হবেন, সেটার সিদ্ধান্ত আপনি নিবেন আর সেই অনুযায়ী ফলও পাবেন।

--------  
Movie:  
--------

১. সবার আগে ঠিক করতে হবে, আপনি কি মাস্টার্স করতে চান না পিএইচডি। ডিগ্রীর নাম ভাঙ্গাইয়া আপনি কি করতে চান? আপনার লক্ষ্য যদি ফকির মার্কা হইলেও একটা চাকরি করা, তাইলে খালি মাস্টার্স হইলেই চলবে। আবার আপনি যদি কর্পোরেটে রিসার্চার হিসেবে জব করতে চান, তাইলে পিএইচডি লাগবে। আপনি ফ্যাকাল্টি হইতে হলে পিএইচডি মাস্ট লাগবে। আর ফ্যাকাল্টি হইতে হলে, কত ভালো ভার্সিটি থেকে পিএইচডি করছেন আর রিসার্চ কিরাম পদের হইছে সেটার উপর অনেক নির্ভর করবে। তবে ফ্যাকাল্টি পজিশন পাওয়া টাফ। ফ্যাকাল্টি পজিশনে যাবার জন্য অনেকেই পোস্টডক (পিএইচডি করার পর রিসার্চার হিসেবে) করে। অনেক ফ্যাকাল্টি জবের জন্য পোস্টডক এক্সপেরিয়েন্স মাস্ট। কারণ ফ্যাকাল্টি পজিশন ওপেন হয় সাধারনত কেউ মারা গেলে। আর পিএইচডি করে তিন প্রকারের লোক। প্রথম প্রকার হচ্ছে, যারা মাস্টার্স করে চাকরি পাচ্ছে না, তাই পিএইচডি করে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যারা মাস্টার্স এর জন্য ফান্ডিং জোগার করতে ব্যর্থ হইয়া পিএইচডি ফান্ড পাইয়া, অগত্যা জ্ঞান হাছিল করতেছে। আর তৃতীয় প্রকারের উচ্চবংশীয় আতেল, জিনার সখ কৈরা ঝাপ মারছে, জ্ঞানের সাগরে।

---

২. GRE টা ভালো করে দেয়া উচিত, যদি আপনি ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান বা আপনার GPA খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে অনেকেই ছয় মাস/এক বছর ধরে পড়ে। কেউ আন্ডারগ্র্যাড এর ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে। কোনটাই সুবিধে না করতে পারলে, পকেটের কিছু টেকা কোনো কোচিং সেন্টারকে দিয়ে বাধিত হোন। হাল্কা চাল্লু হলে, শিক্ষক ডট কমে একটা কোর্স আসে GRE এর উপ্রে সেটা দেখতে পারেন। আর আমার মতো গাধা হইলে, barrons হাই ফ্রিকোয়েন্সি ৩৩৩ টা ওয়ার্ড পড়ে সুবিধে না করতে পেরে বুদ্ধি বের করবেন। আমার বুদ্ধি ছিলো এনালজি, ফিল ইন দ্যা গেপ যাই কোশ্চেন আসুক না কেনো। যেদুইটা answer সঠিক বলে মনে হয়, সেই দুইটা বাদ দিয়ে অন্য দুইটা থেকে একটা বেছে উত্তর দেয়া। কম্প্রীহেনসন আমার মত দ্রুত কেউ উত্তর দিতে পারছে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমি essay পড়িই নাই। সেই করে ৩৪০ পাইছি ৮০০ এর মধ্যে। তার আগে কতগুলা মডেল টেস্টে ২৮০ ম্যাক্সিমাম পাইছিলাম। টিউশনি আর কোচিং সেন্টারের জোড়ে ম্যাথে ৮০০ তে ৮০০ পাইয়া কোনো রকমে বাইচ্চা গেছি গা।

---

৩. GRE, TOEFL বা IELTS দেয়ার পাশাপাশি আপনাকে ইউনিভার্সিটি ঠিক করতে হবে। সেটা হবে, প্রফেসরের সাথে মেইলে তেলানোর মাধ্যেমে। আপনারে বুঝাইতে হবে, আপনি হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, রিসার্স এর চৌদ্দ গোষ্টি উদ্ধার করেঙ্গা টাইপ। সেক্ষেত্রে আপনার পজিটিভ দিকগুলা তুলে ধরতে হবে আর নেগেটিভ দিকগুলা এর জন্য একটা explanation বলতে হবে। এক মেইলেই সব বলতে যাবেন না। বরং কোনো ছোট্ট সুন্দর, চুইট টাইপ একটা লেখা লিখেন, প্রফেসরের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড, পাব্লিকেশন আর আপনার ইন্টারেস্ট নিয়া। ইমেইলের সুন্দর একটা সাবজেক্ট দিতে হবে। সাবজেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি নিজেও, সাবজেক্ট দেখে বিচার করেন, কোনো ইমেইল পড়বেন কি, পড়বেন না। আমার ধারণা, এই দেশের দুপুর বেলায় মেইল দিলে পড়ার চান্স বেশি থাকে। আবার প্রফেসরের ক্লাস কখন সেটা আপনি সহজেই তার ওয়েবসাইট ঘেটে বের করতে পারেন। ক্লাসের আগে মেইল না দেয়াই ভালো।

---

৪. তবে প্রফেসরের সাথে আগে রিসার্চ ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা বলবেন তারপর ফান্ড নিয়ে। আর আপনি USA আসার পর হাল্কা কৌশলে চাইলে প্রফেসর চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। অনেকেই করে। তবে সেটা সাবধানে, আগের প্রফেসরকে না জানিয়ে করতে পারেন। তাই SOP তে প্রফেসরের নাম উল্লেখ করবেন না। যদি সে দিতে বলে তাইলে অন্য কথা। রিসার্চ, পাবলিকেশনের সংখ্যা, স্টুডেন্ট এর সংখ্যা দেখলে আপনিই আন্দাজ করতে পারবেন কার কাছে ফান্ড কেমন আসে। তা না হলে, সব ভার্সিটিতেই বুয়েটের বা বাংলাদেশের কেউ না কেউ আসে। ওদের কাউরে জিগ্যেস করলে, সেই ইনফরমেশন জোগার করতে পারবেন। আমার মত ফাকিবাজ হইলে, চিঙ্কু আর কোরীয় এডভাইজার এড়ায় চলবেন। তারা ফান্ড দিবে, বিনিময়ে আপ্নার লাল সুতা বের করে ফেল্বে। তারপরেই আছে, ভারতীয় এডভাইজার। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বুড়া এমেরিকান প্রফেসর যে কোনোরকমে ডিগ্রী প্রদান করে, আপনাকে স্মাইলি ফেইস দিবে।

---

৫. পাত্তিওয়ালা বাপ বা শ্বশুর থাকলে, প্রফেসরকে তেল দিয়ে সময় নষ্ট করার কি দক্কার। যেখানে খুশি চলে যান। তবে বাপের টেকা নাই, প্রফেসরের ফান্ড নাই, তাগো জন্য টেক্সাসের হিউস্টন, লামার বা আসেপাশে স্বর্গ আছে। লোকে বলে টেক্সাসের কচুক্ষেতেও নাকি অড জব করে ভালোই থাকা যায়। গ্যাসস্টেশন, ছোট স্টোর কিংবা মোটেল, আরো কত কি। রুটিরুজির অভাব হবে না। তবে ধরা খাইলে, ডাইরেক্ট গুলিস্থান পাঠায় দিবে। আপনারে টিকেটও কাটা লাগবে না। হেরাই নিজ দায়িত্বে প্লেনে উঠায় দিবে।

---

৬. খুব ভালো ভার্সিটি পিএইচডি করতে গেলে, সাধারনত সারাদিন ইয়া ডিশুমাই ডিশুমাই করতে করতে আপনার জান তেজপাতা হয়ে যাবে। অনেক ফাইটিং, অনেক কম্পিটিশন। অসম্ভবকে সম্ভব করা যদি আপনার কাজ না হয় তাইলে, টপ টেন থেকে দুরে গিয়া মরেন। আর মাঝারি মানের ভার্সিটিতে মাস্টার্স এ ফান্ড পাওয়া যায় অনেক সময়। পুরা না পাইলেও আংশিক কিছু পাবেন। বাকি অংশের জন্য হয়, বাপের কাছে হাত পাততে পারেন। নতুবা, অনেক ভার্সিটিতে, টিউশন ফি না দিলে কিছু ইন্টারেস্ট যোগ করে। পরে চাকরি পাইলে শোধ করে দিলেন। অথবা, অনেক সময় সাহস করে চলে আসলে, অনেক প্রফেসরের কাছে ফান্ড পাওয়া যায়। প্রথম সেমিস্টার থেকেই। বা এক সেমিস্টার পরেই। ভারতীয়রা অনেক সময় দেশ থেকে লোন নিয়ে চলে আসে। তারপর একরুমে, ১০ জন করে থাকে। এবং কেম্নে কেম্নে ফান্ড জোগার করে ফেলে। আর আপনার যদি USA সিটিজেন কেউ থাকে লোন এ সাইন করবে, তাইলে আপনি লোনও পেতে পারেন। আর পকেট খরচ একটু চেষ্টা করলে, ক্যাম্পাস জব করে মেটাতে পারবেন। ক্যাম্পাসে ডাইনিং সার্ভিস, ফুড কোর্ট, বুকস্টোর, লাইব্রেরি, IT হেল্প ডেস্ক, আন্ডারগ্রেড টিউটর বা ম্যাথ, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এর কাজ, অনেক কিছু আছে। এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা নিজেদের লোকদের ঢুকায় নেয়। তাই ওগো লগে খাতির করে স্বার্থ উদ্ধার করতে পারেন।

-------  
বিরতি। (বাথরুমে যান। পপকর্ন চিবান।)   
------

৭. আমার মতে, বনে জঙ্গলে মাঝারি মানের ভার্সিটির চাইতে বড় সিটির ছোট ইউনিভার্সিটি ভালো। চাকরি বাকরি, ইন্টার্ন বা অড জব পাওয়ার জন্য। অন্তত বড় সিটির ২০০ মাইলের মধ্যে হইলেও সমস্যা নাই। তবে সমস্যা হচ্ছে, লিভিং এক্সপেন্স বেশি হবে। রেন্ট অনেক বেশি হবে। টু পাইস কমাবা, খরচ করবানা, তা কেম্নে হয়। আর ঘাটের পয়সা দিয়ে পড়তে হলে, বড় সিটির ছোট ভার্সিটি টিউশন ফি কম হবার চান্স আসে। আর যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার ওয়েদার নিয়ে বেশি চিন্তা করার কিছু নাই। খুব বেশি ঠান্ডা বা খুব গরম নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা কারার দর্কার নাই। ঐখানে লোকজন তো বেচে আছে। আমি গেছিলাম নর্থ ডেকোটা, অনেক চ্যালেঞ্জিং ওয়েদার , তো কি হইছে। ফান্ড পাইছি, চলে গেছি। পরে চাকরি পেয়ে শিকাগো চলে আসলাম।

---

৮. ইউনিভার্সিটি এর শর্ট লিস্ট করবেন ২০টা। কোন জায়গায় সিনিয়র কেউ গেছে। কোথায় ফান্ড দেয় মাস্টার্সে (যদি মাস্টার্স) করতে চান। তারপর যোগাযোগ করবেন সবগুলাতে। সেখান থেকে ১০ টা এর খোজখবর ভালো করে নিবেন। আর ৫/৬ তা উনিভার্সিটি এপ্লাই। তারমধ্যে দুইটা হবে খুবই লোয়ার কোয়ালিটির। দুইটা মাঝারি কোয়ালিটির আর ১/২তা টপ ক্লাস। এমন একটা ভাব যে, ঐ ভার্সিটি রে খয়রাত হিসেবে কিছু দান করে দিলেন। থিসিস আর নন থিসিস মাস্টার্স নিয়া বেশি চিন্তা করার দরকার নাই। নন থিসিসে ৩ ক্রেডিটের একটা কোর্স করলেই চলে। হাল্কার উপ্রে ঘসা মাইরা ছাইড়া দিবে। থিসিসে খাটাবে কিন্তু। তবে পিএইচডি করা যদি আপনার লক্ষ্য হয় তাইলে থিসিস নিয়ে মাস্টার্স করাই বেটার।

---

৯. সাধারনত একাডেমিক ইয়ার শুরু হয় আগস্ট মাসে, তাই ফল সেমিস্টারে অর্থাৎ আগস্ট মাসে ফান্ড বেশি থাকে। উইন্টারে অনেক কম। সামারে নাই বল্লেই চলে। তবে আমি আসছিলাম উইন্টার। আর ওরা যত খরচ দেখাবে, থাকা খাওয়ার ব্যাপরে তার ৬০-৭০% ই আপনার লাগবে না। তবে টিউশন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি কিন্তু যা বলছে তাই ঠিক থাকবে। আর যারা ফান্ড পেয়ে আত্নহারা হয়ে যান। তাগোরেও ফান্ড থেকে একটা ভালো অংশ স্টুডেন্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, হেলথ ইন্সুরেন্স হিসেবে দিতে হবে। কইলজা ছিড়া যাবে, তবুও কিছু করার নাই, দিয়া দিতে হবে।

---

১০. আপনার যখন I-20 রেডি হবে, তখন মাক্সিমাম পোলাপান এক মাস বসে থাকে, I-20 এর জন্য অপেক্ষা করতে করতে। কারণ সব ইউনিভার্সিটি সাধারণ মেইলে পাঠাবে। আপনি বল্লেও FedEx বা DHL এ সেন্ড করবে না। সেজন্য আমি কি করছিলাম? আমার ভার্সিটিতে একজনরে খুঁজে বের করছিলাম, তার পর ইন্টারন্যাশনাল অফিস (যারা I-20 দিবে) কে বলছিলাম, যে ওরা যাতে I-20 সেন্ড না করে। আমার ফ্রেন্ড গিয়ে অফিস থেকে নিয়া আসবে। তারপর, সেই একজন বাংলাদেশে FedEx দিয়া সেন্ড করে দিছে আর আমারে বলছি স্ক্যান করে এককপি ইমেইল করতে। পরে এই স্ক্যান করা কপি নিয়া সায়মুম সেন্টারে গিয়া ভিসা ইন্টারভিউর ডেট নিয়া নিছি। FedEx চিঠি ট্র্যাক করা যায়। পরে যেদিন ইন্টারভিউ ঠিক করছিলাম তার আগের দিন আমার হাতে এসে I-20 পৌছছে।

---

১১. দুই একটা রেয়ার কেইস ছাড়া ভিসা দিয়া দিবে। হয়তো কয়দিন সিকুরিটি চেক দিয়া বসায় রাখবে, আর কিছু না। আমার ফ্রেন্ডকে রিজেক্ট করছে, তার মায়ের একাউন্টে টাকা ছিলো। কাউন্সিলর জিগ্যেস করছে, তোমার মা যে তোমারে টাকা দিবে তার গ্যারান্টি কি? সে তো আকাশ থেকে পড়ছে। টেনেটুনে কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভিসা দেয় নাই। দুই সপ্তাহ পরে, সেই টাকা নিজের একাউন্টে নিয়া আবার দাড়াইছে, পরে ভিসা দিয়া দিছে। আমার প্রায় ২২০০ ডলারের মতো দেখানোর দর্কার ছিলো। এই পরিমান টাকা কোনো সেভিং একাউন্টে থাকা দর্কার। আমারতো সেই টাকা নাই। শেষ পর্যন্ত একজনরে খুঁজে পাওয়া গেছে, যে আমার আপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিত একজন। মিরপুরে বাড়ি করার জন্য তার একাউন্টে প্রায় চার লক্ষ টাকা আছে। আমি ওইবেটারে চাচা বানালাম। আর আমারেও কাউন্সিলর জিগ্যেস করছে, তোমার চাচা তোমারে টাকা দিবে কেনো। আমি বল্লাম, "চাচা চায় তার মেয়ের জামাইয়ের একটা আমেরিকান ডিগ্রী থাকবে। এইটা একটা সোশাল স্টেটাস।" বেটা হেসে দিয়ে বল্লো, "গুড লাক" পরে জানা গেলো ওই স্পন্সর চাচা আসলে দাদার বয়সী আর তার তো মেয়ে নাই ই নাই, নাতনীও নাই। কি যে পোড়া কপাল। তবে প্রতিবেশী আছে কিনা খোজ খবর নেয়া উচিত ছিলো। ভুল অইয়া গেছে গা।

---

১২. আপনার কোনো ইনফরমেশন লাগলে ফেইসবুকে সার্চ দিয়ে কোনো ইউনিভার্সিটির কাউরে ইজিলি খুঁজে বের করতে পারেন। তাছাড়া অনেক ফেইসবুক গ্রুপও আছে। সেখানে প্রশ্ন পোস্ট করতে পারেন। যদি, তেমন সাড়া শব্দ না পান। তাইলে প্রোপিক টা চেঞ্জ করে কোনো সুন্দরী মেয়ের পিকচার দিয়া দেন। দেখবেন উত্তরের বন্যা শুধু কমেন্টে না ইনবক্সেও চলে আসছে।

-----------  
The End  
-----------

Deleted Scene: তবে একট কথা মনে রাখবেন। আপনি যত বড় ম্যানেজার স্যার থাকুন না কেনো। যত পরিমান মাসিক বেতন পান না কেনো, আপনাকে আবার শুন্য থেকে শুরু করতে হবে। আবার সেই স্টুডেন্ট লাইফ। ল্যাবে যাওয়া, এসাইনমেন্ট করা। প্রফেসরের ঝাড়ি, চাকরি বা ফিউচারের হাতছানি সব। আর সবচেয়ে বেশি বুঝবেন, যখন দেখবেন হোক ঈদ, হোক পহেলা বৈশাখ বা ২১ এ ফেব্রুয়ারী। সবই আরেকটা অফিসিয়াল কাজের দিন। যেখানে কোনো সাজ নাই, আমেজ নাই। আপনাকে আরেকবার স্টুডেন্ট লাইফ শুরু করতে হবে। যেটা আন্ডারগ্রাড করার সময় আপনি করছিলেন।

--

শিক্ষনীয় বিষয়:: higher study এর নাম করে USA তে আসা হচ্ছে, দিল্লিকা লাড্ডু। খাইলেও পস্তাবেন না খাইলেও পস্তাবেন। GRE দেয়ার ভয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর চিন্তা থাক্লে, পুরা লেখা পড়ে টাইম নষ্ট কর্লেন ক্যা? তবে ফেইসবুকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডার সুন্দর ছবি দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। ঐগুলা সবই ফটোশপিত।

--  
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞাতা আর লোকমুখে শুনা গল্প থেকে লিখছি বলে গালাগালি করে, আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না, হিরো। আপত্তি করেন। এডিট মারমু, দক্কার হইলে একশ এক বার। আর মাথায় রক্ত উঠে গেলে DGM। বাই দ্যা ওয়ে, DGM = দুরে গিয়া মর।

September 16, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152245377056891>)

ক্যারিয়ার ইন USA (এক ডজন টিপস)

---

আমরা সবাই রকেটের মতো। পশ্চাদ দেশে আগুন না লাগলে, আমরা নড়তে চড়তে চাই না। আমেরিকায় এসে চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে, এই জায়গামতো আগুন লাগে, প্রফেসর মুখ কালা করে যখন বলে, সরি, নেক্সট সেমিস্টার থেকে, তোমার ফান্ড নট হয়ে গেছে। এখন, আপনি চোখে আন্ধা দেখেন। কেম্নে এপ্লাই করতে হয়, কার কাছে যাইতে হয় কিচ্ছু জানেন না। resume কেম্নে বানাতে হয় আপনি জানেন না। ক্যারিয়ার সেন্টারে ফোন দিছেন, নেক্সট দুইসপ্তাহে কোনো স্লট খালি নাই। লাও ঠেলা।

--

অথচ, পশ্চাদে আগুন লাগার জন্য অপেক্ষা করে, ক্যান্ডি ক্র্যাশ না খেলে, আপনি ভুল করে হইলেও, ক্যাম্পাসে যে ক্যারিয়ার ফেয়ার হইছিলো সেখানে একটু টু মারতে পারতেন, এটলিস্ট দুই চারজনের সাথে কথা বল্লে, প্রফেশনাল ইংরেজি শিখতে পারতেন। কাহিনী হচ্ছে, কম্পানির লোক যখন দরকার, তখন তারা হায়ার করবে, আপনার যখন ফান্ড চলে যাবে বা ডিফেন্স দেয়ার সময় হবে তখন নয়। কয়দিন পরে যার ক্যাম্পাসে ক্যারিয়ার ফেয়ার হবে, সেখানে ফেয়ার এন্ড লাভলী মেখে, দর্কার হইলে ভাতের সাথে মেখে খেয়ে যাইতে হবে। আর বড় বা মাঝারি সাইজের কোম্পানীগুলো সামনের বছরের সামারের (মে, ২০১৫) ইন্টার্ন বা ওই সময়ের জন্য ফুল টাইম কিন্তু এই বছর সেপ্টেম্বর/অক্টোবরে ঠিক করে ফেলবে। দেখেন, তারা এক বছর আগে লোক খুজা শুরু করে। আর আপনি দেড় দিনে চাকরি পেতে চান!!! সুতরাং আপনি যদি সামারে ইন্টার্ন বা তখন থেকে ফুল টাইম করতে চান, এখনই আপনাকে সচেষ্ট হতে হবে।

---

১. বাংলাদেশে যেই CV ব্যবহার করছেন। সেটা ফালায় দেন। নতুন করে resume বানান। ক্যারিয়ার ফেয়ারের আগের রাতে resume বানাতে বসলে, ক্যারিয়ার ফেয়ারে যাওয়ার দরকার নাই। ভুড়ির মধ্যে তেল মাখেন, আপনার ওয়ান প্যাক, ফুটবল প্যাক হয়ে যাবে। সব ইউনিভার্সিটিতে career center থাকে। সেখানে resume এর দুই/তিনটা টেম্পলেট থাকে। ঐটা হুবহু কপি কইরেন না। কারণ আপনার মতো অনেক ফাঁকিবাজ আছে যারা ডাইরেক্ট কপি মারবে। কমপক্ষে ১ মাস আগে আপনার resume ৪ বার ক্যারিয়ার সেন্টারে ফ্রি রিভিউ করান। ওরা কারেকশন দিবে। আপনি ঠিক করে, আবার দেখান। একজন কোনো ভুল না পাইলে বা আর কোনো সাজেশন না দিলে। অন্য আরেকজনরে দেখান। কোন সিনিয়রকে দেখান। ভুলেও, ক্যারিয়ার ফেয়ারের মাত্র ২ সপ্তাহ বাকি আছে এমন সমযে টনক নড়লে লাভ নাই। তখনি মাক্সিমাম রকেটের টনক নড়ে। তাই চাইলেও ক্যারিয়ার সেন্টারে এপয়েন্টমেন্ট পাবেন না। আর ভাগ্য বেশি ভালো হইলে হয়তো একটা পাবেন। কিন্তু ঠিক করে পুনরায় দেখাতে পারবেন না।

---

২. ক্যারিয়ার সেন্টারে মক ইন্টারভিউ নেয়। সেটার উপর ভিত্তি করে ওরা ফিডব্যাক দেয়। আপনি চাইলে কোনো একটা নিদৃষ্ট জবের জন্য মক ইন্টারভিউ দিতে পারেন। একটা প্রাকটিস হয়ে যাবে। এবং ওরা ফিডব্যাক দিবে। আসল জবের ইন্টারভিউতে ফিডব্যাক দিবে না। ম্যাক্সিমাম জায়গায় একবার রিজেক্ট খাইলে, কমপক্ষে এক বছরে আর ডাকবে না। আমার একটা চাল্লু ফ্রেন্ড আছে, সে মাইক্রোসফটে চাকরি করতে চায়। আমরা যখন ফার্স্ট ইন্টারভিউ দেই, সে দেয় নাই। সে ছোটখাটো গুলাতে ইন্টারভিউ দিয়ে প্রাকটিস করে, আসল টার্গেটে লাস্টে ইন্টারভিউ দিয়ে, জব বাগায় ফেলছে। আর এই আমি এই পর্যন্ত চার বার ইন্টারভিউ দিছি। so, cut your জামা according to your রুমাল।

---

৩. ক্যারিয়ার ফেয়ারের এক সপ্তাহ আগে থেকেই, যারা আগের বছর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হায়ার করছে তাদের একটা লিস্ট বানান। যারা ডিপার্টমেন্ট এ সিনিয়ার আছে, তাদের কাছ থেকে, ভারতীয় বা চৈনিক পোলাপানের কাছে অনেক তথ্য থাকে। তাদের দেশের সিনিয়ররা কি জব করে বা কেম্নে পাইছে, সেই খবর রাখে। কারণ যারা ইন্টারন্যাশনাল হায়ার করে না, ওদের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে, খালি টাইম নষ্ট। এই লিস্টটা আবার চান্স বা পছন্দ অনুযায়ী সিরিয়াল করেন। কোনটায় আগে যাবেন, কোনটায় পরে। এবং পারলে আপনার পছন্দের ৫/৬ টা জবের জন্য কাস্টমাইজ resume বানান। ওদের জব ডেসক্রিপশন দেখে, ওদের ওয়েবসাইট ঘেটে, ওদের সম্পর্কে জানেন। এবং ওই বিষয়ে ওদের সাথে গ্বল্প করেন। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো বাংলাদেশী, বা ডিপার্টমেন্ট এর সিনিয়র কেউ যদি ঐখানে জব করে তার কাছ থেকে কিছু টিপস নিতে পারলে।

---

৪. [glassdoor.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fglassdoor.com%2F&h=_AQHBPxwcAQE9_NAOyl4-i55haulVSWXyha53_Q8EQZVTNQ&enc=AZPCwIio4o72MEFi8NEyBYluzXS4qzU1faI--cameZ44cVuaxb3wiUpxn5SoqP8C__0DV3ruHBJfWS7wZZt889UF0pdhCWdapYa4ro0lZgzujJSsAwfBtXzIj-xeLYZMbt5rofzqtKC_mNx4dr5hFNBZQL-s_rLCopxKF6G0SuYelIyH9wKcQI5hJ3L2KX8SLwc&s=1" \t "_blank) নামে একখান সাইট আছে। যেকোনো কোম্পানি ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন করে। সেলারি কেমন দেয়। এই রকম প্রচুর তথ্য থাকে। আর আপনি যদি প্রোগ্রামিং এর চাকরি খুজতে থাকেন তাইলে, [careercup.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcareercup.com%2F&h=JAQGERIGvAQGpEjiQleiAysFW9MtBQnR1aucG1zqHqh-fYA&enc=AZN8N1yn-UujRkAuHsO6LWAlPw55CDvKKqbHO8YCOakmiZYAjWIVtKsJhRFmt3vqkRIDDieX1YxjQo8WrApG2jGjoqdAu0bxi46VnjQm2AohQwQ0p2fHFTdRG7B1n7wcvQuzaArRV7bOYis8YFO5lQn1Qw_l_5Qqxfzu8C2lK-EezUS26C2Mp2H0dfbCVZZKqy4&s=1) সাইটে হাজার হাজার ইন্টারভিউ এর প্রশ্ন আছে। মন চাইলে বই কিনে প্রোগ্রামিং ইন্টারভিউ এর প্রিপারেশন নিতে পারেন। যেমন, Cracking the coding interview.

---

৫. আর আপনার ফকিরা মার্কা linkedin প্রোফাইল টারে একটু মানুষ করেন। কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন বুঝতে পারতেছেন না। আপনার একই ফিল্ডের লোকজনের প্রোফাইল খুঁজে বের করে ফেলেন। এক-এক জনের প্রোফাইল থেকে একটু একটু করে নিলে, আপনার প্রোফাইল একটু যুতসই হতে পারে। আরেকজনের প্রোফাইল এর স্টাইল কপি করতে বেশি লজ্জা না পাইলেও চলবে। কারণ একজনেরটা হুবহু কপি মারলে, তারে বলে চুরি। আর দশ জনের প্রোফাইল থেকে কপি মারলে, তারে বলে রিসার্চ।

---

৬. অবশ্যই ক্যরিয়ার ফেয়ার হোক বা জব ইন্টারভিউ হোক, যখন শুরু হবে তার ১৫ মিনিট আগে গিয়ে হাজির হবেন। ধরেন, আপনি অনেক দূরে নতুন কোনো এক জায়গায় যাবেন ইন্টারভিউ দিতে। আপনি রাস্তার মধ্যে হাইওয়ে তে ভুল এক্সিট নিতেই পারেন। তাই ১৫ মিনিট আগে পৌছানোর টার্গেট ভুলেও নিবেন না। বরং ১ বা দেড় ঘন্টা আগে, যেই জায়গায় ইন্টারভিউ তার এক দেড় মাইলের মধ্যে কোনো ম্যাকডোনাল্ড বা মাঝারি মানের রেস্টুরেন্ট এ গিয়ে অপেক্ষা করেন। ৩০ মিনিট আগে রওয়ানা দেন। যাতে পার্কিং এর জায়গা খুঁজে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেন। এইটা করবেন সিটির বাইরে ইন্টারভিউ হলে। আর সিটির মধ্যে হলে, আগে পার্ক করে তারপর রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করতে বসতে হবে। কারণ পার্ক করতে ৩০/৪০ মিনিট লেগে যেতে পারে। পারলে ট্রেনে চলে যান। আর কোন কারণে দেরী হবার সম্ভাবনা থাকলে, আগেই ওদের ফোন করে দেন, যে কতক্ষণ দেরী হতে পারে।

Extra: আর যদি দুরের কোন শহরে হয়। তাইলে আগের দিন চলে যান। সব শহরেই বুয়েটের বা বাংলাদেশী কেউ না কেউ থাকে, আগে থেকে খোজ নিলে পাওয়া যায়। আর না হয় সস্তা কোন হোটেল বা মোটেল ভাড়া নিতে পারেন। আর দরকার হইলে আগের দিন ওই অফিস কোথায় দেখে আসলেন। ক্ষতি কি? ১০ ঘন্টা ড্রাইভ করে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন না। একেতো টায়ার্ড, মুখে দিয়ে কথা বের হবে না। আর ফিরার পথে ঝিমায় ঝিমায় ড্রাইভ করবেন না। your life would be at risk.  
---

৭. পারলে ব্লেজার, টাই সহ প্রফেশনাল ড্রেস পরে যান। টি শার্ট বা ছেড়া ফাটা জিন্স পরে যাবার দরকার নাই। বা শার্ট লন্ড্রি করা হইছে কিন্তু আয়রন করা হয় নাই। কেমন জানি ফানি লাগে দেখতে সেটা করার দরকার নাই। কনফিউশন থাকলে, অন সাইট ইন্টারভিউ এর আগে, ওদের HR কে জিগ্যেস করেন, ওদের অফিসিয়াল ড্রেস কোড আছে কিনা। আপনি ওভার ড্রেস করলে সমস্যা নাই কিন্তু বাজে ড্রেস পরলে সেটা নেগেটিভ। আমি একটা জবে জিন্স এবং টি শার্ট পরে ইন্টারভিউ দিছিলাম এবং জব ও পাইছিলাম। কিন্তু আগে জিগ্যেস করে নিছি, ড্রেস কোড আছে কিনা। ওরা বলছে, তুমি যা খুশি পরতে পারো। আর সবসময় একটা প্রফেশনাল ইমেইল এড্রেস দিবেন। jhankar.mahbub@gmail.com বা এইটা যদি না থাকে jhankar.mahbub23@gmail.com টাইপের দিবেন। ভুলেও yoyoBro@gmail.com বা carazy4tumi@hotmail.com টাইপের ইমেল এড্রেস দিবেন না।

---

৮. ক্যাম্পাসে ক্যারিয়ার ফেয়ার হবার পর আপনাকে, ফোন ইন্টারভিউ দিতে হতে পারে। তারপরে ভালো লাগলে অন-সাইটে ডাকবে। ফোন বা অন-সাইট ইন্টারভিউ এর টিপস আরেকদিন লিখবো। এই সব প্রসেসিং করতেই অনেক সময় এক দেড় মাস লেগে যায়। অনেক সময় তিন /চার মাস আর রিসার্চ টাইপের বা ফ্যাকাল্টি জবের জন্য ছয় থেকে নয় মাসও লেগে যেতে পারে। তারপরে যদি আপনার ইন্টার্ন হয় তাইলে আপনাকে, CPT (curricular practical training) হিসেবে কাজ করতে হবে। CPT পাইতে হলে আপনাকে কমপক্ষে ৯ মাস স্টুডেন্ট হিসেবে মার্কিন মুল্লুকে থাকতে হবে। ইন্টার্ন বা জব আপনি যেই সাবজেক্টে পড়তেছে, সেই রিলেটেড ফিল্ডে হতে হবে। এবং সাধারনত আপনার এডভাইজার এপ্রুভ করতে হবে। CPT আপনি সর্বোচ্চ ১১ মাসের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। যদিও আপনাকে ১২ মাসের জন্য অনুমতি দিবে। কিন্তু পুরো ১২ মাস ব্যবহার করে ফেল্লে আপনি পরবর্তী ধাপে OPT (optional practical training) পাবেন না। তাই সাবধান। আর ডিগ্রী কমপ্লিট হয়ে গেলে বা ডিফেন্স দিয়ে দিলে CPT আর পাবেন না। আপনাকে OPT এর জন্য এপ্লাই করতে হবে।

---

৯. আর প্রত্যেক লেভেলের ডিগ্রীর জন্য আপনি একবার OPT পাবেন। অর্থাৎ দুইটা মাস্টার্স করলেও OPT একবারই পাবেন। OPT প্রথমে দেয় ১ বছরের জন্য। আপনার হাতে যদি জব থাকে, তাইলে জব অফার লেটার সহ এপ্লাই করলে OPT প্রসেসিং expedite করা যায়। আর তা না হলে, প্রসেসিং করতে তিন মাসের কাছাকাছি লেগে যায়। OPT এপ্রুভ হইলে, আপনারে একটা EAD (Employment Authorization Document) কার্ড দিবে। সেটাতে আপনার জবের স্টার্টিং ডেইট দেয়া থাকবে। ঐটা হাতে না পাইলে আপনি চাকরি শুরু করতে পারবেন না। আরেকটা খুবই ইম্পর্টান্ট বিষয় হচ্ছে, EAD কার্ডে স্টার্টিং ডেইট থেকে আপনি সর্বমোট ৯০ দিন চাকরি ছাড়া থাকতে পারবেন। সেটা চাকরি শুরু করতে অপেক্ষা বা চাকরি চলে গেলে আবার নতুন চাকরি ম্যানেজ করার জন্য দেরী করছেন, সব যোগ করে। সেজন্য চাকরি না পাইলে, অনেকই ডিফেন্স দেয় না, সব কাজ কর্ম শেষ করে ডিফেন্স ঝুলায় রেখে জব খুঁজে। জব পাইলে প্রসেসিং করতেই এক দেড় মাস লেগে যায়। এই সময়ের মধ্যে ডিফেন্স দিয়ে আপনি নতুন জায়গায় চলে যেতে পারবেন। আমি এইভাবে করছি। তবে আপনি যদি সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যাথে (STEM) পড়েন । তাইলে আপনি ১৭ মাসের এক্সটেনশন পাবেন। এই ১২ মাস বা ২৯ মাসের মধ্যে আপনি যে কোম্পানিতে জব করতেছেন সেই কোম্পানি আপনার H1B এর জন্য এপ্লাই করতে হবে। তাই, ফুল টাইম জবে ঢুকার আগে, নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, আপনার কম্পানি H1B স্পন্সর করে কিনা।

Extra: টুকিটাকি, খুচরা খাচরা, নক্তা পাবেন মাঝে মধ্যে, এই যেমন, OPT এক্সটেনশন করার জন্য আপনার কম্পানিকে E-Verified হইতে হবে। সেটা জেনে নিলে ভালো। আর কোম্পানি যদি স্পন্সর করতে রাজি থাকে, তাইলে E-Verify number থাকার কথা। তাও, জিগায় নিলেন, সাবধানের মাইর নাই।

---

১০. H1B আরেক কাহিনী। বছরে একবার এপ্লাই করা যায়, সেটা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে। প্রতিবছর, যারা মাস্টার্স করছে তাদের জন্য ২০,০০০ আর যারা ব্যাচেলর করছে তাদের জন্য ৬৫,০০০ কৌটা আছে। ধরেন যদি প্রথম সপ্তাহে ওরা মাস্টার্স এর জন্য ২০ হাজার এবং আন্ডারগ্রেডের জন্য ৬৫,০০০ এর বেশি এপ্লিকেশন পেয়ে যায়। তাইলে ওরা আর এপ্লিকেশন জমা নিবে না। তবে, যদি প্রথম দিনে ৮৫,০০০ এপ্লিকেশন জমা পরে যায় তারপরেও ওরা পুরা এক সপ্তাহ জমা নিবে। তার পর আর নিবে না। এই বছর প্রথম সপ্তাহতেই ১২৪,০০০ এপ্লিকেশন জমা পরছে। এবং লটারির মাধ্যমে ৮৫,০০০ সেলেক্ট করছে। তাই কোম্পানির লোকজন দেড় দুই মাস আগে প্রসেসিং শুরু করে এবং এমন ভাবে ডাকযোগে পাঠায়, যাতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের সোমবার গিয়ে এপ্লিকেশন পৌঁছায়। আপনার যত দিন OPT এর মেয়াদ আছে (এপ্রিলের ১ তারিখ পর্যন্ত) ততদিন আপনি এপ্লাই করতে পারবেন। তাই সাধারনত দুইবার এপ্লাই করতে পারবেন। এর মধ্যে আপনি লটারিতে না টিকলে, আপনারে ব্যাক টু স্কুল ফর এনাদার ডিগ্রী বা ব্যাক টু সোনার বাংলাদেশ।

---

১১. জব বা ইন্টার্ন খোঁজার জন্য বেস্ট জায়গা হচ্ছে আপনার ভার্সিটির ক্যারিয়ার সেন্টারের ওয়েব সাইট। ওখানে যারা জব পোস্ট করছে ওরা হায়ার করবেই। এখন সমস্যা হচ্ছে, আপনি যদি ছোট ভার্সিটি বা কম ফেমাস ভার্সিটিতে পড়েন তাইলে আপনার ভার্সিটির ক্যারিয়ার সেন্টারে জব কম পোস্ট করা হবে। সেই ক্ষেত্রে এক নম্বর উপায় হচ্ছে, আপনি linkedin এ jobs পেইজে খুজতে পারেন। এই ছাড়া indeed, monster, careers.stackoverflow (IT jobs), এই রকম অনেক আছে। আর অনেক জায়গায় এলাকা ভিত্তিক জব পোস্ট করার সাইট আছে। এমনকি craiglist এ জব পোস্ট করে। আর দুই নাম্বার উপায় হচ্ছে, আপনার কোনো ফ্রেন্ড যদি বড় ভার্সিটিতে পড়ে, তাইলে তাদের ক্যারিয়ার সেন্টারে কোন কোন কোম্পানি জব পোস্ট করছে, সেই নামগুলা জানতে পারলে, ওই কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে এপ্লাই করলেও চান্স অনেক ভালো থাকে। ইনফ্যাক্ট আমার প্রথম চাকরিটা এই স্টাইলে পাওয়া।

---

১২. ডোন্ট ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট পিপল ইন ইন্টারন্যাশনাল অফিস, ওর সাম রান্ডম ডুড লাইক মি। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোন থেকে লিখছি। আপনার সিচুয়েশন বা সমস্যা, অন্যরকম হতেই পারে। অনেক সময়, অনেকেই না বুঝেই উত্তর দেয়। সেটা দেশী হোক, বিদেশী বা মার্কিনি হোক। তাই, কোন রুল বা পলিসি গুগলে সার্চ দিয়ে ICE বা USCIS এর সাইটে পড়ে নেন। না বুঝলে ওদের ফোন দিতে পারেন। একাধিক সিনিয়র বা অন্যদেশের লোকজনের সাথে ডিসকাস করেন। আর [happyschools.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhappyschools.com%2F&h=KAQGxODadAQGs6vGMUAr-2PHTYCr7Qewhyw7QzjO7P2BY1A&enc=AZO9iMIEzmhx_8WOGC_swYpSqAamTnNG3fQtzwZ_ql_MJdfOE0sSXekh6OgCM384AYYDviwWIkJ45SFHA8I4X1Mk2uA4bX2nbhnWa_h0z8GFx4xT6Z_dAgfs4Di0s_MS5du3_mQ-1Oo-2Lhn1B344dX49F-rUZA4Dl6rXEJ0WUPxLSRzUbb56fJBdKjolT2aDGE&s=1) বা [murthy.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmurthy.com%2F&h=oAQE9ttPGAQFaatIdmn4CT61MqRwnn3pviZZmXqbWW-i1-Q&enc=AZPOEyQSKCHlQfsRoQmPZfe-wFsKfEjdXMrXvEroZohPgNeKInX4xk2l0JjNZ5Dwc_bYfr0J-Vr6jLAha-5VruNFnpaHsyAl-NTWXcXXGVIP2qTzYoHvev9mKh9EYSWW35RKmQoh1Q6WGW9SjgJpD-kLLRo5rcK_eTHL7GPsDnFhuKOxnumCSgDfhRxL0tar4LY&s=1) এ ফোরাম আছে। আপনি প্রশ্ন বা চ্যাট করতে পারেন। তবে, ভারতীয় দের অনেক weird কেইস থাকে। ওগুলা পড়ে হতাশ হবার কিছু নাই। কোনো কিছু নিয়ে কনফিউশন থাকলে, ইন্টারন্যাশনাল অফিসে জিগ্যেস করেন, দরকার হইলে, আপনারে লিখিত বা ইমেইল দিতে বলেন। কারণ, উল্টা পাল্টা কিছু হইলে, সে বলবে সরি, কিন্তু আপনার গলায় পড়বে দড়ি।

---

এইসব কাহিনী শুনে ভয় পাবার কিচ্ছু নাই। রাম, স্যাম, যদু মধু সবাই এই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যায়। আপনিও চলে যাইতে পারবেন। কিন্তু জায়গা মত আগুন লাগার আগেই, শুরু করতে হবে। তো আর দেরী করবেন কেন? কয়দিন পর যে ক্যারিয়ার ফেয়ার আছে, সেটা দিয়েই শুরু করেন। আপনি কি জানেন, অনেক ভার্সিটি, অন্য ভার্সিটির পোলাপানরে ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে দেয়, আপনি চাইলে সেটাও করতে পারেন। কারণ আপনার দর্কার মাত্র একখান চাকরি।

---

আর যদি বেশি ক্যাচাল মনে হয়,   
পাসপোর্টদারি কারো গলায় ঝুলে পড়া হবে বুদ্ধিমানের পরিচয়।

September 2, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152220559071891>)

সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি।

"ফা--হি--ম, চোখ --- বন্ধ---, বেছে নাও" ছোট্ট বেলাতেই থাকে, পাখনা গজিয়ে যাওয়ার পরে কেউ এসে আর, চোখ বন্ধ করে বেছে নিতে বলে না। বরং চোখ, নাক মুখ, গলা খোলা রেখেও, বুঝে শুনে ডিসিশন নিয়ে নাকানি চুবানি খাওয়া লাগে। সব সময় হেসিটেশনে থাকেন ডাইনে না বামে যাবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং না ডাক্তারি পড়বেন। ইলি না বিলি এর সাথে লাইন মারার ট্রাই করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

----

একাধিক জিনিসের মধ্য থেকে কোনো একটা জিনিসকে সিলেক্ট করতে আমি একটা পদ্ধতি অনুসরণ করি। পদ্ধতিটা খুবই সিম্পল। ধরেন আপনাকে দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা জিনিসকে সিলেক্ট করতে হবে। তাইলে একটা কাগজ আর কলম নিবেন সেটাতে চারটা কলাম বানাবেন। আপনার যদি দুইটার চাইতে বেশি জিনিসের মধ্যে থেকে সিলেক্ট করতে হয় তাইলে প্রত্যেকটার জন্য একটা করে এক্সট্রা কলাম দিবেন।

---

আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। মেকানিক বলছে ইঞ্জিন পাল্টাতে হবে। সেটা করতে ৩৫০০ ডলার লাগবে। মেকানিক গাড়ি ঠিক কারার পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছে, ৩৫০০ টাকা দিয়ে ঠিক করলে, আপনার কিন্তু গাড়ি হয়ে গেলো। ৩৫০০ ডলারে এই টাইপের গাড়ি পাবেন না। আবার উইন্টারে গাড়ি ছাড়া কেমনে চলবেন, ইত্যাদি। তবে আমার ফ্রেন্ডের পয়েন্ট হচ্ছে ইঞ্জিন পাল্টালে বুঝা যাবে ট্রান্সমিশনে বা অন্য কোথাও অন্য কিছু নষ্ট হইছে কিনা। আবার টায়ার চেঞ্জ করতে হবে। এখন আমার কাছে দুইটা অপসন আছে। হয় গাড়িটা ঠিক করা, নয় গাড়িটা ফালায় দিয়ে গাড়ি ছাড়া কিছু দিন চলা। সেক্ষেত্রে এই গাড়ির বর্তমান অবস্থায় বিক্রি করলে ৭০০ ডলার পাওয়া যাবে। আপাতত অন্য আরেকটা পুরাতন গাড়ি কিনার বা এই গাড়ি ঠিক করে বিক্রি কারার কথা চিন্তা করতেছি না।

----

এই রকম সিচুয়েশনে নিচের ধাপ গুলো ফলো করবেন।

---

১. প্রথম কলামে, কি কি ক্রাইটেরিয়াতে অপশন দুইটা কে বিচার বা তুলনা করবেন সেটা ঠিক করতে হবে। ৫-১৫টার মধ্যে থাকলে ভালো হয়। যেমন আমার ক্ষেত্রে চলাফেরার সুবিধা, সময় বাচানো, গাড়িওয়ালা হবার রেগুলার খরচ, ঠিক করলে অন্য কিছু নষ্ট হয়ে যাবার রিস্ক, ইত্যাদি। আপনার অপসন অনুসারে ইম্পর্টান্ট ক্রাইটেরিয়া খুঁজে বের করেন।

২. আপনি প্রথম কলামে যা যা ক্রাইটেরিয়া দিছেন তার সবকিছুর গুরুত্ব বা ওয়েটেজ কিন্তু সমান না। সেই ওয়েটেজগুলা দ্বিতীয় কলামে বসান। ধরেন সময় বাচানোর গুরুত্ব আমার কাছে ১০ এর মধ্যে ৭ কিন্তু দাওয়াতে যাওয়া গুরুত্ব ১০ এর মধ্যে ১। এমন না যে আমি দাওয়াতে যেতে চাইনা। বরং বিষয়টা এমন যে, আমি চার মাসে দাওয়াত পাই দেড়টা।

৩. তারপর একটা একটা করে বিচার করুন। যদি অপসনের অনুকূলে হয়ে তাইলে বেশি নম্বর দেন আর প্রতিকূলে হলে কম দেন। তবে অন্যের নাম্বারিং আর আপনার নাম্বারিং আলাদা হতেই পারে। ধরেন গাড়ি থাকলে আমার চলা ফেরার সুবিধা আর না থাকলে অসুবিধা এর মধ্যে তেমন প্রাথর্ক্য নাই। কারণ আমার বাসা থেকে অফিস যেতে হেটে সময় লাগে ১৩ মিনিট, বাইকে গেলে ৫মিনিট। আমি কোনো দিনও গাড়ি নিয়ে অফিস যাই না। কখনও শিকাগো ডাউনটাউন গেলে ট্রেনে যাই। কারণ পার্কিং পাওয়া যায় না আর খরচ আকাশ চুম্বী। যেহেতু আমি গাড়ি ব্যবহার করি ২/৩ সপ্তাহে একদিন তাই গাড়ি থাকলে সময় বাঁচানোর সুবিধার ডিফারেন্স বেশী না। একইভাবে গাড়ি থাকলে অনেক ঝামেলা পার্কিং, রিনিউ, টিকেট, ইন্সুরেন্স, ওয়েল চেঞ্জ, মেকানিকের কাছে নিয়ে যাওয়া তাই পয়েন্ট কম আর গাড়ি না থাকলে কোনো ঝামেলা নাই তাই পয়েন্ট বেশি। আবার অন্যকাউকে যদি গাড়ি চালিয়ে প্রতিদিন অফিসে যাতায়ত করতে হয়, তাইলে তার বিষয়টা আলাদা।

ধরেন কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আপনি ঠিক মতো জাজ করতে পারতেছেন না। তখন ডিটেল হিসাবে যান। আরো তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্য কারো সাথে ডিসকাস করেন। যেমন রেগুলার খরচের হিসাবটা কিভাবে জাজ করবেন বুঝতেছেন না। তাইলে বছরে বা মাসে কত খরচ হয় সেটার তালিকা তৈরী করেন। আমার ক্ষেত্রে জিনিসটা এই রকম

গাড়ি থাকলে বাৎসরিক খরচ (ডলারে):  
------------  
ইন্সুরেন্স (মিনিমাম লায়াবিলিটি) - ৪০০   
AAA রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স -১২০  
গাড়ির প্লেট রিনিউ -১০৫   
সিটির চার্জ (ফাও বাৎসরিক চার্জ) - ৭৫  
স্ট্রিট পার্কিং পারমিট -৬৫  
পার্কিং টিকেট (৩৫x৩টি গত বছরে ) -১০৫  
রেড লাইট ক্যামেরা টিকেট (১টি) -১০০  
স্ট্রিট ক্লিনিং ডে তে পার্কিং tow এর -১৮৫  
গ্যাসের খরচ (আন্দাজ করে) -৩০০  
ওয়েল চেঞ্জ -১২০  
পার্কিং খরচ (প্রয়োজন মত ) -১০০  
মেইনটেইনেন্স (আনুমানিক ) -৫০০  
মেইনটেইনেন্স বা নষ্ট হলে সময় নষ্ট - ১৫০  
এয়ারপোর্ট পর্কিং খরচ (৭বার ) -২১০

সর্বমোট - ২৫৩৫/-

তার উপ্রে, এককালিন, ইঞ্জিন পাল্টানোর ৩৫০০ প্লাস টায়ার চেঞ্জ করার ৬০০ আছেই

---

গাড়ি না থাকলে বাৎসরিক (ডলারে )  
------  
৮ বার রেন্ট এ কার (সারাদিনের দরকারে) -৪০০  
uberx (আশেপাশে টুকিটাকি দরকারে) -১৫০  
এয়ারপোর্ট এ uberx এ যাওয়ার খরচ -৩৫০  
zipcar বা enterprise car sharing\* -০  
বাইক চালিয়ে বাজার করতে যাওয়া -০  
আমার গাড়ি নাই এমন স্যাড ফিলিং -২০০  
উইন্টারে বাজার করতে ঝামেলা -১০০  
গাড়ি না থাকার জন্য সময় নষ্ট -১৫০

সর্বমোট - ১৩৫০/-

এক্সট্রা সুবিধা আছে গাড়ির বর্তমান কন্ডিশন অনুসারে বিক্রি করলে ৭০০ ডলার পাওয়া যাবে। এখন এই তথ্যের উপর নির্ভর করে পয়েন্ট দেন।

--

\*. zipcar বা enterprise car sharing বলে একটা সিস্টেম আছে যেখানে ঘন্টা চুক্তিতে ১০-১২ ডলারে গাড়ি রেন্ট করা যায় এবং বছরে একটা মেম্বারশিপ দেয়া লাগে। ১/২ ঘন্টার জন্য কোথাও গেলেএইটা ভালো বাট রিস্কি সিস্টেম। আগে থেকে বুকিং দিয়ে নিতে হয় অনলাইনে। প্রবলেম হচ্ছে কোনো কারণে রিজার্ভ করা টাইম পার হয়ে গেলে, তারপরে অন্য কারো বুকিং থাকলে, ঘন্টায় ৫০ ডলার জরিবানা। আর ৩/৪ ঘন্টার বেশি সময় গাড়ি লাগলে এই সিস্টেমে পোষায় না। কারণ সারাদিনের জন্য রেন্ট করলে ৪৫-৫০ ডলার খরচ পড়ে (যদি ক্রেডিট কার্ডের ইন্সুরেন্স ব্যবহার করেন)। তাই zipcar এর কথা চিন্তা করতেছি না।

--

৪. এইবার গাড়ির কলামে প্রতিটা নম্বরকে একই সারির ওয়েটেজ দিয়ে গুন করে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবগুলা সংখারে যোগ করে গাড়ির জন্য টোটাল স্কোর হিসাব করুন। একইভাবে নো গাড়ির পয়েন্টের সাথে ওয়েটেজ গুন করে সবগুলারে যোগ করে টোটাল স্কোর হিসাব করুন।

----------------------------------------------------------------  
। ক্রাইটেরিয়া----------।--ওয়েটেজ।----গাড়ি--।--নো গাড়ি---।  
----------------------------------------------------------------  
। চলাফেরার সুবিধা---।---------৮।---------৭।-------------৫।  
। রেগুলার খরচ-------।---------৫।---------৩।------------৮।  
। সময় বাচানো-------।---------৭।----------৬।------------৪।  
। ধরা খাওয়ার রিস্ক--।--------৬।----------৪।------------৬।  
। ভাব পেটানো--------।---------৪।----------৭।------------৩।   
। ঝামেলা হীন জীবন---।---------৭।----------২।------------৭।  
। দাওয়াতে যাওয়া-----।---------১।----------৮।-----------২।  
। বন্ধুদের ঘুরানো-------।---------২।----------৬।-----------১।  
----------------------------------------------------------------  
। স্কোর-----------------।-----------|-------১৯৯।---------২০৯।  
----------------------------------------------------------------

৫. স্কোর অনুসারে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে আমি দুই একজন বুদ্ধিমান ফ্রেন্ড বা সিনিয়রের মতামত নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে মাথার হিসেবে যতই একটা অপসন এগিয়ে থাকুক না কেনো, আবেগ বা সফট কর্নারের জন্য অন্য আরেকটা অপসনকে সিলেক্ট করতে হয়। হেড আর হার্ট এক সিস্টেমে চলে না। লাভ আর love তো এক জিনিস না। তারপরেও অপসনগুলারে ভালোভাবে এনালাইসিস করে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিত্যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

--

আর এই পদ্ধতি যদি ভালো না ঠেকে, তাইলে হয় কয়েন নিয়ে টস করেন নয় গোলাপ কিনে পাপড়ি ছিড়েন আর না হয় DGM (দূরে গিয়া মরেন)

September 1, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152218427681891>)

Saving too much will not save you.

----

শিকাগো থেকে উইসকনসিন ডেল এ যাবার সময় গাড়ি রেন্ট করলে ৪ দিনে খরচ পড়তো ২৫০ ডলারের মতো। আজিব হইলেও সত্যি। এয়ারপোর্ট থেকে রেন্ট করলে, ১২-১৫ ডলার প্রতিদিন আর বাইরের কোনো জায়গা থেকে রেন্ট করলে তা হয় ৪৫-৫০ ডলার। আমি ভাবলাম ১৫০ ডলার সেইভ করি। ৯০ ডলার দিয়ে আমার গাড়ি ফুল চেকআপ করলাম, মেকানিক বলছিলো ঠিক আছে, যেতে পারবেন। তার কথা সত্যি, আমি ঠিক মত যাইতে পারছি, তিন দিন চালায়ছিও কিন্তু ফেরৎ আসতে পারি নাই। ফেরার পথে, আগস্ট ১৩, ২০১৪ তারিখে, ঘন্টায় মোটামুটি ৮০ মাইল বেগে প্রায় ৩৫ মাইল আসার পর ইঞ্জিনে কেমন জানি হাল্কা নয়েজ করা শুরু করলো। আমি এসি বন্ধ করে দেখলাম তাও নয়েজটা যাচ্ছে না। ২ মিনিট পরে দেখি স্পিড ধরে রাখতে পারতেছি না। হাইওয়ের সাইডে গাড়ি থামালাম। গাড়ি বন্ধ করে আবার স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি স্টার্ট নিচ্ছে না। এই অবস্থায় কি করা উচিত আমি জানি না। একটা দুইটা জিনিস বাদ দিলে আমার সাধারণ জ্ঞান শুন্যের কাছকাছি।

---

শুধু গাড়ি রেন্ট করার ক্ষেত্রে নয়, ইন্সুরেন্সেও সেইভ করার ট্রাই করছি -

১. শুধু লায়াবিলিটি ইন্সুরেন্স নিছি, যত কম নেয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ না করুক আমার দোষে এক্সিডেন্ট হইলে আমার গাড়ির ক্ষতিপূরণের কোনো খরচ দিবে না। প্রতিপক্ষের হাল্কা কিছু খরচ দিবে। ইন্সুরেন্স এমন একটা জিনিস যে, বুড়া বয়সে আপনার ডায়বেটিস হবে, এখন মাসে মাসে ৫০০ করে টেকা দেন।

২. AAA মেম্বারশিপ টাও সবচয়ে কম, বেসিক লেভেলের। মাত্র ৫ মাইল গাড়ি tow করবে (অর্থাৎ রেকার দিয়া টেনে নেবে) তার বেশি হইলে মাইল প্রতি ৪ ডলার।

----

এখন কি করমু জানি না। তাই, ফ্রেন্ডরে ফোন দিলাম। সে কিছু বুদ্ধি দিলো। গুগলে সার্চ মেরে আশেপাশের মেকানিকশপ (গ্যারেজ) গুলারে ফোন দিলাম কিন্তু কেউ খোলা নাই। সাড়ে পাচটা বেজে গেছে। দুই একটা যেগুলা ওপেন আছে, তারা শুধু ট্রাকের কাজ করে। একটু পরে আবিস্কার করলাম গাড়িতে ইন্সুরেন্সের কাগজ নাই। এই ৬ মাসের তো নাই ই এবং আগের ৬ মাসেরটাও নাই। তাড়াতাড়ি ইমেইলে গিয়ে দেখি ইন্সুরেন্স আছে কিন্তু প্রিন্ট আউট গাড়িতে নাই। AAA মেম্বারশিপ নাম্বার ও গাড়িতে নাই। এই করতে করতে ঘন্টা দেড়েক চলে গেলো। এর মধ্যে একজন ফোন ধরছে এবং সে বল্লো আসতেছে। আমিতো হাল্কা খুশি হয়ে গেলাম। পরে দেখি সে আসলে মেকানিক শপ কিন্তু towing সার্ভিস (রেকার) নিয়ে হাজির। সাথে সাথে দেখি পুলিশ মামুও হাজির।

---

পুলিশ মামু বল্লো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাত্রে কেউ ধাক্কা মেরে দিতে পারে, তাই এইখানে থাকা নিরাপদ না। আমি যদি এখন গাড়ি tow না করি, তাইলে সে tow কল করবে। tow এর সার্ভিস কল চার্জ ৮৫ ডলার (অর্থাৎ আপনি কল করছেন, সেজন্য যে তারা আসছে তার জন্য আপনারে ৮৫ ডলার দিতে হবে) আর মাইল প্রতি ৫ ডলার। অথচ AAA এর ফ্রি ৫ মাইল tow আছে। সেটা কল করলে ওরা কখন আসবে কে জানে আর পেটের মধ্যেতো ইন্সুরেন্সের কাগজ নাই সেই ভয়। তাই রাজি হয়ে গেলাম। টাক্সসহ ১১৫ ডলার দিলাম। Parks Automotive নামে একটা গ্যারাজে নিয়া রাখলো, Deforest নামের একটা জায়গায়। গাড়ি চাবি সহ ঐখানে রেখে আসলাম। পরে আমার অন্য একটা ফ্রেন্ড বলছে, আমি যে চাবি সহ গাড়ি দিয়ে আসলাম অপরিচিত একটা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোকের কাছে রেখে আসলাম, সেটা রিস্কি। অর্থাৎ গাড়ি গায়েবুল হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

---

এখন রাত্রে কই থাকমু? ১৫ মিনিট হাটার পর Holiday Inn Express নাম একটা হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে দেখি কোনো রুম খালি নাই। আরো ১৫-২০ মিনিট হাটার দূরুত্বে আরেকটা হোটেল আছে কিন্তু যেখানে যাওয়ার উপায় নাই। এইটা এমন একটা জায়গা যেখানে ট্যাক্সি নাই। আর আম্রিকায় গাড়ি না থাকলে আপনি লুলা টাইপ। একজন আমাকে হোটেল পর্যন্ত রাইড দিতে রাজি হইছে। কিন্তু কালকে সকালে ৪০মিনিট হেটে মেকানিকের কাছে আসতে হবে। তাই, এই হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কে যে আছে তার হাত পা ধরতে শুরু করলাম। কিডস কুইন বেড (দুই জন বাচ্চা কাচ্চা নিয়া ফ্যামিলিসহ থাকতে পারবে) এমন একটা রুম আছে, তবে ভাড়া পড়বে ১৪০ ডলার। ১৫-২০ মিনিটের দুরুত্বের ওই হোটেলে ভাড়া ১০৯ ডলার, তাও একটা রুম খালি আছে। সকালে দুইবার যদি মেকানিকের কাছে যাওয়া লাগে তাইলে ৩০ ডলার সেইভ করে লাভ হবে না। তাই Holiday Inn Express এ থেকে গেলাম।

---

এইদিকে পরের দিন আমার অফিস করার কথা। ম্যানেজারকে ফোন দিলাম অবস্থ্যা বর্ণনা করতে। সে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে, নিজ দায়িত্বে হালকা কিছু ঝাড়ি মিশিয়ে বুদ্ধি দিলো। ২০০৫ সালের Nissan আলটিমা নিয়ে আমি ওই খানে যাওয়াটাই বোকামি হইছে।

---

পরদিন সকালে মেকানিকের কাছ গিয়ে শুনি গাড়ি সব ইঞ্জিন ওয়েল (মবিল) খেয়ে ফেলছে। এখন ইঞ্জিন পাল্টাতে হবে। পুরা ৩০০০-৪০০০ ডলারের মামলা। কি করবো জানি না আবার, ফ্রেন্ডরে আবার ফোন দিলাম। বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করলাম। পরে AAA রে ফোন দিয়ে মেম্বারশিপ আপগ্রেড করলাম প্রিমিয়ার লেভেলে। ৩৯ ডলার লাগলো। হালারা চাল্লু আছে. সাথে সাথে মেম্বারশিপ এক্টিভ হয় না। তাইলে তো মাইনসে আগে থেকে মেম্বারশিপ নিবে না। এক্টিভ হবে তিন দিন পরে। প্রিমিয়ার লেভেল ২০০ মাইল tow করে ফ্রি আর আমার বাসা ১৬০ মাইল দুরে। পরে মেকানিক শপের লোকজন রাজি হলো ৩/৪ ওদের ঐখানে রাখতে। কোনো এক্সট্রা চার্জ ছাড়াই। AAA লোক রাজি হইলো যে, ওরা tow করবে এবং tow করার সময় আমি গাড়ির সাথে না থাকলেও চলবে।

---

বন্ধু আশ্রাফকে ফোন দিলাম। ভাগ্য এতো ভালো যে, তার আগের সপ্তাহে তার ইন্টার্ন শেষ হইছে আবার পরের সপ্তাহে সে ক্যালিফর্নিয়া যাবে। তবে সুযোগ বুঝে ভাগ্য হালকা নড়েছড়ে বসলো। রেন্ট এ কার বুকিং দিয়েও গাড়ি পাচ্ছে না। ৪/৫ জায়গায় সারাদিন খুঁজে, শেষমেষ বিকেল পাচটায় বিশাল সাইজের ল্যান্ড রোভার পাইছে। জীবনের প্রথম এত বড় সাইজের গাড়ি চালিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে Deforest আসছে সন্ধ্যা ৮ টায়। ঐদিকে ১২.০০ রুম চেকআউট করার কথা, ৩ টা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করছে। আরো বল্লে হয়তো এক্সটেন্ড করতো, কিন্তু বলতে ইচ্ছে হয় নাই তাই ৩ টা এর পর লবিতে বসে ছিলাম।

---

ওই দিকে অফিসের বসরে বলছি, হোটেল থেকে বসে বসে অফিসের কাজ করবো। কিসের কি, কিচ্ছু করা হয় নাই। বসও কিছু কয় নাই।

---

বাসায় ফিরে দেখি ঘড়িতে সময় রাত ১১.১৫ আগস্ট ১৪, ২০১৪।

---

মেম্বারশিপ এক্টিভ হবার পর মঙ্গলবার AAA গাড়ি tow করে দিয়ে যায়। শিকাগোর মেকানিকও বলেছে, ইঞ্জিন পাল্টাতে হবে, ৩৫০০ ডলার লাগবে। গাড়ি কিনছিলাম ট্যাক্সসহ ৭০০০ ডলার পরছে দেড় বছর আগে। এখন দাম হবে মোটামুটি ৫০০০ হবে। তার উপ্রে, বরফ পড়া শুরু হবারআগে আগে টায়ার চেঞ্জ করতে হবে, সবগুলা তার জন্য লাগবে আরো ৬০০ ডলারের মতো। আর গাড়ি ভাঙ্গারি দোকানে দিলে ৩০০-৩৫০ ডলারের মত পাওয়া যাবে। প্রায় দুই সপ্তাহ পড়ে আছে মেকানিকের ওই খানে। তবে আগামী কালকেই খেলা ফাইনাল, গাড়ি ঠিক হবে না ভাঙ্গারি হয়ে যাবে।

----

লেসন লার্নড:::

১. ইন্সুরেন্সের কাগজ গাড়িতে রাখতে হবে, মাস্ট।

২. রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স প্রিমিয়ার লেভেলে নিতে হবে। তাইলে আর আমাকে tow এবং হোটেলে রাত কাটানো লাগতো না। ডাইরেক্ট শিকাগোতে tow করে ফেলতে পারতাম।

৩. নিজের বুদ্ধি না থাকলে সমস্যা নাই। তবে বুদ্ধিওয়ালা ও দিলদরিয়া ফ্রেন্ড থাকতে হবে।

৪. নিজের ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি না থাকলে, ১০০ মাইলের বেশি দুরে গেলে রেন্ট এ কার নেয়া উচিত। যদিও আমার আগের গাড়ি (১৯৯৫ টয়োটা কেমরি) চালিয়ে নর্থ ডেকোটা থেকে ৬৫০ মাইল দুরে শিকাগোতে এসেছি, ২০১২ তে।

৫. গত ডিসেম্বরে আমার মেকানিক বলছিলো গাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে অন্য আরেকটা কিনতে। কিন্তু আলসেমির ঠেলায় কিচ্ছু করা হয় নাই। আলসেমি করা ভালো, তবে খুব বেশি আলসেমি করলে, সেটার মাশুল গুনতেই হবে।

---

আমি চাইলে হয়তো গাড়ি বা অনেক কিছুতে অগাধ জ্ঞান আরোহন কারার চেষ্টা করতে পারতাম। হয়তো আরেকটু ভালো বুঝতাম, বিষয়গুলা। কিন্তু সেটা আমারে টানে না। তাই আমি ধরা খাই। ধরা খাওয়া গায়ে সয়ে গেছে। তবে আসল কথা হচ্ছে, যেটা আমারে টানে সেটা আমি ভালো মত করতে পারছি কিনা। কারণ, আপনি একটা বা দুইটা বিষয়ে বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিত্ব হইতে পারেন। সর্ববিষয়ে পন্ডিত হইতে গেলে, গন্ডমুর্খ থেকে যাবেন।

August 24, 2014

(<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F/10152654591207359>)

## ফেইসবুক ব্যবহার কমানোর ২০ উপায়

**ডাইরেক্ট অ্যাকশন:**

-----------------------

১. আপনার ফেইসবুক একাউন্ট এর পাসওয়ার্ড সেট করুন, "IAmAStupidPersonToUseFacebookAgainAndAgain" অথবা "lojjaKoreNa5MinPorPorFacebookeDhukte" বা "duiDinPorPorikkhaTaoAiGhadaPorenaKen" কিংবা “facebookELoginKoraArGulshanHaguLakeErPaniKhawaEkKotha”

২. লগইন করার সময়, "keep me logged in" অপসনে কখনই টিক দিবেন না। আর বিশাল সাইজের একটা লম্বা পাসওয়ার্ড দিবেন পারলে কমপক্ষে ৯০-৯৫ ক্যারেক্টার লম্বা। তাইলে পাসওয়ার্ড টাইপ করতে করতেই আঙ্গুল ব্যথা হয়ে যাবে- বিরক্তি চলে আসবে এবং দু-একবার টাইপ করতে গিয়ে ভুল করলে আপনাকে পুরা পাসওয়ার্ড আবার টাইপ করতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে, ক্ষেপে গিয়ে আপনি আর ফেইসবুকেই লগইন করবেন না।

৩. StayFocused নাম ক্রোম ব্রাউজারের একটা এক্সটেনশন আছে। সেটা "chrome web store" গিয়ে সার্চ দিয়ে ব্রাউজারে ইনস্টল করে ফেলেন। তাইলে কোনো একটা সাইটে সপ্তাহে কোন কোন দিন সর্বোচ্চ কতক্ষণ ব্যবহার করতে চান সেটা সেট করে ফেল্তে পারেন। সেই টাইম পার হয়ে গেলে ওই সাইট অটো ব্লক হয়ে যাবে। প্রতিদিন ফেইসবুকের জন্য নিদৃষ্ট পরিমান টাইম রাখুন। পরীক্ষার সময় বা কোন স্পেশাল কাজে মনোনিবেশের সময় পুরোপুরি ব্লক করতেও পারেন। আপনার যদি মনে হয় আপনি ৫ মিনিট পরে গিয়ে সেটিংস চেঞ্জ করে ফেল্বেন তাইলে, Require challenge নামে একটা অপসন আছে। সেখানে কমপক্ষে ৪৫০ ক্যারেক্টার লম্বা একটা বকাঝকা টাইপ কিছু সেট করতে হয়। এবং সেটা হুবহু টাইপ করতে পারলেই আপনি সেটিংস চেঞ্জ করতে পারবেন।টাইপ করার আলসেমির কারণে আপনার আর সেটিংস চেঞ্জ করা হবে না। btw, ওরাও কম চাল্লু না, কপি পেস্ট অপসন বন্ধ করে রাখছে।

৪. একটু পর পর ফেইসবুকে সুন্দরী মেয়েদের নক করেন, "hi. hows going. girl you look nice on red dress. girl tell me why are you sad" টাইপ মেসেজ পাঠান। পরে উনি যখন আপনার বিরক্তিকর চেচরা ম্যাসেজের স্ক্রিনশট পোস্ট করে ট্যাগ করবে তখন আর লজ্জায় আপনার ফেইসবুকে যাইতে ইচ্ছা করবে না।

৫. উইনডোজ বা পিসি ব্যবহার করলে কোনো সাইট পুরোপুরি ব্লক করে দিতে চাইলে।  C:\Windows\System32\drivers\etc ড্রাইভে যান এবং host ফাইলটি notepad এ ওপেন করুন। এই ফাইলটির সবচেয়ে নিচে নতুন লাইনে লিখে দেন, "127.0.0.1 [www.facebook.com](http://www.facebook.com/)" আরো সাইট ব্লক করতে চাইলে নতুন লাইনে লিখুন যেমন "127.0.0.1 [www.youtube.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&h=hAQEZYvll&s=1)"। তারপর সেইভ করুন। ব্যস , কেল্লা ফতে। যেই ব্রাউজার খুলেন না কেনো ওই সাইট আর খুলবে না। বাচ্চাকাচ্চাদের আপনি যদি তাদের ল্যাপটপে কোন সাইট ব্লক করতে চান তাইলে এই ব্যবস্থা নিতে পারেন। অবশ্য আজকালকার পোলাপান আব্বুআম্মুদের কম্পুটার চালানো শিখায়।

**ইনডাইরেক্ট অ্যাকশন:**

--------------------------

৬. মোবাইলে ফেইসবুক app আনইনস্টল করে ফেলুন। হাল্কা দরদ লাগলেও আনইনস্টল করে ফেলেন। এক্ষুনি, এই মুহুর্তে।

৭. ল্যাপটপ এক রুমে রেখে অন্যরুমে পড়তে যান। দর্কার হইলে বাসার বাইরে বা লাইব্রেরিতে পড়তে যান। ভুলেও ল্যাপটপ নিয়ে যাবেন না। আর ল্যাপটপে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা পিডিফ ব্যবহার করতে হলে এমন জায়গায় যাবেন যেখানে ইন্টারনেট বা wifi নাই। তাইলে ডিস্ট্রাকটেড হবার চান্স থাকে না। অথবা wifi বন্ধ করে রাখেন। আপনি যদি বলেন আমার সার্চ দিতে হবে। তাইলে কি কি সার্চ দিতে হবে সেগুলা একটা কাগজে লিখে রাখেন। ১৫-২০ টা সার্চ দেয়ার আইটেম জমে গেলে একবারে সার্চ দেন।

৮. পোলাপানের কাছে গিয়ে পার্ট লন, "আমি ফেইসবুক ইউজ করি না" আপনার ভাব হচ্ছে, you are someone different.

৯. আপনার ফেসিবুক এক্টিভ রাখার দায়িত্ব আপনার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে দিয়ে দেন পাসওয়ার্ড সহ। তবে সতর্ক থাকবেন, আদিমকালের মেসেজ হিস্ট্রি দেখে কার কার লগে সিস্টেম করার ট্রাই মারছেন সেগুলা খুঁজে বের করে আপনার অবস্থা হেমাটাইট করে ফেল্বে কিনা। তারউপ্রে, আপনি যে আড়ালে আবডালে আপনার bf বা gf এর  ক্লোজ ফ্রেন্ডের লগে লাইন মারার চেষ্টা করতেছেন সেটা জেনে গেলে আপনার আমও যাবে ছালাও যাবে।

১০. বন্ধুদের সামনে ফেইসবুক খোলা রেখে ৫ মিনিটের জন্য বাথরুমে যান। তারা নিজ দায়িত্বে যত্নসহকারে, আপনার হয়ে এমন সব স্টেটাস দিবে আর মাইনসেরে এমন সব মেসেজ পাঠাবে যে আপনার আর লজ্জ্বায় ফেইসবুক ব্যবহার করতে ইচ্ছা করবে না। সেইরকমের স্টেটাসের একটা ভদ্র ভার্সন হচ্ছে, "এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি লুঙ্গির আচল, কখন যেনো জোরে বাতাস এসে, লুঙ্গির আচলে মুছে দিয়েছে চোখের কাজল"।

**ফকিরামার্কা অ্যাকশন:**

-----------------------------

১১. টঙ্গের দোকানে বিড়ি টানতে গিয়ে একজনের কাছে আগুন চাইসেন, তারে ফ্রেন্ড বানানোর কিচ্ছু নাই। তবে, সুন্দরী বা হ্যান্ডসাম কাউরে এড রিকোয়েস্ট সেন্ড করার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। খুব বেশি সুন্দরী হলে, প্রয়োজনে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ক্যানসেল করে আবার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে দৈনিক ২৩ বার পাঠাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ফেইসবুকে যার ফ্রেন্ড কম, আখেরাতে তার হিসাব সহজ হবে।

১২. চ্যাটে সবসময় অফলাইন হয়ে থাকবেন। খুব বেশি প্রয়োজন হলে মেসেজ দিবেন তবুও অনলাইন হওয়া যাবে না।

১৩.  কোনো গেমস বা থার্ড পার্টি এপ্লিকেশন দেখলেই ঝাপাইয়া পড়ার কিছু নাই। খেলাধুলা মাঠে গিয়ে করবেন, ফেইসবুকে না। খামারে কাম করতে মনে চাইলে মাঠে গিয়ে বাপেরে হেল্প করেন। ফার্মভিলে খামার বানায় লাভ নাই। ক্রিমিনাল কেইসের জবানবন্দি আদালতে গিয়া দেন। চকলেটের স্বাদ কি ক্যান্ডি ক্রাশে খুঁজে কোনো লাভ নাই। আর গেইমস খেলার ইনভাইটেশন নোটিফিকেশন, ওই গেমস এ গিয়ে বন্ধ করে দেন। আর কেউ না বুইঝা গেইসের রিকোয়েস্ট বার বার সেন্ড করলে তারে নগদে আনফ্রেন্ড করে দেন।

১৪. সেটিংস এর নোটিফিকেশনে গিয়ে সব নোটিফিকেশন বন্ধ করে দেন। অবশ্যই ফালতু গ্রুপেরগুলার সব নোটিফিকেশন বন্ধ করে দেন, লেইম জোকস, মজা লস, হজর যা আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ যেমন ক্লাস গ্রুপের নোটিফিকেশন এক্টিভ রাখা মার্জনীয়। কেউ ছবিতে বা স্টেটাসে ট্যাগ করলে আনট্যাগ বা নোটিফিকেশন বন্ধ করে দেন। কোনো জায়গায় কম্মেন্ট করছেন, তারপর অন্য মানুষের কম্মেন্ট এর নোটিফিকেশন বন্ধ করে দেন। মোবাইল app রাখলে, মোবাইলে নোটিফিকেশন এবং অটোসিঙ্ক বন্ধ করে দেন। কোনো ফ্রেন্ড যদি সারাদিন আজাইরা জিনিস শেয়ার দেয়, তার প্রোফাইলে গিয়ে আনফলো করে দেন।

১৫.  যতবার ব্যবহার করবেন, ততবার লগ আউট করবেন। তবে একাউন্ট ডিএক্টিভ করলে আরো ভালো হয়। দিনে দরকার হইলে ১৭ বার করেন। আর না হয় ক্রোমে Ctrl + Shift + N প্রেস করে "New Incognito window" বা ফায়ারফক্স এ Ctrl + Shift + P প্রেস করে "New Private Window" ব্যবহার করেন। তাইলে পাসওয়ার্ড সেইভ করে রাখবে না। কখনো কখনো অন্যকারো ল্যাপটপে ইমেইল বা ফেইসবুক ব্যবহার করলে সবসময় এইভাবে ব্যবহার করবেন তাইলে ব্রাউজার বন্ধ করে দিলে আর পাসওয়ার্ড মনে রাখবে না। আপনার লুঙ্গির আচলও উড়বে না।

**ফাও প্যাচাল:**

-----------------

১৬. আপনি কত সময় ফেইসবুকে নষ্ট করেন সেটা হিসাব রাখলে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যেতো। আমি অনেক কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি তারপরেও গত ৪১৪ দিনে, সর্বমোট ৪৫০ ঘন্টা ১৫মিনিট নষ্ট করেছি। chrome web store এ web timer নাম একটা এক্সটেনশন আছে, কোন সাইটে কি পরিমান টাইম নষ্ট করছেন সেটা হিসাব রাখার জন্য।

১৭. ফেইসবুক আসলে আপনার ফ্রেন্ডদের কাছে টানে না বরং দুরে সরায় দেয়। আপনি যদি কারো পোস্টে লাইক না দেন বা কম্মেন্ট না করেন তাইলে তার পোস্ট আপনার নিউজ ফিডে আস্তে আস্তে হারায় যাবে। নিজের অজান্তেই আপনার কাছের ফ্রেন্ডের পোস্ট উধাউ হয়ে যাবে। আপনি যেই টাইপের জিনিস লাইক করেন সেগুলাই বেশি বেশি করে দেখাবে। আস্তে আস্তে আপনার পৃথিবী ছোট করে ফেল্বে।

১৮. ফেইসবুক কম ইউজ করলে আপনি হয়তো জিমে যেতেন বা বাইরে গিয়ে একটু হাটাহাটি করে আসলেও ভুড়িটা একটু কম হইতো। বা এসাইনমেন্ট ঠিক টাইমে ফিনিশ করতেন। এরাম কিছু ব্যাপার আছে কিন্তু।

১৯. আরেকটা অজুহাত হচ্ছে মাইনসের জন্মদিন মনে রাখার জন্য ফেইসবুক দরকার। ঘটনা সত্যি। তবে যার জন্মদিন সবচেয়ে বেশি মনে রাখার দরকার সেটা হচ্ছে আপনার গার্লফ্রেন্ড। আর "গার্লফ্রেন্ডের জন্মদিন মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, একবার ভূলে যান। সারা জিন্দেগীতে আর ভুলবেন না।"

২০. এই পর্যন্ত ১৯ টা টিপস তো দেখলেন। তারপরেও যদি আপনার ফেইসবুক ব্যবহার কমানোর ইচ্ছা না কমে, ২০ নম্বরটা দিয়েও কমবে না। তাই আপনার জন্য একটা টিপস মওকুফ করে দিলাম।

--------------

দুঃখজনক হইলেও সত্যি। আপনারে পন্ডিতিমার্কা জ্ঞান যে দিচ্ছে, সেও কিন্তু ফেইসবুকিং করে টাইম নষ্ট করেই দিচ্ছে। তাই, বিফলে মুল্য ফেরত চাইবেন না। কারণ আমি নিজেই দেউলিয়া, আপনারে আউলিয়া বানামু কেম্নে।

August 12, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152176949316891>)

পিএইচডি করা হইলো: "You give 80% effort of your life to get less than 2% jobs in the market"

বাকি ১৮% কই গেলো? পোস্ট ডক, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জবের জন্য ইন্টারভিউ দিতে দিতে  
তাও আবার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পজিশন ওপেন হয়, সাধারনত কেউ মারা গেলে।   
মাত্র ২% চাকরি?? ইয়েস, এলিটগ্রুপ ছোট বলেই, এলিট। এবং সেই লেভেলের কম্পিটিশন।   
মাঠে বাছুর চড়ানো আর মাখক্ষণ বানানো যদি একই হইতো, তাইলে সবাই মাখক্ষণই বানাতো   
btw, আপনি মাখক্ষণ বানাতে পারলে বাছুর চড়ানো আপনার কাছে কোনো ব্যাপার না

If you are confused whether you should go for phd or not, i say, go for it.   
পিএইচডি ডিসিশন নেয়া আর আপনার কনফিউজড গার্লফ্রেন্ডের কথা বাসায় জানানোর মতো   
(আপনার প্রেমের অবস্থা বুঝে বাকিটা বুঝে নেন)

আর মাস্টার্স করা হইলো: "You give 20% of your effort to get 70% jobs in the market"   
বাকি ১০% যায় H1B (HIV নহে), গ্রীনকার্ডের সেকেন্ড ক্লাসে বসে, কাগজ পত্রের জন্য আল্লাহ আল্লাহ করতে

গত fall সেমিস্টারে আমার মাস্টার্স এর আডভাইজারকে বল্লাম, "আমারে পিএইচডি admission দাও"  
সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, "ধরণী দ্বিধা হও টাইপের অবস্থা"  
আমারে বল্লো, "পিএইচডি হচ্ছে মেটার অফ ডেডিকেশন, You have to have passion to sacrifice 5 years. Are you sure you want to do this?"

তার সন্দেহ হচ্ছিলো, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পিএইচডি করতে আসবো কিনা?  
ওরে বল্লাম, না চাকরি ছেড়ে দিয়ে নয়, আমি জব করতে করতে পার্ট টাইম পিএইচডি করবো?  
ও বলে, "তাই বলো। Now, it make sense. in your case"

পুরান recommendation লেটার, SOP, GRE স্কোর (৩/৪ মাস পরে এক্সপায়ার হয়ে যাইতো) সবই আগের ইউনিভার্সিটিতে আগেই জমা ছিলো। মাস্টার্স এর কোয়ালিফাইং পরীক্ষার সময় কেম্নে জানি পিএইচডি লেভেলে পাশ করে ফেলছিলাম (মনে হয় যোগের ভুলে)। তাই এখন ঐ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে হলে কোয়ালিফাইং পরীক্ষা আর দেয়া লাগবে না। শুধু admission ফি দিয়ে পিএইচডি admission হয়ে গেলো। আর কিচ্ছু করা লাগে নাই।

গত স্প্রিং সেমিস্টারে একটা অনলাইন কোর্স ও নিছিলাম, কাম্পাসে যাওয়াও লাগে নাই। আপনি (H1B) ফুল টাইম জব করার সময়, পার্ট টাইম পিএইচডি এনরোল থাকতে পারেন। ভার্সিটি এর নিয়ম ভেদে আপনাকে একটা কোর্স বা এক ক্রেডিট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তবে CPT (Curricular Practical Training) মাস্টার্স বা পিএইচডি করার পর চাকরি করার অনুমতি পত্র অবস্থায় আপনার ভিসা স্টেটাস থাকে স্টুডেন্ট এবং আপনি পার্ট টাইম স্টুডেন্ট হতে পারবেন না।

শুধু আমার বাপের বা আমার প্রফেসরের না, আমারও সন্দেহ আছে এই ডিগ্রী শেষ করাতো দুরে থাক, অর্ধেকের ধারে কাছে আমি যাবো কিনা। তাই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, কেনো আমি এইটা করতেছি। প্রথম উত্তর হচ্ছে, "জানিনা"। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তর দিচ্ছি না। আর চতুর্থ উত্তর হচ্ছে, "লোকমুখে শুনেছি, কেজানি এলএলবি এর কয়েক সেমিস্টার করে নামের আগে ব্যারিস্টার বসায়, পিএইচডি এর ক্ষেত্রেও মনে হয় একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে"

August 2, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152158326491891>)

প্রোকাস্টিনেশন কমানোর ৭ টা উপায়

পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঢিলামি বা প্রোকাস্টিনেশন করলে এ প্লাসের পরিবর্তে গ্রেড আসে সি বা ডি। আর প্রেমের ক্ষেত্রে প্রোকাস্টিনেশন করলে, গলা ছেড়ে গান আসে "ফাইট্টা যায়, ও আমার বুকটা ফাইট্টা যায়"। ঢিলামি বা প্রোকাস্টিনেশন শুরু হয় এইসব স্টাইলে-

------------------------------------  
প্রোকাস্টিনেশন করার ৫টি স্টাইল:   
-------------------------------------

১. দুত্তরী কিচ্ছু ভাল্লাগে না। এই বলে টঙ্গের দোকানে বেশী চিনিওয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে আকাশে বেনসনের ধোয়া ছাড়তে কোনো সমস্যা নাই। মাগার বাসায় এসে কাজের কথা মনে পড়লে আর ভাল্লাগে না। (ভাল্লাগেনা সিনড্রম)

---

২. আমারে দিয়া হবে না, আমিতো প্রোগ্রামিং কিচ্ছু বুঝি না। আমিতো শহরে বড় হয় নাই। ইংরাজিতে দুব্বল। ফ্যামিলি সাপোর্ট করা লাগে। ফ্রিলান্সিং বুঝি না। ইন্টারনেট স্পিড কম। উনাগো অভিযোগের লিস্ট শেষ হয় না (ছুতা মার্কা )

---

৩. আজ থাক, শুক্রবার থেকে শুরু করমু। এই সপ্তাহ যাক, পরের সপ্তাহে ঈদের ছুটিতে ধরমু আর শেষ করে ফেলমু। এই সেমিস্টার যাক পরের সেমিস্টারে কুপায় ফেলমু। (পিছ্লা পাব্লিক)

---

৪. এইটা কোনো ব্যপার হইলো, ঠিকমতো একঘন্টা কাজ করলেই শেষ। আমি আবার প্রেসারে পড়লে কাজ ভালো করতে পারি। গত টার্ম ফাইনালে দেখস নাই (ওভারস্মার্ট ভাবস)।

বাস্তবতা হচ্ছে, সবক্লাসেই ফার্স্ট যে হয় তার চাইতে অনেক বেশি জিনিয়াস কয়েকটা পোলাপান আপনি মাস্ট খুঁজে পাবেন। তারা ফার্স্ট এর চাইতে জিনিসগুলা অনেক ভালো বুঝেও। কিন্তু ওভারস্মার্ট সিন্ড্রমের কারণে ভালো রেজাল্ট তো করতে পারেই না, ভালো চাকরিও পায় না।

---

৫. আরে ভাই টাইম কৈ ? সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে বাবুর ডায়পার ক্লিন করে, বৌয়ের জন্য ব্লাক কফি রেডি করে সেই যে অফিসে গেলাম... ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ৯টা। আপনিই বলেন ? (বিজি মুখোশধারী)

--------------------------------------  
প্রোকাস্টিনেশন কমানোর ৭ টা উপায়  
---------------------------------------

তবে ঢিলামি না করে আপনি কোনো দিন সফল হইতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনি যেটা করতে চান, সেটা ছাড়া বাকি সবকিছুতে ঢিলামি করতে হবে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, ড্রিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, আমরা আলসেমি ২ ডিগ্রী বেশী করি। খেলায় নামার আগেই হেরে যাই। পিছলামি কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে-

---

১. হিন্দি সিনেমা দেখবেন। নায়িকাকে পাওয়ার জন্য নায়ক সাহেব যা যা করে আপ্নিও তা তা করবেন, তবে ড্রিমগার্লের, গার্ল অংশ কেটে দিবেন। শুধু ড্রিমটা ধরে রাখবেন। বাকি সব আপনা আপনি হয়ে যাবে।

---

২. আপনাকে একটু আনসোশ্যাল হতে হবে। আপনি সব বিয়েতে আর জন্মদিনে খাইতে যাবেন, আর চৌদ্দ ঘন্টা ধরে সোশালাইজ করবেন। তাইলে খাইতে, যাইতে (ট্রাফিক জ্যামে) আর আড্ডা মারতে আপনার জিন্দিগী পুরায় যাবে গা।

---

৩. আপনার বড় লক্ষ্যটাকে ছোট ছোট, মিনি মিনি অংশে ভাগ করতে হবে। একঅংশে আটকে গেলে অন্যঅংশে, সেটাতেও আটকে গেলে অন্য আরেক অংশে। এক ভাবে আটকে গেলে অন্য ভাবে। একজনের কাছে কোনো সহযোগিতা না পেলে, অন্য আরেকজনের কাছে। কেউ গালিগালাজ, বকাঝকা দিলে, না শুনার ভান করে, গায়ে না মেখে। চালায় যেতে হবে। তখন আপনার সফল না হয়ে অন্য আর কোনো উপায় থাকবে না। লুক এট সুপার হিরো অনন্ত জলিল।

---

৪. জিনিসটা যদি সহজ আর মজারই হইতো, তাইলে দুনিয়ার সব গরু-গাদা পাব্লিক কত আগেই সফল হয়ে যাইতো। আপনার কোনো চান্স থাকতো না। তবে খুচরা খুচরা অংশে ভাগ করার কারণে আপনি ডাইরেক্ট না হলেও ইনডাইরেক্টলি মজা নিতে পারবেন। যেমন, ধরেন আপ্নার এক জোড়া জুতা কিনা দরকার কিন্তু জিনিসটা এমন ভাবে চিন্তা করলেন যে, আপনি ড্রিমের একটা অংশ ফিনিশ করতে পারলে, নিজেরে পুরস্কার হিসেবে জুতা কিনে দিবেন। ঐটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিনবেন না। তাইলে মজাও পাবেন এবং ফাও এপ্রিশিয়েট করাও হলো।

---

৫. সবকিছুতে পন্ডিতি করবেন না। সাকিব আল হাসান ক্রিকেট ভালো খেলে, তার ফ্রিলান্সিং নিয়ে পন্ডিতি করার দর্কার নাই। এই বিষয়ে সে হাবাগোবাই থাকুক। মনে রাখবেন, কাচা বাজারে.দেড় ঘন্টা ঘ্যানর ঘ্যান করে এক ডজন ডিমের দাম ১ টাকা কমিয়ে আনলে, আদতে লাভ হবে না। কারণ ঐ সময় অন্য কাজ করলে আরো অনেক বেশি অর্জন করতে পারতেন। সো, opportunity cost ব্যাপরাটা মাথায় রাখবেন।

---

৬. নিজেকে ওভারস্মার্ট ভাববেন না আর কোনো কাজকে আন্ডার ইস্টিমেট করবেন না। ঐ যে, যারা বলে প্রেসারে পড়লে বা লাস্ট মোমেন্টে কাজ ভালো করে। সেটা ঠিকই তারা করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, লাস্ট মোমেন্টে ঐ কাজটা করার সময় যে পাবে, তার কোনো গ্যারান্টি নাই। হয়তো ঐ সময়ে আপনার ডায়রিয়া হয়ে গেলো বা গার্ল ফ্রেন্ডকে বেলি ফুলের মালা দিয়ে আসতে হলো। অথবা লাস্ট সাত ঘন্টা কারেন্ট নাই। সো, আপনি কাজটা করার টাইম পাইলেন না। আপনার ওভার স্মার্টগিরি শো-অফ করতে পারলেন না। লাভ কি হইলো?

---

৭. আপনার লংটার্ম গোল আর শর্টটার্ম গোল একই লাইনের হতে হবে। ধরেন আপনার লং টার্ম গোল হচ্ছে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু রাস্তারপাশে কাউরে বিড়ি ফুকতে দেখে আপনার আর তর সইছে না। শেষমেষ টিকতে না পেরে (এইটাই শেষ বলে) আরেকটা বিড়ি ধরালেন। তাইলে কিন্তু আপনার লং টার্ম আর শর্ট টার্ম গোল একই লাইনের হলো না। সুফল দেখিয়ে নিজেরে কনভিন্স না করতে পারলে, কুফল দেখিয়ে ভয় লাগান। মুখ থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ, হলুদ রংয়ের দাত, জামাকাপড় থেকে ইয়াক মার্কা গন্ধ, খুকখুক কাশি সবমিলিয়ে আপনাকে অন্যদের কাছে কেমন দেখায় একটু ভাবেন।

শেষকথা হচ্ছে, আপনার বৈশিষ্ট বা ক্যারেক্টার যদি হয় ঢিলামি করা, তাইলে আপনাকে এক কথায় বলবে, "ক্যারেক্টার ঢিলা" !!!

June 8, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152059958666891>

resume বা CV বানানোর এক ডজন টিপস

১. প্রথমেই keyword সার্চে টিকতে হবে। একটা পোস্টের জন্য [Bdjobs.com Ltd.](https://www.facebook.com/mybdjobs/) এ এক হাজার এপ্লিকেশন জমা পরে। এমপ্লয়ার চশমা চোখে সবগুলা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে পড়বে না। বরং সে keyword দিয়ে সার্চ করে ৫০ টা resume শর্টলিস্ট করবে।

টিপস-১:: অবশ্যই resume যে জবের জন্য এপ্লাই করছেন তার জন্য ফোকাসড হতে হবে। যদি ৫ টাইপের চাকরির জন্য এপ্লাই করেন, এটলিস্ট ৫ টা ডিফারেন্ট resume বানান। জবের জন্য যে যে qualification চাইসে সেটা আপনার resume তে থাকতে হবে। উড়াধুড়া এপ্লাই করে, লটারি স্টাইলে ভালো চাকরি পাবেন না।

টিপস -২:: ধরেন জবের জন্য কোনো স্পেসিফিক software বা qualification চাইসে বাট আপনি সেটা জানেন না। ছেড়ে না দিয়ে বরং এইটা নিয়ে ৫ ঘন্টা ঘাটাঘাটি করেন। নীলক্ষেত থেকে বই কিনেন, অন্য কারো কাছে হেল্প চান, গুগলে খোজেন। আর ইন্টারভিউতে ডাকার আগ পর্যন্ত যে সময় পাবেন তাতে এইটা ভাজা ভাজা করে ফেল্বেন।

২. তারপর ৫ সেকেন্ড টেস্ট। এইবারও ওরা পুরা resume পড়বে না। একটা resume এর দিকে ৫-১০ সেকেন্ড তাকিয়েই ডিসিশন নিবে এইটা ভালো না খারাপ। এইভাবেই ২০টা resume সিলেক্ট করবে। বিটিবি তে একটা অ্যাড দিতো না -বার বার আসনের টাইম নাই। একজাক্টলি, আপনার resume উল্টায় পাল্টায় দেখার এখনো টাইম আসে নাই।

টিপস-৩:: আপ্নের গুরুত্বপূর্ণ এচিভমেন্টগুলো আগে দিন। শুরুতে একটা সামারিও দিতে পারেন। resume দেখতে যাতে সুন্দর হয় এবং সহজেই পড়া যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

৩. এখন ইন্টারভিউতে ডাকার জন্য সর্টলিস্ট করা হবে। এইবার কিন্তু সে resume গুলা দেখবে, ৫-৭ মিনিট করে এবং ২০ টা resume থেকে ৫-১০জনকে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকবে।

টিপস -৪:: আপনি সাধারণ পোলাপানের চাইতে বেশী/আলাদা কি করেছেন সেটা ভালো করে দিন। হতে পারে আপনি কোনো কম্পিটিশনে জিতসেন বা অংশগ্রহণ করছেন অথবা [মজার ইশকুল](https://www.facebook.com/groups/MojarIshkul/) এ ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছেন বা একটা শাখা এর দায়িত্বে ছিলেন। এইটা কিন্তু বিশাল (মানবিকতার দিক থেকেতো বটেই) আর সাথে সাথে বুঝায় আপনি অর্গানাইজ, ম্যানেজ এবং টার্গেট এচিভ করতে পারেন।

টিপস -৫: প্রজেক্ট বা থিসিস এর কাজগুলো বুলেট পয়েন্ট দিবেন এবং তাতে - Action Verb + Task + Result ফরমেট ব্যবহার করুন। যেমন, Developed (AV) an efficient electric bulb (T), resulting in 68% reduction (R) in monthly household power consumption.

টিপস-৬: প্রজেক্টে আপনার রোল (ভূমিকা) যেমন: লিডার, টিম মেম্বার, অর্গানাজার, টেকা গোছান এবং কবে থেকে কবে প্রজেক্ট ছিলো সেটা বলবেন।

টিপস -৭: আপনি সফটওয়্যার এবং কম্পুটার বিষয়ে চরম এক্সপার্ট সেটার একটা আলাদা সেকশন অবশ্যই থাকতে হবে। পারলে কোনগুলাতে এক্সপার্ট, কোনগুলাতে কমফোর্ট ফিল করেন এবং কোনগুলা মোটামুটি ধারণা আছে, তা আলাদা বুলেট পয়েন্টে দিতে পারেন।

টিপস -৮: বহুল পরিচিত ফন্ট (arial, calibri, verdana) ব্যবহার করুন। ফ্যানসি/ অপরিচিত ফন্ট ব্যবহারে বিরত থাকুন। ফন্ট সাইজ ১০-১২ এর মধ্যে রাখুন। মার্জিন আধা ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি এর মধ্যে রাখুন।

টিপস-৯: resume তে আজাইরা জিনিস বা হিস্ট্রি লিখবেন না। বি প্রিসাইজ। ১-২ পৃষ্ঠা এর মধ্যে রাখুন। কোনো কিছু হাইলাইট করতে বোল্ড, আন্ডারলাইন বা বড় ফন্ট সাইজ ব্যবহার করতে পারেন। তবে এগুলার পরিমিত ব্যবহার করুন।

টিপস -১০: অন্ধ ভাবে কোনো টেম্পলেট বা কারো resume এর ফরমেট ডাইরেক্ট মেরে দিবেন না। বরং resume দুই দিন পর পর চেঞ্জ করে করে আপগ্রেড করতে থাকবেন।

টিপস -১১: resume তে কোনো বানানে বা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে ভুল থাকতে পারবে না। দরকার হলে ইংলিশ মিডিয়ামের বা ইংলিশে পড়ে এমন কাউরে লাঞ্চ করাইয়া আপনার resume রিভিউ করান।

টিপস-১২: resume তে আপনার বাপের, মায়ের, গার্লফ্রেন্ডের নাম, জন্ম, ধর্ম এইসব দেয়া থেকে বিরত থাকুন

৪. ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে অবশ্যই ওই কোম্পানি এর ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিবেন ওরা কি কি নিয়ে কাজ করে। ওইখানে পরিচিত কেউ জব করলে বা আগে কেউ ইন্টারভিউ দিছে তাদের কাছ থেকে কি কি টাইপের প্রশ্ন হতে পারে তা জেনে নিন। এমনকি যে ইন্টারভিউ এর জন্য কল করবে তাকেও জিগ্গেস করে দেখতে পারেন।

৫. কোনো ইন্টারভিউতে যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই তার উত্তর বাসায় এসে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অন্য কাউরে জিগ্গেস করেন। এতে এইবার ফেল মারলেও পরের বার ঠিকই দেখায় দিতে পারবেন।

আপ্নি দেখি এত্ত এত্ত সময় নষ্ট করে শেষপর্যন্ত চলে আসছেন। বরং, পাত্তিওয়ালার ছেলে/মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারলে চাকরিটা কত্ত সহজেই পেয়ে যেতেন (হেলায় সুযোগ হারাবেন না)।